بسم الله الرحمن الرحيم

IOM

"কুরআন হাদীসের আলোকে কিয়ামতের আলামতসমূহ"

Submitted to

Ustaz Abdul wahid

Subject: RAM 302

Submitted by

Tani

Batch- 202

Roll no.- 20202046

Submission Date: 05 June, 2023

সূচিপত্র

লেখকের কলাম 1
ভূমিকা.................... 2
ফিতনার অর্থ ও প্রকার 2
আখেরি যামানায় কিয়ামতের আলামত **3**
ফিতনায় পূর্ণ আধুনিক জীবন.................... 4
কেয়ামতের নিদর্শনাবলী নিয়ে আলোচনা-গবেষণার প্রয়োজনীয়তা.................... 4
কিয়ামতের আলামত 6
কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর প্রকারভেদ **7**
প্রথম ভাগ: ক্ষুদ্রতম নিদর্শন 7
দ্বিতীয় ভাগ: বৃহত্তম নিদর্শন 8
ক্ষুদ্রতম নিদর্শনসমূহ **8**
নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়া সাল্লাকমর আগমন 13
চন্দ্র বিদারণ 14
সাহাবা যুগের অবসান ও বাইতুল মাকদিস 15
মহামারী ও নানান ফেতনার দ্রুত আবির্ভাব 16
জঙ্গে সিফফীন ও খারেজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ 17
মিথ্যা নবুয়ত দাবীকারী ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশ.................... 18
হেজায ভূমি থেকে বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রকাশ 19
অধিকহারে সংঘাত 20
পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ 21
স্বল্প কাপড় পরিহিত নগ্ন মহিলাদের আত্মপ্রকাশ ও সুউচ্চ বাড়ীঘর নির্মাণে প্রতিযোগিতা 22
ব্যাপক বাণিজ্য ও বাজারে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর প্রভাব 23
মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান ও সত্য সাক্ষ্য গোপন 24
ব্যাপক হারে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকরণ 25
অশ্লীলতা-বেয়াহাপনা বৃদ্ধি 25
সম্পদ উপার্জনে হালাল-হারামের তোয়াক্কা বিলুপ্তি 26
রেশমী কাপড় পরিধান, মদ্য এবং গান-বাজনা 27
মসজিদ কারুকার্যকরণ প্রতিযোগিতা 28

ঘরবাড়ী ডিজাইন ও সুসজ্জিত-করণ 29
অত্যধিক বজ্রপাত 30
ব্যাপক লেখালেখি এবং কলামিষ্টদের ছড়াছড়ি এবং চাপাবাজি প্রতিযোগিতা 31
তুচ্ছ ও স্বল্পজ্ঞানীদের নিকট এলেম অন্বেষণ 32
আকস্মিক মৃত্যুর হার বৃদ্ধি 32
নির্বোধ ব্যক্তিদের নের্তৃত্ব 33
দ্রুত সময় পার 33
মোহরের মূল্য বৃদ্ধি এবং বাজারসমূহ নিকটবর্তী 34
মুমিনের সত্য স্বপ্ন 35
মিথ্যার ব্যাপক প্রচার প্রসার ও অধিক হারে ভূ-কম্পন 36
পুরুষ হ্রাস, মহিলা বৃদ্ধি ও খোলাখুলি অশ্লীলতা 37
কুরআন পড়ে বিনিময় গ্রহন ও স্থূলতা বৃদ্ধি 38
আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানে অবহেলা ও রোমান (খৃষ্টান) আধিক্য 39
ভূমিধ্বস, রূপবিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি 40
ফসলহীন অতিবৃষ্টি 42
ফোরাত থেকে স্বর্নের খনি প্রকাশ, আরব উপদ্বীপ বাগিচা এবং নদীনালা পূর্ণ হয়ে উঠবে 43
আহলাছ, সচ্ছলতা এবং অন্ধকার ফেতনা 44
চন্দ্র- স্ফীতি 45
কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয় 46
তীর-তলোয়ার এবং অশ্বের যুগ পুনঃ প্রত্যাবর্তন 47
জেরুজালেম আবাদ, বসতি শূন্য হয়ে মদীনার বিনাশ 47
মদীনা থেকে সকল মুনাফিক নির্বাসন 48
কাহতান' গোত্র থেকে এক মান্যবর ব্যক্তির আবির্ভাব 48
চতুষ্পদ জন্তু, জড়বস্তু, চাবুকের অগ্রভাগ, জুতার ফিতা মানুষের সাথে কথা বলবে 49
বিশাল বাহিনী মাটির নিচে ধ্বসে যাবে 50
আল্লাহর ঘরের দিকে মানুষের হজ্ব ত্যাগ 50
কতিপয় আরব গোত্র মূর্তি পূজায় পুনঃ প্রত্যাবর্তন 51
কুরায়েশ বংশের বিলুপ্তি ও জনৈক হাবশীর হাতে কা'বা ঘর ধ্বংস 51
মুমিনের রূহ কব্জা করতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবাতাস প্রেরণ 52

মক্কা নগরীর বিল্ডিংগুলো পাহাড়-সম উঁচু করে নির্মাণ 52
পরবর্তী লোকজন পূর্ববর্তীদেরকে গালমন্দ ও অত্যাধুনিক যানবাহন 53
ইমাম মাহদীর আবির্ভাব 54
মাহদী সংক্রান্ত হাদিস 54
বৃহত্তম নিদর্শন 57
দাজ্জালের আবির্ভাব 57
দাজ্জালের ফেতনা ও বিশ্ব পরিস্থিতি 58
দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্তির উপায় 64
ঈসা বিন মারিয়াম(আ:) এর প্রত্যাগমন 65
প্রত্যাগমন ও বিশ্ব পরিস্থিতি 67
ঈসা আ.-এর জমানা 69
ঈসা আ.-এর জীবনকাল 70
ইয়াজুজ – মাজুজের 71
কুরআন কারীমে ইয়াজুজ মাজুজের বিবরণ 73
হাদিস শরীফে ইয়াজুজ মাজুজের বিবরণ 74
ইয়াজুজ মাজুজের ধ্বংস 75
তিনটি ভূমিধ্বস **76**
ধূম্র (ধোঁয়া) 77
পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় ও তওবার দরজা বন্ধ হওয়ার **80**
হাশরের ময়দানের দিকে তাড়নাকারী অগ্নি 81
শিঙায় ফুঁক **82**
শেষ কথা ও মুক্তির উপায় 82
গ্রন্থসহায়িকা ও তথ্যসূত্র **83**

লেখকের কলাম—

الحمد لله الذي كفي، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، ام بعد!

চারিদিকে ফিতনার সায়লাব যেখানে জয়জয়কার এ রকম একটা সময়ে এসে নিজেদের ঈমানকে শক্ত করতে হলে আমাদেরকে এ উপলব্ধি জাগ্রত করতে হবে আমরা শেষ জামানায় বসবাস করছি, ফিতনাগুলো থেকে খুব সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকতে হবে। এর জন্য কিয়ামতের আলামতগুলোকে বিস্তারিতভাবে জানা অতীব জরুরি। রসূল সা. এর ওফাতের ১৪৪৪ বছর পরে উনার বলে যাওয়া ভবিষ্যৎবানী গুলো কিভাবে ফলে যাচ্ছে তাও আমরা অবলোকন করতে পারছি এ আলামতগুলো দেখার মাধ্যমে। যা অবশ্যই ইসলামকে সত্যায়ন করার মানদণ্ডও বটে। রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো শুকরিয়া আদায় করছি এ রকম একটা টপিকের উপর কাজ করতে পেরে এবং তা সুন্দর ভাবে সমাধান করতে পেরে। আল্লাহ যেনো আমাদের নেক আমলগুলো কবুল করেন। মন্দগুলোকে নেক আমল দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। আমিন ইয়া রব।

যেকোনো সংশোধনি চোখে পড়লে প্রয়োজনে যোগাযোগ –

Tani
Jnu.tani2580@gmail.com

◆ ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এর জন্য; যিনি আমাদেরকে এ ঘোর অন্ধকার ফিতনার সর্বশেষ যুগেও হেদায়েতের আলোর একমাত্র বাতি কুরআন-সুন্নাহ্ (হাদিস) দ্বারা আলোর সুব্যবস্থা করেছেন। অসংখ্য দুরূদ নবি করিম (সা:) -এর উপর, যিনি তাঁর অনাগত উম্মতদের নিয়ে অস্থিরতা প্রকাশকরতঃ ফিতনা থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে দিয়েছেন। অসংখ্য সালাম তার সাহাবাবর্গের উপর, যারা সর্বাবস্থায় তাঁর সঙ্গ দিয়ে দীনের ঝাণ্ডা নিয়ে পৃথিবির এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ঘুরে ফিরেছেন। কিয়ামতের আলামত ভালো মতো বুঝতে হলে আমাদের প্রথমেই ফিতনা সম্পর্কে অবগত হতে হবে যেহেতু আলামত গুলোর আত্মপ্রকাশই ঘটবে ফিতনাপূর্ন সময়ে।

ফিতনাপূর্ণ এ সময়ে আমরা ফিতনা নিয়ে অনেক কথা হয়ত বলি; কিন্তু ফিতনা কী জিনিস এবং তার আসল পরিচয় আমাদের জানা না থাকার কারণে হাদিসে বলে দেওয়ার পরেও আমাদের হুশের উদয় হয় না যে, এটিও একটি ফিতনা, যা থেকে আমাদেরকে রাসুল(সা:) দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই ফিতনা কী এবং তা আমরা কিভাবে চিনবো, এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব।

◆ ফিতনার অর্থ

যার দ্বারা মানুষের ভাল-মন্দের অবস্থার প্রকাশ ঘটে তাকে ফিতনা বলে। বলা হয়–আমি স্বর্ণকে আগুন দ্বারা পরখ করে নিয়েছি। যখন আপনি আগুন দ্বারা স্বর্ণের খাঁদ-নিখাঁদের যাচাই করবেন। আর সেখান থেকেই পরশপাথরকে ফিতনা বলা হয়। যে পাথর দিয়ে স্বর্ণ যাচাই করা হয়। ফিতনার আরো কয়েকটি অর্থ রয়েছে– ফিতনা অর্থ শিরক, পথভ্রষ্টতা, হত্যা, বাধা প্রদান, ভ্রান্তি, সিদ্ধান্ত, গুণাহ, অসুস্থতা, পরীক্ষা, ক্ষমা, নির্বাচন, শাস্তি, আগুনে দহন-প্রজ্জ্বলন এবং মস্তিস্কে বিভ্রাট বা পাগলামো ইত্যাদি। (**বিস্তারিত দেখুন: কিতাবুল কুল্লিয়াত; আবুল বাকা আল কাফুমি**)

ইবনুল আরাবি(রহ:) তার আহকামুল কুরআনে বলেন – ফিতনার শাব্দিক প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, পরীক্ষা, বিপদাপদ, বালা-মুসিবত। তবে কুফরকেও ফিতনা বলা হয়, কারণ, বিপদাপদের সর্বশেষ গন্তব্য সেদিকেই হয়।

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا نَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় কর, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম, কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না (সবাইকেই তা গ্রাস করে নেবে)। জেনে রেখো, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন।" (**সুরা আনফাল : ২৫**)

◆ ফিতনার প্রকার

এ আয়াতের আলোচনায় ইবনুল আরাবি(রহ:) ফিতনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এ সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে।

প্রথমটি হচ্ছে—ফিতনা অর্থ অপছন্দনীয় ঘৃণ্য বিষয়। সুতরাং, মানুষকে এখানে তা করতে নিষেধ করা হচ্ছে। কারণ, এ ফিতনার কারণে আযাব শুধু তাকেই ধরবে না; বরং সবাইকেই তা গ্রাস করবে। যেমনটি ইবনুল আব্বাস বলেছেন।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে—সম্পদ এবং সন্তানাদির ফিতনা। যেমন আল্লাহ বলেন, তোমরা জেনে রেখ, নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ এবং সন্তানাদি একটি ফিতনা বলেছেন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা:)। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান এর একটি সহিহ বর্ণনায় এসেছে, উমর (রা:) যখন তাকে ফিতনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি তার কথার জবাবে বলেন, লোকের ফিতনা হচ্ছে তার প্রতিবেশী, সম্পদ, পরিবারের ক্ষেত্রে। তবে তার সদকা, সালাত, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজে বাধা প্রদান সে ফিতনার কাফফরা বা ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

তৃতীয়টি হচ্ছে—এমনসব বিপদাপদ, যা দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়—বলেছেন হাসান বসরি (রহ:)।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করতে চাই, তা হচ্ছে অসৎ কাজের ব্যাপারে চুপ থাকার ফিতনা অথবা তার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। উভয়টিই প্রলয়ঙ্কারী ও ধ্বংসযজ্ঞ বিষয়। যা কিনা পূর্ববর্তী জাতির দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল। আল্লাহ বলেন, 'তারা যেসব ঘৃণ্য কাজ করত, তা থেকে তারা একে অপরকে বাধা প্রদান করত না।'

◆ আখেরি যামানায় কিয়ামতের আলামত

কথা প্রসঙ্গে, আলোচনা প্রসঙ্গে, কুরআন-হাদিসের আলোচনায় অথবা সময়কাল বা যুগের নানা ঘূর্ণাবর্ত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা প্রায়ই শুনি বা বলি 'শেষ যামানা কিংবা আখিরি যামানা' শেষ যামানা, আখিরি যামানার ফিতনা'। কিন্তু আমরা কেউই এ কথা নিরুপণ করতে চেষ্টা করি না যে, আখিরি যামানা বা শেষ যামানা কোনটা? কখন থেকে আখিরি যামানা বা শেষ যামানা শুরু হবে? আখেরি যামানা বললেই মনে হয় আজ থেকে আরো কয়েক হাজার বছর পর যে যামানা শুরু হবে তা-ই হচ্ছে আখেরি যামানা। অথবা আমার সময়টি নয়, আমার যুগ, আমার সন্তানের যুগ, নাতি নাতকুরের যুগ শেষ হওয়ার পর হয়ত আখেরি যামানা আসতে পারে।

তাই আজ যদি কাউকে বলা হয়, এটাই সর্বশেষ যামানা,আখেরি যামানার যে ভয়ানক ফিতনার কথা হাদিসে উল্লেখ আছে, এখনই সেই যামানা। বর্তমানে আমরা যেসব সমস্যার ভেতর দিয়ে জীবন পরিচালনা করছি, তবে আপনি তাকে আপনার এ কথা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হবেন না। সে চোখ বড় বড় করে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে। অবস্থাটা এমন— পাগল নাকি? বলে কি এসব? এ তো আধুনিক যুগ। অন্ধকার থেকে আলোর শুরু। এটাই কেন অন্ধকারের মত ধেয়ে আসা ফিতনার যুগ হতে যাবে? এর মাথাই খারাপ হয়ে গেছে। এমনই কিছু আপনাকে শুনতে হবে। এটাই সত্য। কারণ, আয়েশি যে জীবনব্যবস্থায় আমরা অবস্থান করছি, তা যে আমাদের ঈমানকে সংহত রাখা, টিকিয়ে রাখা, হাতে রাখা অভারের ন্যায় অতি কঠিন করে তুলছে, তা আমাদের খুব কম মানুষের ঈমানি চেতনায় ধাক্কা দেয়। সবাই তো একে উন্নত জীবনের সোপান মনে করে। জীবনের অগ্রগতি মনে করে। তার কাছে এসব ঈমান, ইসলাম আর দীন পালনে বাধার একটা মাধ্যম। অন্ধকারের মত ধেয়ে আসা অপ্রতিরোধ্য ফিতনা তো তখনই মনে হবে, যখন সে ঈমানের শাখা-

প্রশাখা, ঈমানের প্রকৃত আহবান, প্রকৃত একত্ববাদ, ইসলামের মর্মবাণী অনুভব করতে পারবে। ইসলামের মূল স্রোতধারার সঙ্গে যদি একজন ঈমানদারের পরিচয় না। হয়, তবে ইসলাম আর মুসলিম একটি নাম ধারণ করে যে কোনো স্রোতে সে মিশে যাবে, আর ভাববে, আমিও এই পৃথিবির একজন প্রকৃত মুসলিম । আমার ঈমান নিখাদ।

আজ সাধারণ মানুষ বা আলেম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আমরা ক'জনই-বা আছি, যারা নিজের ঈমানকে কুরআন-হাদিসের সামনে রেখে মেপে দেখার চেষ্টা করেন, সাহাবাগণের ঈমানের সঙ্গে নিজের ঈমানকে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। আজ আমরা এতটুকু ভেবেই ক্ষান্ত যে, আমি একজন মুসলমান। আজ আমরা ইসলামের যে ব্যাখ্যা দিচ্ছি, তা কি কুরআন-হাদিস এবং আল্লাহর রাসুল ও সাহাবাগণের রেখে যাওয়া ইসলাম কি-না! গ্লোবালাইজেশনের এই সময়ে সবার মুখের ভাষা যখন আজ একই, সবাই যখন একটি পথকেই মানদণ্ড বানিয়ে নিয়ে অন্য সবকিছুকে তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত, তখন ইসলামের প্রকৃত রূপ, আদর্শের মানদণ্ড যে অনেকখানিই ঘুলিয়ে যাওয়ার, তা অস্বীকার করার মত অবস্থানে না থাকাই আমাদের জন্য সবচে' বড় ফিতনার বিষয়, সে জ্ঞান আমরা ক'জনে রাখি? ঈমানের মর্মবাণী, ইসলামের অবিকৃত রূপ খুঁজে পাওয়া যে যাবে না, তা তো হাদিস থেকেই অনুমেয়। রাসুল(সা:) বলেন,ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিতের ন্যায়, আবার তা ফিরেও যাবে যেভাবে তার সূচনায় হয়েছে, তবে ইসলামের অনুসারী গুরাবাদের জন্যই সুসংবাদ। সুতরাং কালের ঘূর্ণাবর্ত, সময়ের স্রোতধারা সমাজের মানুষের কী রাখল আর কী ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল, তাতে কারো কোনো তোয়াক্কাই নেই। তাই, আখেরি যামানা, শেষ যামানা, শেষ যামানার ফিতনার সঙ্গে পরিচয়ের বিশেষ কোনো প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনেই করে না। কথাটি কি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে?

◆ ফিতনায় পূর্ণ আধুনিক জীবন

আমাদের কাছে মোটেও এ কথা পরিষ্কার নয়, ফিতনার পরিচয় কি? ফিতনা কাকে বলে? ফিতনা বলে কুরআন-হাদিসে কাকে বোঝানো হয়েছে? আজ ফিতনা কি জিনিস তা নিরুপণ করতেও আমরা ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছি। যার কারণে আজ কি আর এ কথা কেউ ভাবে আমার জন্য গণতন্ত্র একটি ফিতনা, ধর্মনিরপেক্ষবাদ একটি ফিতনা বা ইসলাম ছাড়া নানা যেকোনো মতবাদ- মতাদর্শই একটি ফিতনা, টিভি একটি ফিতনা, মোবাইল একটি ফিতনা, ফেসবুক একটি ফিতনা, ইউটিউব একটি ফিতনা, ইমো একটি ফিতনা, ম্যাসেঞ্জার ইত্যাদি ফিতনা। পুরো জীবনব্যবস্থাটিই আমার জন্য এমন একটি ফিতনা, যা আমার শরীরের সঙ্গে চামড়ার ন্যায় লেপ্টে আছে হাদিসের বাণী অনুসারে। আমি যাকে আমার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছি না।

বরং এসব বললে বড় বড় চোখ করে এমনভাবে তাকাবে, আপনি ভয়ে সে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হবেন। আমাদের কাছে এসবতো এগিয়ে যাওয়ার বাহন উপকরণ। অথচ হাদিসের ভাষ্য অনুসারে এসব ফিতনা আমাদের ঈমান আমল আর মুসলমানিত্বকে এমনভাবে ধ্বংস করে রেখে গেছে যে, যদি দিব্যজ্ঞান থাকে তবে পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখুন, ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই চোখে পড়বে না । ব্যাক্তি ধ্বংস, ছেলেমেয়ে ধ্বংস, পরিবার, পারিবারিক বন্ধন ধ্বংস, সমাজ ধ্বংস, রাষ্ট্রে ধ্বংস, বিশ্বের সর্বত্রে ছড়িয়ে পড়েছে নানা বিপর্যয়, অর্জন শুধু এই যে, বিলাসিতাপূর্ণ একটি জীবন। উপভোগের একটি জীবন। ইসলামের কাছে যার কানাকড়িও মূল্য নেই, তবে কি একজন মুসলমানের জন্য এসব অর্জন নাকি ধ্বংসাবশেষ?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ(রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে ফিতনা খুবই সাজ-সজ্জা ও আনন্দিত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করবে, তবে সেটা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ফেরৎ যাবে।

*** বই রেফারেন্স: কিতাবুল ফিতান (ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ রহ:)

◆ কেয়ামতের নিদর্শনাবলী নিয়ে আলোচনা-গবেষণার প্রয়োজনীয়তা:

মানুষ যত কথা বলে, যত কাজ করে, সব কিছুর পেছনেই নির্দিষ্ট একটি ফলাফল বা লাভ আশা করে। কেয়ামতের নিদর্শনাবলী নিয়ে আলোচনা-গবেষণা এবং এ বিষয়ে অবগত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে আমরা কী লাভ আশা করতে পারি।। নাকি তা সাধারণ জ্ঞান-ভাণ্ডারে শুধু যৎসামান্য সংযোজন বৈ কিছু নয়!!

উত্তর: কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর বিবরণ কোরআন-হাদিসের পাতায় পাতায় বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এসবের জ্ঞান সকলের জীবনে বহুবিধ কল্যাণ বয়ে আনবে। যেমন,

১. অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ় হবে, যা ঈমানের ছয়টি মৌলিক বিষয়ের অন্যতম। আল্লাহ পাক বলেন,

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ﴿۳﴾

যারা অদৃশ্য বিষয়গুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে উপজীবিকা প্রদান করেছি তা হতে দান করে থাকে।...।" (**সূরা বাকারা-৩**)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন, "বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি আদিষ্ট, যতক্ষণ না তারা "আল্লাহ ব্যতিত কোন প্রভু নেই" সাক্ষ্য প্রদান করে, আমার এবং আমার আনীত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। যদি তারা তা মেনে নেয়, তবে নিজেদের রক্ত ও সম্পদকে তারা নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের বিশেষ কোন বিধানে নিরাপত্তা রহিত হতে পারে, আল্লাহর দরবারেই সেই এর হিসাব দেবে।" **(বুখারী- হাদিস নং-২৫/মুসলিম, হাদিস নং-১৩৫)**

অদৃশ্যের প্রতি ঈমান বলতে, আল্লাহ পাক ও তাঁর নবী কর্তৃক যত বিষয় বর্ণিত হয়েছে, পরস্পর বর্ণনাসূত্রে তা আমাদের কাছে পৌঁছেছে, এসবই আমরা মহাসত্য বলে বিশ্বাস করব, পূর্ণ সত্যায়ন করব। অদৃশ্য-বিষয়াদির মধ্যে কেয়ামতের নিদর্শনাবলী অন্যতম। যেমন, দাজ্জাল আবির্ভাব, মরিয়ম-তনয় ঈসা আ. -এর পৃথিবীতে প্রত্যাগমন, ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভব, অদ্ভুত প্রাণীর আত্মপ্রকাশ, পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়. এরকম আরো যা কিছু বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

২. কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর জ্ঞানে মুসলমানদের জন্য নিম্নোক্ত কল্যাণসমূহ অর্জিত হবে ইনশাল্লাহ...!!

- নিজেকে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্তকরণে বিপুল উৎসাহ পাবে।
- বিচার দিবসের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণে মনোনিবেশ করবে।
- বিস্মৃত ব্যক্তিদেরকে সতর্ক ও তড়িৎ তওবার তাগিদ দেবে।

কেয়ামতের নিদর্শনাবলী জেনে নবী করীম সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম যেমনটি করেছিলেন। সহীহাইনে (বুখারী-মুসলিম) বর্ণিত, একদা নবী করীম সা. হঠাৎ রাতে জেগে উঠে বলতে লাগলেন, "আরব জাতির সর্বনাশ! তাদের অনিষ্ট কাছিয়ে গেছে। ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর নির্দিষ্ট পরিমাণ উন্মুক্ত হয়ে গেছে...।" (**বুখারী-৩১৬৮**) অন্য বর্ণনায় "ঘরণীদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দাও! জেনে রেখো! দুনিয়ার জীবনে বহু বিলাসী নারী আখেরাতে নগ্ন-উলঙ্গ থাকবে।" **(তিরমিযি- ২১৯৬)**

৩. এর উপর অনেক শরয়ী বিধি-বিধান নির্ভরশীল দাজ্জাল আবির্ভাবের প্রথম দিন একবৎসর, দ্বিতীয় দিন একমাস, তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের ন্যায় দীর্ঘ হবে। হাদিসটি শুনার পর সাহাবায়ে কেরাম এ অস্বাভাবিক

দিনগুলোতে নামায পড়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! দীর্ঘ এই দিনগুলোতে একদিনের নামায কি যথেষ্ট হবে?! নবীজী বলেছিলেন, "না! নামাযের জন্য তোমরা তখন সময় ঠিক করে নিও! (অর্থাৎ দীর্ঘ এক বৎসরের দিনে পূর্ণ এক বৎসরের নামাযই আদায় করতে হবে। তবে এর জন্য সময়সূচী ঠিক করে নেয়া আমাদের দায়িত্ব)। রাতদিন একসাথে চলমান দেশগুলোতে নামায আদায়ের বিধানটি এখান থেকেই আমরা আবিস্কার করলাম।

৪. কেয়ামতের নিদর্শনাবলী বর্ণনায় নবীজীর সততার পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে। কারণ, অদৃশ্যের বিষয়াবলী নিয়ে কথা বলা কোন ধারণাপ্রসূত বা খেয়ালীপনা বিষয় নয়। এতেই তাঁর সততা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য নবী হওয়ার বিষয়টি পরিস্ফুটিত হয়েছে। কারণ, অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই জানেন। আল্লাহ পাক বলেন, "তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।"। **(সূরা জ্বীন-২৬)**

৫. কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর জ্ঞান থাকলেই শরয়ী বিষয়ে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব। দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ, দাজ্জালের চোখের বিবরণ, দাজ্জালের কপালের বিবরণ, দাজ্জালের আনীত অলৌকিক বিষয়াবলীর বিবরণ, দেখামাত্রই ফেতনায় না পড়ে প্রকৃত পরিচয়ের জ্ঞান... ইত্যাদি, জানতে পারব।

৬. আকস্মিক কোন কিছুর সম্মুখীন হওয়ার আগেই ভবিষ্যতে সংঘটিত বিষয়াবলীর জন্য মানসিক প্রস্তুতি।

৭. মুসলমানদের জন্য প্রত্যাশার দ্বার উন্মোচন। কারণ, কেয়ামতের সন্নিকটে ইহুদ- খৃষ্ট ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে ইসলাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেবে।

৮. জনমনে ভবিষ্যতের বিষয়াবলী নিয়ে কৌতূহলের চিরসমাপ্তি। ইসলাম একদিকে সকল মিথ্যাবাদী, অপপ্রচারক, জ্যোতিষী, গণক-দাজ্জালদের দুয়ার বন্ধ করেছে, অপরদিকে ভবিষ্যতের বিষয়াবলীকে বিস্তারিত বর্ণনা করে সংশয়ের শঙ্কা চিরতরে নিঃশেষ করেছে

৯. কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস মুসলমানদের ঈমানকে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করতে থাকে। কারণ, নিদর্শনাবলী একের পর এক ঘটতে থাকা ইসলাম ধর্ম চিরন্তন সত্য হওয়া প্রমাণ করে।

বই রেফারেন্স: মহাপ্রলয় (ড. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফী)

◆ কিয়ামতের আলামত

বিষয়বস্তুর নাম 'মহাপ্রলয়ের আলামত। নামটি মূলত আরবী পরিভাষা 'আশরাতুস-সা'আহ' বা 'আলামাতুস-সা'আহ'র অনুবাদ। এই 'আলামাতুস- সা'আহ' মহাপ্রলয় বা কিয়ামত নির্দেশ করে। এগুলোকে বলা যায় কিয়ামতের দিকে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে এক একটি নির্দেশক বা লক্ষণ।

এখানে ব্যবহৃত 'আস-সা'আহ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'সময়', প্রায়োগিক অর্থ "কিয়ামত শুরু হওয়ার সময়। এ সময়টা আসলে কখন, তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না, এমনকি কোন নবী কিংবা ফেরেশতাও না। এটা ইলমুল গাইব। একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই জানেন কখন কিয়ামত হবে। এজন্যেই একটি মশহুর হাদীসে রয়েছে যাকে হাদীসে জিবরাঈল বলা হয় যেখানে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الشَّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ وَلَايُعْرَفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَسْنَدَ رَكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى

فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّد! أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَأَنَّ مُحَمَّدُ رَّسُوْلُ اللهِ وَتُقِيمَ الصَّلَوَةَ. وَتُؤْتى الزَّكَوةَ. وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلا قَالَ صَدَقْتَ. فَعَجَبْنَالَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِيْمَان

قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.قَالَ فَأَخْبِرْنِي عِنِ السَّاعَةِ. قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَأَتِهَا. قَالَ أَنْ تَلِدَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْي قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا. ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَتَدْرِكْ مَنِ السَّائِلِ؟ قُلْتُ الْآمَةُ رَبَّتَهَا. وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَزَةَ الْعَالَةَ رِعَاءِ اللّٰهُوَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ. (رواه مسلم)

অর্থ: “হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ একজন লোক এল । লোকটির পোশাক ছিল খুব সাদা ধবধবে । তার চুলগুলো ছিল গাঢ় কালো। সফরের কোন আলামত তার মাঝে দেখা যাচ্ছিল না। আর আমাদের কেউ তাকে চিনছিল না ।লোকটি সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট গিয়ে বসল । তার হাঁটু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাঁটুর সাথে লাগিয়ে তাঁর হাত দু'টি উরুর উপর রেখে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইসলাম এই যে, তুমি এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল। নামায কায়েম করবে। যাকাত আদায় করবে। রমযানের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ যেতে সক্ষম হলে হজ্ব করবে। লোকটি বলল, আপনি সঠিক বলেছেন আমরা তার এ প্রশ্ন সত্যায়ন করা দেখে বিস্ময়বোধ করলাম। সে বলল, ঈমান সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, কিয়ামতের দিবস এবং তাকদীরের ভালোমন্দের উপর বিশ্বাস রাখবে ।সে বলল, আপনি সত্য বলেছেন। লোকটি আবার প্রশ্ন করল, আপনি ইহসান সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন। তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তিনি তোমাকে দেখছেন এ ধারণা রাখ। লোকটি জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কবে হবে। তিনি বললেন,যাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সে প্রশ্নকারী অপেক্ষা বেশি অবগত নয় লোকটি বলল, তাহলে তার কিছু লক্ষণ বলুন। তিনি বললেন, তার লক্ষণ হচ্ছে এই যে, দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। নগ্নপদ, বস্ত্রহীন ও হতদরিদ্র মেষ পালকদেরকে সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করতে দেখবে। অতঃপর লোকটি চলে গেল। আমরা কিছুক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অপেক্ষা করলাম। তিনি বললেন, উমর! জানো প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভালো জানেন। তিনি বললেন, লোকটি হযরত জিবরাঈল আ. তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিখাতে এসেছিলেন।” (**মুসলিম**)

এই হাদীসে খেয়াল করুন, জিবরাঈল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন যে কিয়ামতের সময়টা কখন? আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন,“যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নকর্তার চেয়ে ভাল জানে না।” অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন আমাদের দু'জনের কারোরেই জানা নেই যে কখন কিয়ামত হবে, এটা আল্লাহর ইলমুল গাইবে আছে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এর বেশ কিছু আলামত বলে গিয়েছেন। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে এ ধরণের আলামত বা লক্ষণ এর বর্ণনা আছে অনেক ।

*****বই রেফারেন্স : পরকালের পথে যাত্রা (রেইনড্রপস মিডিয়া)**

◆ কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর প্রকারভেদ কেয়ামতের নিদর্শনসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত-

❁ প্রথম ভাগ। ক্ষুদ্রতম নিদর্শন।

এটা আবার দুই প্রকার-

(ক) দূরবর্তী নিদর্শন:

অর্থাৎ যে সকল নিদর্শন প্রকাশ হয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে। কেয়ামত থেকে বহু দূরে হওয়ার দরুন এগুলো ছোট নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন-

- শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আবির্ভাব।
- চন্দ্র বিদারণ ঘটনা
- মদীনায় বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রকাশ, ইত্যাদি।

(খ) মধ্যবর্তী নিদর্শন।

অর্থাৎ যেগুলো প্রকাশ হয়েছে এবং শেষ না হয়ে দিনদিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর সংখ্যা অনেক। এগুলিও ক্ষুদ্রতম নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন-

- দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম।
- ঘরবাড়ি (বিল্ডিং) সুউচ্চ করতে আরবদের প্রতিযোগিতা।
- প্রায় ত্রিশজনের মত মিথ্যা নবুয়ত দাবীকারীর আত্মপ্রকাশ, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ভাগ: বৃহত্তম নিদর্শন

অর্থাৎ যেগুলো ধারাবাহিক প্রকাশ হলে পরক্ষণেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। এর সংখ্যা প্রায় দশটি। হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, "আমরা পরস্পর আলাপরত ছিলাম, নবী করীম সা. এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী আলোচনা করছিলে? সবাই বলল, কেয়ামত প্রসঙ্গে। তখন নবীজী বলতে লাগলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা দশটি (বৃহত্তম) নিদর্শন প্রত্যক্ষ কর-

১. ধোঁয়া (ধূম্র)

২. দাজ্জাল

৩. অদ্‌ভুত প্রাণী

৪. পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়

৫. মরিয়ম তনয় ঈসা আ.-এর পৃথিবীতে প্রত্যাগমণ

৬. ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভব

তিনটি ভূমিধ্বস :

৭. প্রাচ্যে ভূমিধ্বস

৮. পাশ্চাত্যে ভূমিধ্বস

৯. আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস এবং

১০. সবশেষ ইয়েমেন থেকে উত্থিত হাশরের ময়দানের দিকে তাড়নাকারী বিশাল অগ্নি।” (মুসলিম)

অপর বর্ণনায় ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ, কাবা শরীফ ধ্বংস এবং মানুষের বক্ষ থেকে কুরআনুল কারীম উঠিয়ে নেয়ার কথাও উল্লেখ হয়েছে।

ক্ষুদ্রতম নিদর্শনসমূহ

প্রথম ভাগ। যেগুলো ঘটে অতিবাহিত হয়ে গেছে-

১. শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব

২. নবী মুহাম্মাদ সারারাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল

৩. চন্দ্র বিদারণ ঘটনা

৪. সাহাবা যুগের অবসান

৫. বাইতুল মাকদিস (জেরুজালেম) বিজয়

৬. ব্যাপক প্রাণহানি (ছাগ-ব্যাধি সদৃশ এক মহামারীতে)

৭. একের পর এক ফেতনার আবির্ভাব

৮. স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আবিস্কার

৯. মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ “সিফফীন” যুদ্ধের বাস্তব প্রতিফলন

১০. এই খারেজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ

১১. মিথ্যা নবুয়ত দাবীদারদের আত্মপ্রকাশ

১২. শান্তি, নিরাপত্তা এবং সচ্ছলতার জয়-জয়কার

১৩. হেজায ভূমিতে বিশাল অগ্নি প্রকাশ।

১৪. তুর্কীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ

১৫. চাবুকে আঘাতকারী অত্যাচারী ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব

১৬. হানাহানি, সংঘাত এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ

১৭. মানুষের হৃদয় থেকে আমানতদারী তথা বিশ্বস্ততার বিদায়

১৮. পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ

১৯. দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম গ্রহণ

২০. স্বল্প কাপড় পরিহিত নগ্ন মহিলাদের আত্মপ্রকাশ

২১. সুউচ্চ বাড়ীঘর নির্মাণে নগ্নপদ আরব্য রাখালদের প্রতিযোগিতা

২২. ব্যক্তি-বিশেষে সালাম প্রদান

২৩. বাণিজ্য (বিজনেস) ব্যাপক আকার ধারণ

২৪. স্বামীর সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবসায় স্ত্রীর অংশগ্রহণ

২৫. সারা বাজারে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর প্রভাব

২৬. ব্যাপকহারে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান

২৭. ব্যাপকহারে সত্য সাক্ষ্য গোপন

২৮. (দ্বীন সম্পর্কে) মূর্খতা ব্যাপক আকার ধারণ

২৯. ব্যয়কুণ্ঠতা ও কার্পণ্যতা ব্যাপক আকার ধারণ

৩০. ব্যাপকহারে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করণ

৩১. প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার

৩২. অশ্লীলতা ব্যাপক আকার ধারণ

৩৩. বিশ্বস্তকে বিশ্বাসঘাতক এবং ঘাতককে বিশ্বস্ত জ্ঞান

৩৪. মর্যাদাবান ব্যক্তিদের বিলুপ্তি এবং অধীনস্থতা প্রকাশ

৩৫. সম্পদ অর্জনে হালাল হারাম বিবেচনার বিলুপ্তি

৩৬. যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ জ্ঞান

৩৭. আমানতের বস্তুকে খরচের বস্তু জ্ঞান ৩৮.যাকাত আদায়কে জরিমানা জ্ঞান

৩৯. আল্লাহর জ্ঞান ছেড়ে পার্থিব জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ

৪০. মায়ের অবাধ্য হয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্টকরণ

৪১. জন্মদাতা পিতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে বন্ধু-বান্ধবকে কাছে আনয়ন

৪২. আল্লাহর ঘর মসজিদে উচ্চস্বরে হৈ হুল্লোড়

৪৩. গোত্রীয় সম্প্রদায়ে পাপিষ্ঠদের নেতৃত্ব দান

৪৪. জাতির নেতৃত্বে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিদের আগমন

৪৫. আক্রমণের ভয়ে মানুষকে সম্মান দেখানো

৪৬.মেয়েদের সাথে অবাধ মেলামেশা বৈধ জ্ঞান।

৪৭. রেশমী কাপড়ের ব্যাপক ব্যবহার

৪৮. মদ্যপান হালাল জ্ঞান

৪৯. গান-বাদ্য ও নর্তকীর নৃত্য বৈধ জ্ঞান

৫০. ফেতনার আধিক্যে মানুষের মৃত্যু কামনা

৫১. সকালে মুমিন থাকবে বিকালে কাফের হয়ে যাবে এমন কালের আগমন

৫২. মসজিদগুলোকে অধিক সুসজ্জিত করার প্রতিযোগিতা

৫৩. ঘরবাড়ী ডিজাইন এবং রকমারি কারুকার্য করণ

৫৪. অধিক হারে আকাশ থেকে বজ্র বর্ষণ

৫৫. ব্যাপকহারে লেখালেখি এবং পুস্তক প্রকাশ

৫৬. বাক-জাদুতে সম্পদ উপার্জন এবং চাপাবাজি প্রতিযোগিতা

৫৭. কুরআন ছেড়ে অন্যান্য গ্রন্থাদীর প্রচার প্রসার

৫৮. জ্ঞানী এবং দ্বীনের বাহকদের অভাব এবং কুরআন পাঠকের প্রভাব

৫৯. ছোট ও স্বল্পজ্ঞানীদের কাছে এলেম অন্বেষণ

৬০. আকস্মিক মৃত্যুর হার বৃদ্ধি

৬১. নির্বোধ লোকদের নেতৃত্ব

৬২. দ্রুত গতিতে সময় পার

৬৩. বড় বিষয়ে নিচু লোকদের বাকযুদ্ধ

৬৪. দুনিয়ার সবচে সৌভাগ্যশীল ব্যক্তি লুকা বিন লুকা

৬৫. মসজিদকে যাতায়াত ও পারাপারের পথ হিসেবে ব্যবহার

৬৬. মহরের মূল্যবৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস

৬৭. অশ্বের মূল্যবৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস

৬৮. বাজার ও দোকানপাট নিকটবর্তী হয়ে যাওয়া

৬৯. মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সকল বিধর্মী রাষ্ট্রের একক অবস্থান

৭০. নামাযের ইমামতিতে মুসল্লীদের ধাক্কাধাক্কি

৭১. মুমিনের সত্য স্বপ্ন

৭২. মিথ্যা ব্যাপক আকার ধারণ

৭৩. পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ প্রকাশ

৭৪. ব্যাপকহারে ভূ-কম্পন সৃষ্টি

৭৫. নারী জাতির আধিক্য

৭৬. পুরুষ হ্রাস

৭৭. অশ্লীলতা ও নোংরামি ব্যাপক ও খোলাখুলি

৭৮. কোরআন পড়ে বিনিময় গ্রহণ

৭৯. ব্যাপকহারে মানুষের দেহে মাংসলতা ও স্থূলতা বৃদ্ধি

৮০. কামনা ছাড়াই সাক্ষ্য দিতে রাজী -লোকদের আত্মপ্রকাশ

৮১. মানত করে পূর্ন করেনা এমন ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশ

৮২. সমাজের উচ্চপদস্থ লোক কর্তৃক গরিবদের মালসম্পদ কৌশলে লুট

৮৩. আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বাস্তবায়ন পরিত্যাগ

৮৪. রোমান (খৃস্টান) আধিক্য এবং আরব (মুসলিম) হ্রাস ।

দ্বিতীয় ভাগ: যে সকল নিদর্শন এখন পর্যন্ত ঘটেনি

৮৫. মানুষের হাতে হাতে প্রচুর ধন-সম্পদ

৮৬. ভূমির আভ্যন্তরীণ খনিজ সম্পদ প্রকাশ

৮৭. রূপ-বিকৃতির ঘটনা বৃদ্ধি

৮৮. ভূমিধ্বস

৮৯. অপবাদ প্রবণতা বৃদ্ধি।

৯০. এমন বৃষ্টি, যা সকল জনপদকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে

৯১. ফসলহীন বৃষ্টি (বৃষ্টি হলেও ফসলে বরকত হবে না)

৯২. সকল আরব দেশে ছড়িয়ে যাবে এমন ফেতনা

৯৩. মুসলমানদের সাহায্যে বৃক্ষকুলের কথন

৯৪. মুসলমানদের সাহায্যে পাথরের কথন

৯৫. ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সর্বশেষ যুদ্ধ

৯৬. (ইরাকের) ফুরাত নদীতে স্বর্ণের খনি উন্মোচন

৯৭. হারামে লিপ্ত হও, নয় বিদায় হও!

৯৮. আরব উপদ্বীপ সবুজ শ্যামল পরিবেশ এবং নদীনালায় পূর্ণ

৯৯. "আহলাছ”-এর ফেতনা প্রকাশ

১০০. “সচ্ছলতা"র ফেতনা প্রকাশ

১০১. "অন্ধকার" ফেতনার আবির্ভাব

১০২. একটি মাত্র সেজদা সারা দুনিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ

১০৩. চন্দ্র-স্ফীতি

১০৪. সকল মুসলমান শামে হিজরত করবে -এমন কালের আগমন

১০৫. মুসলমান এবং রোমান (খৃষ্টান)-দের মধ্যে বৃহত্তম যুদ্ধ

১০৬. মুসলমানদের কনষ্ট্যান্টিনোপল (বর্তমান তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল) বিজয় । (সেনাপতি মুহাম্মদ ফাতেহ'র নেতৃত্বে ইসলামের প্রথামিক যুগে একবার বিজয় হয়েছিল। তবে শেষ জমানায় ইমাম মাহদীর বাহিনী পূণরায় তা বিজয় করবে)

১০৭.মীরাছ (ত্যাজ্য সম্পদ) বণ্টনের সুযোগ থাকবে না

১০৮. গণিমত (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) নিয়ে আনন্দ উল্লাসের সুযোগ থাকবে না

১০৯. তীর-তলোয়ার এবং অশ্বের যুগ পুনঃ প্রত্যাবর্তন

১১০. বাইতুল মাকদিসের আশপাশে (জেরুজালেমে) জনবসতি বৃদ্ধি।

১১১. বিনাশের সম্মুখীন হয়ে মদীনা -বসতি ও আগন্তুক শূন্য

১১২. মদীনা থেকে সকল কাফের-মুনাফিকের নির্বাসন

১১৩. পর্বতমালা-র স্থানচ্যুতি

১১৪. "কাহতান গোত্র থেকে এক মহান মান্যবর ব্যক্তির আবির্ভাব

১১৫. "জাহজাহ” নামক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ

১১৬. চতুষ্পদ জন্তু এবং জড়বস্তুর সাথে মানুষের বাক্যালাপ

১১৭. লাঠির অগ্রভাগের সাথে মানুষের বাক্যালাপ

১১৮. জুতার ফিতার সাথে মানুষের বাক্যালাপ

১১৯. ঘরে কী হচ্ছে.. উরুর পেশি মানুষকে এর সংবাদ প্রদান

১২০. কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে সকল মুমিনের মৃত্যু

১২১. কাগজের পাতা এবং মানুষের অন্তর থেকে কুরআন উত্তোলন

১২২. কাবা ঘরের দিকে (ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসা বিশাল নামধারী মুসলিম বাহিনী-র মাটির নিচে ধ্বস

১২৩. আল্লাহর ঘরের দিকে মানুষের হজ্ব ত্যাগ

১২৪. কতিপয় আরব গোত্র মূর্তি পূজায় পুনঃ প্রত্যাবর্তন

১২৫. কুরায়েশ বংশের বিলুপ্তি

১২৬. একজন কালো হাবশী (বর্তমান ইথিউপিয়া) লোকের হাতে কাবা ঘর ধ্বংস

১২৭. মুমিনদের রূহ ছাড়িয়ে নিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবাতাস প্রেরণ

১২৮. মক্কা নগরীর ভবনগুলো আকাশ-সম উঁচু করে নির্মাণ

১২৯.পরবর্তী মুসলমান কর্তৃক পূর্ববর্তী মুসলমানদের গালমন্দ-করণ

১৩০. নিত্যনতুন অত্যাধুনিক যান বাহন (গাড়ী, বাস, ট্রেন, প্লেন ইত্যাদি) আবিষ্কার

১৩১. ইমাম মাহদীর আবির্ভাব।

❀ ক্ষুদ্রতম নির্দশনাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা-

১. নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন-

নবী করীম সা.-এর ভাষ্য মতে, শেষনবী হিসেবে দুনিয়াতে তাঁর আগমনই কেয়ামতের প্রথম ক্ষুদ্রতম নিদর্শন। হযরত ছাহল বিন সা'দ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সা.-কে দেখেছি, তিনি তর্জনী এবং মধ্যমাগুলি দিয়ে ইশারা করে বলছেন, "আমার এবং কেয়ামতের মধ্যে এই দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্তী ফাকা জায়গার ন্যায় ব্যবধান (বুখারী-৬১৩৮/মুসলিম-৭৫৯৭)

অন্যত্র বলেন, "কেয়ামতের প্রথম বাতাসেই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। (হাকিম)। ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, নবীজী সা.-ই হচ্ছেন কেয়ামতের প্রথম নিদর্শন কারণ, তিনি শেষনবী, আখেরী জমানার নবী। উনাকে প্রেরণ করে নবী আগমনের দ্বার চিরতরে বন্ধ করা হয়েছে। কেয়ামত অবধি আর কোন নবী পৃথিবীতে আসবেন না।

২. নবী মুহাম্মদ সা. এর ইন্তেকাল-

নবী করীম (সা.)এর ওফাত কেয়ামতের প্রাথমিক ক্ষুদ্রতম নিদর্শনাবলীর অন্যতম। প্রখ্যাত সাহাবী আওফ বিন মালেক রা. বর্ণনা করেন, "তাবুক যুদ্ধ চলাকালে একদা আমি নবী করীম সা.-এর কাছে আসলাম, তিনি তখন চামড়ার তৈরি একটি তাবুতে বসা ছিলেন। আমাকে দেখে বলতে লাগলেন, "ছয়টি বিষয় আঙ্গুলে গুণে রাখা (কেয়ামতের নিদর্শন-স্বরূপ)

- আমার ইন্তেকাল
- বাইতুল মাকদিস বিজয়
- ছাগ-ব্যাধি সদৃশ এক প্রকার মহামারীতে তোমাদের ব্যাপক প্রাণহানি,

- ধনসম্পদ বৃদ্ধি, এমনকি একশত দিনার দিতে চাইলেও প্রস্তাবকৃত ব্যক্তি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবে। (অর্থাৎ মানুষের হাতে হাতে টাকা-পয়সার আধিক্য ঘটবে। একশ/দু'শ কারো চোখেই পড়বে না, সবাই লাখো-কোটির চিন্তায় মত্ত থাকবে)।
- এমন ফেতনা, যা আরবের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যাবে ।
- তোমাদের এবং জমকদের (বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকা) মাঝে শান্তিচুক্তি সাক্ষরিত হবে। অতঃপর রূমকরা চুক্তি ভঙ্গ করে আশিটি পতাকাতলে সমবেত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে। প্রতিটি ঝাণ্ডার অধীনে তাদের বার হাজার করে সৈন্য থাকবে।" (বুখারী-৩০০৫)

নবী করীম সা.-এর ইন্তেকালের মাধ্যমে সবচে' বড় ধাক্কা মুসলমানদের অনুভূত হয়। কেয়ামতের চিরন্তন নিদর্শন হয়ে লাখো সাহাবীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। তাঁর ইন্তেকালে ওহী আগমনের দ্বার চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। নানান ফেতনা মুসলমানদের গ্রাস করতে থাকে। আরবের লোকেরা ইসলাম ছেড়ে পৌত্তলিকতায় ফিরে যায়। আল্লাহর অপার রহমতে সকল ফেতনা ও বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে মুসলমানগণ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

৩. চন্দ্র বিদারণ

আল্লাহ তালা বলেন, "কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু।" (সূরা কামার ১-২) হাফেয ইবনে কাছীর রহ, লিখেন, "সবলসূত্রে বর্ণিত একাধিক হাদিসে ঘটনাটি প্রমাণিত। সাহাবায়ে কেরাম এবং সকল ইমাম-উলামা এ ব্যাপারে একমত । ঘটনাটি নবী করীম সা.-এর অলৌকিক মু'জেযাসমূহের অন্যতম ।"

আনাছ বিন মালিক রা. বলেন, "মক্কাবাসী নবীজীর দাওয়াত সত্যতা প্রমাণে কোন নিদর্শন দাবী করলে নবীজী চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখান ।" **(বুখারী-৩৪০৮/ মুসলিম- ৭২৫৪)**

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, "একদা আমরা নবী করীম সা.-এর সাথে মিনা প্রান্তরে ছিলাম। হঠাৎ চন্দ্র দু'ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ পাহাড়ের পেছনে চলে গেল, দ্বিতীয়ভাগ অপরপাশের পাহাড়ের পেছনে চলে গেল। নবী করীম সা. আমাদের লক্ষ করে বললেন, "ভাল করে দেখে নাও!" **(বুখারী-৪৫৮৪/মুসলিম-৭২৫০)**

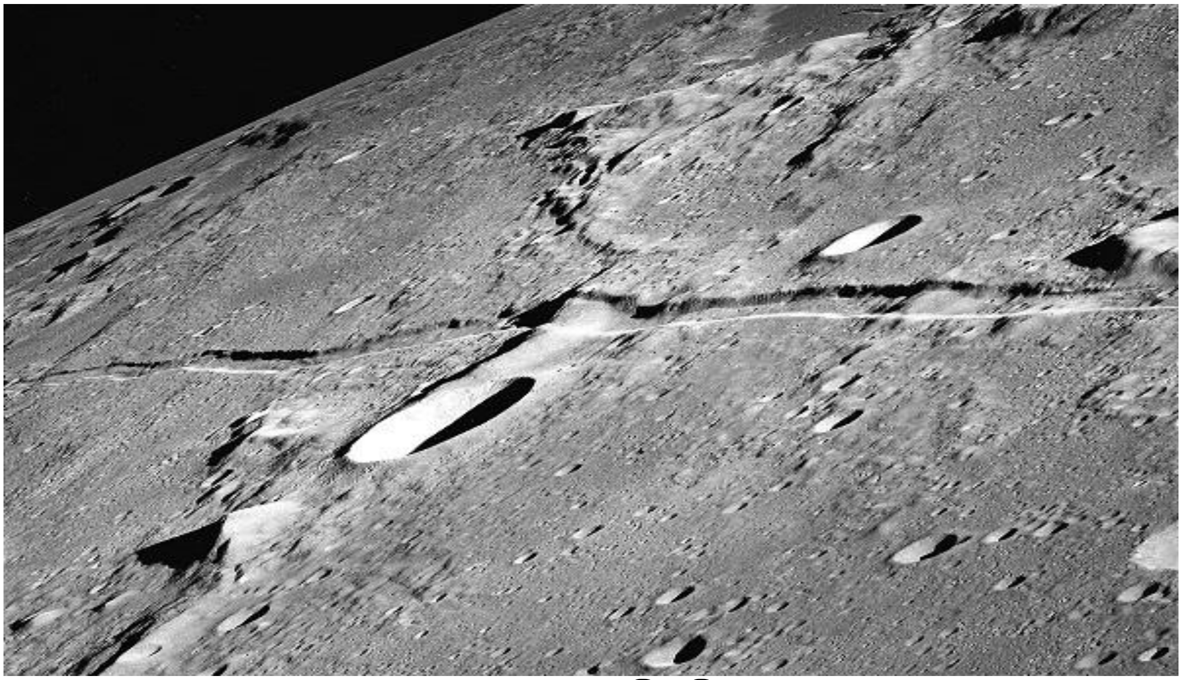

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মক্কার মুশরেক সম্প্রদায় নবী করীম সা.-এর কাছে এসে বলতে লাগল, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে আমাদের সামনে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখাও! একখণ্ড আৰুকুৱাইস পর্বতে, অপরখণ্ড আইকাআন পর্বতে নিয়ে আস! রাতটি ছিল পূর্ণিমার। মুশরেকদের কথা শুনে নবীজী আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। একখণ্ড আৰু কুবাইস পর্বতে, অপরখণ্ড কুআইকাআন পর্বতের ওপাশে গিয়ে পতিত হল। নবী করীম সা. আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলছিলেন, " ভাল করে দেখে নাও। **(দালাইলুন্নবুওয়াহ, আবু নুআইম)**

৪. সাহাবা যুগের অবসান

নবীজীর পর সৃষ্টির সেরা মানব জাতি হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম। আবূ মূছা রা. বর্ণিত হাদিসে নবী করীম সা. বলেন, "তারকারাজি - আসমানের নিরাপত্তা প্রহরী তারাকারাজি বিলুপ্ত হলে আকাশের অন্তিম ঘনিয়ে আসবে। তদ্রুপ আমার সাথীদের জন্য আমি হলাম নিরাপত্তা প্রহরী। আমি চলে গেলে সাহাবাদের অন্তিম ঘনিয়ে আসবে। সাহাবাগণ আমার উম্মতের নিরাপত্তা প্রহরী। সাহাবা যুগের অবসান হলে উম্মতের অন্তিম ঘনিয়ে আসবে।" **(মুসলিম-৬৬২৯)**

উপরোক্ত হাদিসে সাহাবা যুগের অবসানকে দু'টি নিদর্শনের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে, তারকারাজি বিলুপ্ত হওয়া, উল্কা অবতীর্ণ হওয়া, নবী করীম সা.-এর ইন্তেকাল। অপর হাদিসে "সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ একের পর এক বিদায় হয়ে যাবেন, সবশেষে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদের উপর কেয়ামত আপতিত হবে।"

৫. বাইতুল মাকদিস (জেরুজালেম) বিজয়-

নবী করীম সা. -এর আগমনকালে বাইতুল মাকদিস সম্পূর্ণ রোমান-খ্রিস্টানদের অধিকারে ছিল। রূম ছিল তখনকার প্রতিষ্ঠিত পরাশক্তি। জীবদ্দশায় নবীজী মুসলমানদেরকে বাইতুল মাকদিস বিজয়ের সুসংবাদ দেন এবং একে কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন বলেও আখ্যায়িত করেন। উপরে বর্ণিত আওফ বিন মালেক রা.-এর

হাদিসে নবীজী ছয়টি নিদর্শনের মধ্যে "বাইতুল মাকদিস বিজয়" কথাটিও উল্লেখ করেন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মুমেনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর যুগে (**১৬ হিজরী/৬৩৭ খ্রী** বাইতুল মাকদিস বিজয় হয়।সকল নবীর প্রত্যাবর্তন-স্থল খ্যাত এ ভূমিকে মুসলমানগণ কুফুরীর নোংরামী থেকে ইসলামের ইতিহাসে দু'বার বাইতুল মাকদিস বিজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমবার উমর বিন খাত্তার রা.-এর যুগে। দ্বিতীয়বার- আইয়ূবী শাসনামলে। সালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহ. ৫৮৩ হিজরী - **১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে** পুনরায় তা বিজয় করেন। অচিরেই একদল নিষ্ঠাবান মুসলমানের নেতৃত্বে বাইতুল মাকদিস আবারো বিজয় হবে। এমনকি পাথর ও বৃক্ষকুল প্রতিটি মুসলমানকে ডেকে বলতে থাকবে, "ওহে আল্লাহর বান্দা মুসলিম! এদিকে এসো! আমার পেছনে ইহুদী লুকিয়েছে, তাকে হত্যা কর!" (**মুসলিম শরীফ**)

৬. ছাগ-ব্যাধি সদৃশ এক মহামারীতে ব্যাপক প্রাণহানি -

প্লেগ বা মহামারী জাতিয় বড় ধরনের কোন সংক্রমণশীল ব্যাধি ব্যাপক প্রাণনাশ ঘটবে। দলে দলে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হবে। বর্ণিত আছে, "আমওয়াছ" মহামারীতে এরকম ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছিল। শরীরে কোন স্থানে ফোলে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভূত হত, দেখতেই দেখতেই ব্যক্তি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।"আমওয়াছ" ফিলিস্তীনে জেরুজালেমের নিকটবর্তী একটি বসতির নাম। আওফ বিন মালেক রা. বর্ণিত হাদিসে ছয়টি নিদর্শনের মধ্যে এটিও অন্যতম।উমর বিন খাত্তাব রা. এর শাসনামলে বাইতুল মাকদিস বিজয়ের দুই বৎসর পর হিজরী অষ্টাদশ সনে "আমওয়াছ" মহামারীর ঘটনা ঘটে। পঞ্চাশ হাজারের মত মুসলমান সেখানে মারা যায়। মুয়ায বিন জাবাল, আবু উবাইদা, রাহবিল বিন হাছানা, ফল বিন আব্বাস বিন আব্দিল মুত্তালিব রা.-এর মত উচ্চপদস্থ সাহাবী সেখানে ইন্তেকাল করেন। ছাগলের নাক বেয়ে রক্ত বা

পানির মত কিছু প্রবাহিত হওয়ার ফলে এক প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়, এ ধরনের রোগাক্রান্ত সব ছাগলই দ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৭. নানান ফেতনার দ্রুত আবির্ভাব-

বর্তমানকালে হাজারো ফেতনা মুসলমানদেরকে ঘিরে রেখেছে। প্রতিদিন ফেতনাগুলো রঙ-বেরঙয়ের চেহরায় নতুন রূপ নিয়ে আভিভূত হচ্ছে। প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, ম্যাগাজিন ও স্যাটেলাইট টেলিভিশনের ফলে চোখের ফেতনা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। টেলিফোন, মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিদিন কত রকমের নিত্য নতুন ভিডিও ফুটেজ অভাবনীয় ডিজাইনে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার এ সঙ্কটময় মুহূর্তে আল্লাহর ভয়ে যে ব্যক্তি ফেতনাসমূহ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে ঈমানের মধুরতা সৃষ্টি করে দেবেন। ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য মালের ফেতনা। আজকাল সুদ, ঘুষ, মদ ও হারাম পণ্য ব্যাপক হওয়ার ফলে দ্রুত মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা ছড়িয়ে পড়েছে। হারাম পণ্য বক্ষকের দোয়া আল্লাহ কখনোই কবুল করেন না। পরকালে তার জন্য কঠিন শাস্তির ধমকি রয়েছে।পুরুষ-মহিলা আজকাল একে অপরের সাথে তাল মিলিয়ে হারাম পোশাকের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। প্রতিটি ঈমানদারকে এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন, "অন্ধকার রাত্রির ন্যায় -ফেতনা আচ্ছন্ন হওয়ার পূর্বেই তোমরা দ্রুত নেক আমল করে ফেলো। তখন মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, বিকালে কাফের হয়ে যাবে।

৮.স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আবিষ্কার-

লাখো ফেতনার ধারক-বাহক হয়ে পনের হাজারেরও বেশি টিভি চ্যানেল বর্তমানে পৃথিবীর আকাশে ঢেউ খেলছে। অমাবস্যার চেয়েও আঁধার-কালো আকৃতিতে পৃথিবীতে আজ ফেতনাসমূহ বর্ষিত হচ্ছে। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে বর্তমান স্যাটেলাইটের ফেতনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হুযায়ফা রা. বলেন, "অচিরেই আকাশ থেকে অনিষ্টকর বস্তু বর্ষিত হবে, এমন জনশূন্য সুদূর মরু প্রান্তরে-ও পৌঁছবে।" **হাদিসে ব্যবহৃত**- "সামা" (আকাশ) বলতে মাথার উপর থেকে নিয়ে আসমান পর্যন্ত পুরো মহাশূন্যকেই বুঝায়। আরবী ডিকশনারীগুলোতে তাই উল্লেখ রয়েছে। আকাশে স্থাপিত প্রায় অর্ধশত স্যাটেলাইট ষ্টেশন থেকে প্রতি সেকেন্ডে লাখো ফেতনা টিভির পর্দা বেয়ে পৃথিবীতে নামছে।

৯. “জঙ্গে সিফফীন” মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধ-

কেয়ামতের নিদর্শনবাহী অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে নবী করীম সা. ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তন্মধ্যে একই কালেমার পতাকাবাহী দু'টি মুসলিম সেনাদলের মধ্যকার “সিফফীন” যুদ্ধের কথা একটু আলাদা করেই বলেছেন। উসমান বিন আফফান রা.- এর হত্যা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের ফলে প্রখ্যাত সাহাবীদ্বয় আলী এবং মুআবিয়া রা.-এর মধ্যে ৩৬ হিজরী সনে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়, যা কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন ।আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না একই দাবীর প্রেক্ষিতে মুসলমানদের দু'টি বিশাল বাহিনী তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়।” (**বুখারী- ৬৫৩৬/ মুসলিম-৭৪৩৮**)

১০.খারেজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ-

মুসলমানদের মধ্যে নববী আদর্শের পরিপন্থী কতিপয় ভ্রান্ত মতবাদ সৃষ্টি হওয়াও কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। তন্মধ্যে খারেজী সম্প্রদায় অন্যতম। প্রথমে তারা ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রা.-এর সাথে ছিল। অনেক যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে হযরত মুআবিয়া এবং আলী রা.-এর মধ্যে বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের পর আলী রা.- এর অনুসরণ থেকে তারা বের হয়ে যায়। সাধারণ মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কৃষ্ণা অঞ্চলের “হাররা” নামক স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করে।

তাদের মতবাদ হচ্ছে-

- কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের। যেমন, যিনাকারী, মদ্য পানকারী। এরকম কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। (সম্যক পথভ্রষ্টতা; বরং একজন মুসলমান যদি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়, তবে তাকে কাফের বলা হবে না। বরং সে তো সাধারণ এক গুনাহগার। তার উপর তওবা করা এবং গুনাহ থেকে ফিরে আসা আবশ্যক)

- তারা হযরত আলী এবং মুআবিয়া রা.-সহ যে সকল সাহাবায়ে কেরাম বিচারব্যবস্থা পৃথকিকরণ বিষয়ে একমত হয়েছেন, তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে থাকে। (**নাউযুবিল্লাহ**)

- গুনাহে লিপ্ত মুসলিম শাসনকর্তা অপসারণে বিদ্রোহ করাকে তারা জায়েয মনে করে। (তবে যদি কোরআন-হাদিসের পরিষ্কার দলিলের মাধ্যমে শাসনকর্তার মুরতাদ হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে তার পতন ঘটানো সকলের উপর ফরয)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন, “শেষ যামানায় একদল নির্বোধ তরুণ জাতির আবির্ভাব হবে। কোরআন পড়বে, কিন্তু কোরআনের তাৎপর্য তাদের কণ্ঠাস্থি অতিক্রম করবে না। উৎকৃষ্ট কথা তারা বর্ণনা করবে। তী যেমন ধনুক থেকে মুহূর্তে বের হয়ে যায়, তারাও দ্বীনে ইসলাম থেকে বের হয় যাবে।” (**বুখারী-৩৪১৫/মুসলিম-২৫১১**)

১১. মিথ্যা নবুয়ত দাবীকারী দাজ্জালদের আত্মপ্রকাশ-

মিথ্যা নবুয়ত দাবীকারী ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশও কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। তাদের আবির্ভাব মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ফেতনা উস্কিয়ে দেবে। সহীহ হাদিস মতে, নবী করীম সা. এদের সংখ্যা ত্রিশ জনের মত বলেছেন। এরশাদ করেছেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না প্রায় ত্রিশজনের মত মিথ্যা নবুয়ত দাবীকারীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সবাই নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল মনে করবে।" (**বুখারী-৩৪১৩/মুসলিম-৭৫২৬**)

কেয়ামতের এই নিদর্শনটি ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। নবী করীম সা.-এর ইন্তেকালের পর থেকে অদ্যাবধি সময়ে সময়ে বিভিন্ন মিথ্যা নবী দাবীকারী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। প্রকৃত দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত এরকম আরো মিথ্যুক আত্মপ্রকাশ করবে বলে মনে হচ্ছে। নবী করীম সা.-এর ভাষ্যতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়, "আল্লাহর শপথ! প্রায় ত্রিশ জনের মত মিথ্যুকের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। এদের সর্বশেষ হল কানা দাজ্জাল।" (**মুসনাদে আহমদ - ২০১৯০**)

ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. আরো বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের একদল লোক মুশরেকদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে। আরেক দল মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে যাবে। প্রায় ত্রিশজনের মত মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে, সবাই নিজেকে নবী বলে মনে করবে, অথচ আমিই হলাম সর্বশেষ নবী। আমার পর আর কোন নবী পৃথিবীতে আসবেন না।" (**তিরমিযী-২২১৯/আবূ দাউদ-৪২৫৪**)

১২. শান্তি, নিরাপত্তা ও সচ্ছলতার জয়-জয়কার-

প্রথমদিকে ইসলামের গণ্ডি মক্কা-মদীনায় সীমাবদ্ধ থাকাকালে শত্রুদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয় মুসলমানদের। নবী করীম সা. বলে গেছেন, সময় যতই গড়াবে, কেয়ামত যতই সন্নিকটে আসবে শান্তি, নিরাপত্তা ও সচ্ছলতার ততই জয়-জয়কার হবে। এরশাদ করেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আরবের ভূমি সবুজ-শ্যামল পরিবেশ (বাগ-বাগিচা) ও নদীনালায় পূর্ণ হয়ে উঠে। মক্কা নগরী থেকে সুদূর ইরাক পর্যন্ত মানুষ নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে। পথ হারানো ছাড়া কোন ভয় থাকবে না। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে সংঘাত বেড়ে যাবে। সংঘাতের অর্থ জিজ্ঞেস করলে নবীজী বলেন, অধিক হত্যাযজ্ঞ!" (**মুসনাদে আহমদ-৮৮১৯**) অপর হাদিসে, "নবী করীম সা. আদী বিন হাতিম রা.-কে লক্ষ করে বলতে থাকেন, হে সাদী তুমি কি হাইরা (কুফা থেকে তিন মাইল দূরে ইরাকের একটি) নগরী দেখেছ? বললাম- না..। তবে শুনেছি! নবীজী বললেন, আয়ু দীর্ঘায়িত হলে তুমি দেখতে পারে যে, মহিলারা হায়রা থেকে মক্কার উদ্দেশ্য আগমন করবে। পথিমধ্যে আল্লাহ ছাড়া কাউকে তারা ভয় করবেনা। (**বুখারী-৩৪০০**)

১৩. হেজায ভূমি থেকে বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রকাশ

নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর অন্যতম হচ্ছে হেজায ভূমি থেকে বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রকাশ। উলামায়ে কেরাম এবং ঐতিহাসিকদের ঐক্যমতে ঘটনাটি ৬৫৪ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল ।আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন, " কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না হেজায ভূমি থেকে বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রকাশ হবে, যার আলোতে সুদূর বছরা'য় (ইরাকের) উষ্ট্রীর স্কন্ধ আলোকিত হয়ে উঠবে ।" (**বুখারী-৬৭০১**) তিন মাস পর্যন্ত আগুনটি অবিরাম জ্বলছিল। মদীনার মহিলারা আগুনের আলোতে নৈশ-গল্পের আসর জমাত। ঘটনার বিবরণ দিয়ে গিয়ে আবূ শামা বলেন, "**৬৫৪ হিজরী সনের ৩ জুমাদাল উখরা বুধবার** দিবাগত রাতে মদীনার দিক থেকে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড ভড়কে উঠে। তিনদিন পর্যন্ত মদীনায় খানিক পর পর ভূমিকম্প অনুভূত হতে থাকে। এর পরক্ষণে হাররা প্রান্তরে বনু কুরায়যার সন্নিকটে আরো একটি বিশাল অগ্নির সূত্রপাত ঘটে, যার আলোতে রাত্রিকালেও মদীনার সমস্ত অলিগলি আলোকিত থাকতো।

১৪.

তুর্কীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ

বিধর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অত্যাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন । তন্মধ্যে তুর্কীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধটি হাদিসে বিশেষভাবে উল্লেখ হয়েছে । সাহাবীদের যুগে-ই বনি উমাইয়ার শাসনামলে যুদ্ধটি সংঘটিত হয় । তুর্কী সম্প্রদায় পরাজিত হলে মুসলমানগণ তাদের থেকে প্রচুর যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ অর্জন করে ।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করবে। (তাদের নিদর্শন হল-) ছোট ছোট চোখ, রক্তিম (লাল) চেহারা, চ্যাপটা নাক, রাশিকৃত (স্থল) ঢাল সদৃশ (গোলাকার) চেহারা । কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা পশমের জুতা পরিধানে অভ্যস্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।" (**বুখারী-৩৩৯৪/মুসলিম-৭৪৯৬**) মোগল বংশীয়দের চেহারায় হাদিসে বর্ণিত গুণাগুণ স্পষ্ট। এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য- (আল্লাহই ভাল জানেন) তাতারী (মোগল) সম্প্রদায়। **১২৫৮ইং** সনে পুরো ইসলামী বিশ্বে আগ্রাসণ চালিয়ে মুসলমানদের রক্তে -সাগর নদীগুলো তারা রক্তিম করে তুলে । কিন্তু পরিশেষে সদলবলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

১৫. চাবুকে আঘাতকারী অত্যাচারী ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশ-

কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, অত্যাচারী শাসকদের সহায়তাকারী ব্যক্তিদের আত্মত্মপ্রকাশ। ষাঁড়ের লেজ সদৃশ এক প্রকার চাবুক দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। চাবুক পশম থেকেও হয়, বৃক্ষের ডাল থেকেও চাবুক হয়, বৈদ্যুতিক চাবুকও পাওয়া যায় এবং রবার-এর প্রসারণযোগ্য চাবুকও প্রচলিত আছে। আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন, "শেষ জমানায় এমন কিছু লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যাদের সাথে ষাঁড়ের লেজ সদৃশ এক প্রকার চাবুক থাকবে । আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে তারা সকাল-সন্ধ্যা যাপন করবে।” (**মুসনাদে আহমদ-৯৬৭৮**)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন, “আমার উম্মতের দুই প্রকার লোককে এখনো আমি দেখিনি- ১. যাদের হাতে ষাঁড়ের লেজ সদৃশ চাবুক থাকবে। তা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে....” (**মুসলিম-৭৩৭৩**) । **আবূ হুরায়রা রা.** থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন, “আয়ূ থাকলে তুমি এমন কিছু লোককে দেখতে পাবে, যারা আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপের মধ্য দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা যাপন করবে। তাদের হাতে ষাঁড়ের লেজ সূদশ কিছু একটা থাকবে।"(**মুসলিম-৭৩৭৫**)।তারা খুবই অত্যাচারী এবং দুর্নীতি পরায়ণ হবে। দুশ্চরিত্রের দরুন তারা আল্লাহর অভিশাপের পাত্রতে পরিণত হবে।

১৬. অধিকহারে সংঘাত (হত্যাযজ্ঞ)

নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে সংঘাত এবং হত্যাযজ্ঞ অত্যাধিকহারে বেড়ে যাওয়া। এমনকি একজন আরেকজনকে হত্যা করবে, হত্যাকারী জানবে না- কী উদ্দেশ্যে হত্যা করছে। নিহত ব্যক্তিও বুঝবে না- কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হচ্ছে। আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন, “ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত। ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার সমাপ্তি ঘটবে না, যতক্ষণ না একজন অপরজনকে হত্যা করবে। হত্যাকারী জানবে না- কী উদ্দেশ্যে হত্যা করছে। আর নিহত ব্যক্তি বুঝবে না- কী দোষে তাকে হত্যা করা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হল, এটা আবার কিভাবে সম্ভব? নবীজী বললেন, সংঘাতকালে এমনটিই ঘটবে । হত্যাকারী এবং নিহত উভয়েই জাহান্নামী হয়ে যাবে” (**মুসলিম-৭৪৮৮**)।

ইসলামের তৃতীয় খলীফা আমীরুল মুমেনীন হযরত উসমান বিন আফফান রা. হত্যা ঘটনার মধ্য দিয়ে সংঘাতের সূচনা হয়। বিনা কারণে পর্যায়ক্রমে সংঘাত বাড়তেই থাকে। অদ্যাবধি সে সংঘাত অব্যাহত। অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং গোলাবারুদ আবিস্কারের ফলে সংঘাত আরো সহজ ও ব্যাপক হয়ে পড়েছে।

১৭. “আমানত অন্তর থেকে উঠে যাবে

প্রতিটি বস্তুকে আপন স্থানে রেখে বিচার করাই ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট মধ্যেই -জাতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনগণের কল্যাণ নিহিত। এই মৌলিক বস্তুটি যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন কল্যাণের ঠিক উল্টো দিকটা প্রকাশ হতে শুরু সমাজ সংস্কৃতি সবই বিনাশের মুখে পড়ে যায় । এটিই নবী করীম সা. হাদিসের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন। মানুষের মৌলিক চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়াই “আমানত” উঠে যাওয়ার মূল কারণ হুযায়ফা রা. বলেন, নবী করীম সা. বলেছেন, “মানুষের হৃদয়ের গহীনে বিশ্বস্ততার অবতরণ হয়েছিল। অতঃপর কোরআন নাযিল শুরু হলে মানুষ এবং হাদিসকে ধীরে ধীরে শিখতে থাকে।” আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, “একদা নবী করীম সা. সাহাবীদেরকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন । এক বেদুইন এসে জিজ্ঞেস করল কেয়ামত কখন? নবীজী তার কথায় কান না দিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবস্থা দেখে কেউপূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ ধারণা করল, নবীজী হয়ত শুনেও উত্তর দিতে আগ্রহী না হওয়ায় কিছু বলছেন না। অন্যরা ধারণা করল, বেদুইনের কথাই নবীজী হয়ত শুনেননি। আলোচনা শেষ করে। প্রশ্নকারী কোথায়? জিজ্ঞেস করলে বেদুইন বলল, এই তো আমি এখানে হুজুর। বললেন, যখন বিশ্বস্ততা বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করবে। বলল, বিশ্বস্ততা কিভাবে নষ্ট হবে? বললেন, যখন অযোগ্য ব্যক্তিদের উপর নেতৃত্ব ন্যস্ত হবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর।” (**বুখারী-৫৯**)

১৮. পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ –

নবী করীম সা. বর্ণনা করে গেছেন যে, তাঁর উম্মতের একদল লোক আচরণ, অভ্যাস ও জীবনাচারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট ইহুদী-খৃস্টান জাতিকে হুবহু অনুসরণ করবে।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন, “কেয়ামত সংঘটিত হবে। না, যতক্ষণ না আমার উম্মত পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির হুবহু অনুসরণ শুরু করবে। এমনকি তারা যদি একহাত সামনে গিয়ে থাকে, আমার উম্মতও যাবে। একগঞ্জ পেছনে গিয়ে থাকে, আমার উম্মতও তা-ই করবে। -পারস্য ও রোম জাতির মত? জিজ্ঞেস করলে নবীজী বললেন, তা না হলে আর কাদের মত! ?” (**বুখারী-৬৮৮৮**) তন্মধ্যে সিংহভাগ বৈশিষ্ট্য তো ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে, যেগুলো বাকী আছে, অচিরেই সেগুলোও মুসলমানদের ভেতর চলে আসবে বলে মনে হচ্ছে ।

আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “অবশ্যই তোমরা পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির হুবহু অনুসরণ শুরু করবে । তারা যদি একহাত সামনে গিয়ে থাকে, তোমরাও যাবে। একগজ পেছনে গিয়ে থাকলে তোমরাও তাই করবে। এমনকি তারা যদি কোন সাপের গর্ভে প্রবেশ করে থাকে, তোমরাও সাপের গর্তে প্রবেশ করবে। ইহুদী খ্রিস্টানদের মতো? জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন তা না হলে আর কাদের মতো?

১৯. দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম লাভ-

কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে, দাসীর পেট থেকে মনিবের জন্ম গ্রহণ । প্রেক্ষাপটটি এভাবে তৈরি হতে পারে যে, একজন স্বাধীন ব্যক্তির একটি দাসী আছে। সহবাসের ফলে গর্ভবতী হয়ে দাসী একটি পুত্র

সন্তানের জননী হয়েছে। পিতা স্বাধীন হওয়ায় ছেলেও বড় হয়ে স্বাধীন হয়েছে। পিতা জীবিত থাকলে মাতা এখনো দাসীই রয়ে গেছে। এভাবে নিজের পুত্র মনিব-তুল্য হয়ে গেছে।

ঠিক তেমনি ফেরেশতা জিবরীল আ. যখন নবী করীম সা. কে কেয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন তখনও "নবীজী উত্তর দিয়েছিলেন দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্মগ্রহণ"। (**মুসলিম-১০৬**)

কেউ কেউ উদ্দেশ্য করেছেন যে, দাসীরা রাজকুমার জন্ম দেবে। রাজকুমার বড় হয়ে রাজা হলে মাতা তার প্রজার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অনেকেই বলেছেন যে, শেষ জমানায় ছেলেরা মায়ের সাথে দাস-দাসীর মত আচরণ করবে। মাকে ঘর থেকে বের করে দেবে। মায়ের খোঁজ খবর নেবে না। মায়ের কথা ভুলে যাবে। মায়ের অবাধ্য হয়ে যাবে। মাকে গালিগালাজ করবে, ইত্যাদি। ফলে বহিরাগত কেউ দেখলে একে দাসী-মনিবের আচরণ মনে করবে। (**আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন, আমীন**)

২০. স্বল্প কাপড় পরিহিত নগ্ন মহিলাদের আত্মপ্রকাশ

কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম একটি নিদর্শন হচ্ছে, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার ছড়াছড়ি। রাস্তাঘাটে বের হলেই আজকাল নগ্নপ্রায় মহিলাদের অবাধ চলাফেরা প্রত্যক্ষ করা যায়। দেহের অনেকাংশই খোলা থাকে - এমন সংকীর্ণ বস্ত্র পরে তারা পুরুষদের সামনে বেহায়ার মত চলাফেরা করে। বাহ্যত তারা বস্ত্রবাহী হলেও ফেতনা ছড়ানো এবং দেহের বিভিন্ন হটাঙ্গ প্রদর্শনের ফলে তারা নগ্ন।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন, "দুই প্রকার জাহান্নামী সম্প্রদায় এখনো আমি দেখিনি- ১. ষাঁড়ের লেজ সদৃশ চাবুক দিয়ে মানুষকে প্রহারকারী অত্যাচারী সম্প্রদায়। ২. আবেদনময়ী বস্ত্রবাহী নগ্ন নারী সম্প্রদায়। আবেদন সৃষ্টি করতে তাদের মাথাগুলো একপাশে ঝুকিয়ে দেবে। তাদের মাথাগুলো উটের কুঁজের মত উঁচু দেখাবে। এ দু'টি দলের কখনো জান্নাতে প্রবেশ তো দূরের কথা; জান্নাতের সুঘ্রাণ ও কপালে জুটবে না। অথচ জান্নাতের সু-ঘ্রাণ তো এত, দূর থেকেই অনুভব করা যায়।" (**মুসলিম-৭৩৭৩/৫৭০৪**)

২১. সুউচ্চ বাড়ীঘর নির্মাণে নগ্নপদ নগ্নদেহ আরব্য রাখালদের প্রতিযোগিতা

নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত কেয়ামতের ঘটিত নিদর্শনাবলীর অন্যতম হচ্ছে নগ্নপদ নগ্নদেহ রাখাল (আরব)দের বাড়ীঘর সুউচ্চকরণ প্রতিযোগিতা। কে কার চেয়ে উঁচু করে বিল্ডিং নির্মাণ করতে পারে কে কার চেয়ে বেশি ডিজাইন/ষ্টাইল করে বাংলো বানাতে পারে। অথচ এইতো কিছুদিন পূর্বেই তারা ছিল মেষপালের রাখাল, গায়ে ছিল না বস্ত্র, পায়ে ছিল না জুতো।

উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে -ইসলাম, ঈমান ও ইহসান সংক্রান্ত আলোচনার পর নবী করীম সা. কেয়ামতের নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম হবে এবং নগ্নপদ নগ্নদেহ রাখালদের -সুউচ্চ বাড়ীঘর নির্মাণে প্রতিযোগিতায় মত্ত দেখবে।" (মুসলিম)অপর হাদিসে- "দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত অভাবী লোকদেরকে নেতৃত্বের পদে দেখতে পেলে সেটাই হবে কেয়ামতের নিদর্শন। দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত, অভাবী, নগ্নপদ ও নগ্নদেহ রাখাল বলতে আপনি কাদের বুঝাচ্ছেন? প্রশ্নের উত্তরে নবীজী বলেন, আরব জাতি।" (**মুসনাদে আহমদ-২৯২৬/তাছহীহে আলবানী-৩/৩৩২)**

Full Competition

২২. ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদান-

নবী করীম সা. বলেন, "পরিপূর্ণ মুমিন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। পরস্পরের প্রতি পূর্ণ ভালবাসা ও সম্প্রীতি পোষণ না করা পর্যন্ত তোমরা মুমিনও হতে পারবে না। কিভাবে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে সেই রহস্য কি তোমাদের বলব ?! বেশি। বেশি সালাম দাও! আগে-ভাগে সালাম দাও। (মুসলিম-২০৩)

ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদান কিংবা শুধু পরিচিত বুঝে সালাম প্রদান -কেয়ামতের। অন্যতম নিদর্শন। অথচ ইসলামী বিধান হচ্ছে, পরিচিত অপরিচিত সকলকেই সালাম দিতে হবে। আবূ জা'দ বলেন, ইবনে মাসউদ রা.-এর সাথে সাক্ষাৎকালে এক ব্যক্তি বলল, আসলালামু আলাইকুম, হে আব্দুল্লাহ! সালাম শুনে ইবনে মাসউদ রা. বলে উঠলেন, "নবীজী সত্যই বলেছেন । আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি, "কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, মানুষ মসজিদে গমণ করবে, কিন্তু (তাহিয়্যাতুল মসজিদের) দুই রাকাত নামায আদায় করবে না এবং পরিচিত ছাড়া কাউকে সালাম দিবে না।" (**সহীহ বিন খুযাইমা-১৩২৬/তাছহীহে আলবানী**)

২৩.. ব্যাপক বাণিজ্য, ২৪. স্বামীর সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবসায় স্ত্রীর অংশগ্রহণ, ২৫. বাজারে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর প্রভাব-

অর্থাৎ বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে। পদ্ধতি সহজ হয়ে যাওয়ায় সকল মানুষ ব্যবসায় অংশীদার হয়ে যাবে (এমএলএম পদ্ধতির কথা চিন্তা করা যায়। এ স্বামীর সাথে ব্যবসায় অংশগ্রহণ করবে। উভয় নিদর্শন-ই একই সাথে এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে ব্যক্তি বিশেষে সালাম দেয়া হবে, বাণিজ্য ব্যাপক হয়ে যাবে এমনকি ব্যবসায় স্ত্রী স্বামীকে সহযোগিতা করবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে (তাদের খোঁজখবর নেয়ার সময় থাকবে না), মিথ্যা সাক্ষ্য মহামারীর আকার ধারণ করবে, সত্য সাক্ষ্য শুম করা হবে এবং (মৌখিক দাওয়াতের তুলনায়) লেখালেখি বেশি হতে থাকবে ।" আমর রা: থেকে বর্ণিত, নবী কথা থেকে সা. এরশাদ করেন, "কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর অন্যতম হচ্ছে, ধন সম্পদের ব্যাপক ছড়াছড়ি, ব্যাপক বাণিজ্য, ব্যাপক মূর্খতা -একজন অপরজনের কাছে ক্রয় বিক্রয় কালে বলবে- অমুকের সাথে বুঝাপড়া না

করে লেনদেন। করব না। সারা গ্রাম তালাশ করেও লেখতে জানে এমন কাউকে পাওয়া যাবেনা। (**সুনানে নাসায়ী-৪৪৬৮**)

২৬. ক্যাপক হারে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান-

মামলা মোকদ্দমায় বা বিচার সালিশে সাক্ষ্যদান-কালে মিথ্যা কথা বলা মহা অপরাধ । কবীরা গুনাহের অন্যতম । নবী করীম সা. বলেন, "সবচে বড় কবীরা গুনাহ কি- তোমাদের বলব? (এভাবে তিনবার বললেন,) সাহাবায়ে কেরাম বললেন, বলুন, হে আল্লাহর রাসূল। বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, (এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার হেলান দিয়ে বসে বলতে লাগলেন-) এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া " (**বুখারী-২০০১/মুসলিম-২৭১**)

শুধু বিচারক বা জজ সাহেব বরাবর মিথ্যা বলাই এখানে উদ্দেশ্য নয়; সব ধরনের সাক্ষীর ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হবে। একে অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ লাগানো। কর্মক্ষেত্রে, অফিসে, কোম্পানীতে বা সংস্থায় প্রধানের কাছে কর্মীদের ব্যাপারে মিথ্যা বলা। কলেজ, মাদরাসা, ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের ব্যাপারে টিচারের কাছে মিথ্যা রিপোর্ট দেয়া। সন্তানের ব্যাপারে পিতা বরাবর মিথ্যা বলে পাঠানো -সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অপর হাদিসে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান এবং মিথ্যা শপথ করে মানুষের অধিকার হরণ থেকে কঠোর সতর্ক করা হয়েছে। নবী করীম সা. বলেন, "মিথ্যা শপথ করে যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের মাল হরণ করল রাগান্বিত অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।" অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন, "যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই, আর তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। (**সূরা আলে ইমরান-৭**, **বুখারী-৭০০৭**)

আবূ উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "মিথ্যা শপথ করে যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের সম্পদ হরণ করল, তার উপর আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে আবশ্যক করে দেবেন, জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন ।এক ব্যক্তি বলল, সামান্য হলেও? বললেন, কণ্টক বৃক্ষের মূল্যহীন সামান্য ডাল হরণ করলেও!! (মুসলিম- ৩৭০)

২৭. সত্য সাক্ষ্য গোপন-

আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মুসলমানকে -জালেম বা মজলুমকে সাহায্য করার আদেশ করেছেন। জালেমকে জুলুম থেকে বারণ করতে হবে আর মজলুমকে জালেমের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে ।অপরদিকে সত্য সাক্ষ্য গোপনকে হারাম করেছেন ।"তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার তার অন্তর পাপ-পূর্ণ হবে।"(**সূরা বাকারা-২৮৩**)

সত্য সাক্ষ্য শেষ জামানায় মানুষ অন্যায়ভাবে একে অপরের অধিকার ভোগ করতে থাকে ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষায় জেনেও সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবে । এটাই কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন ।

২৮. সুশিক্ষার অভাব, মূর্খতার সয়লাব-

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয়নবীকে জ্ঞান অন্বেষণের আদেশ করেছেন "বল! হে প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন!" (**সূরা ত্বাহা-১১৪**)। ঐশী এ প্রত্যাদেশ পালনার্থে মহানবী সা. সবসময় শিখতেন এবং

অপরকে শিক্ষা দিতেন। অপরদিকে মূর্খতা থেকে তিনি মানুষকে সদা বারণ করতেন, "নিশ্চয় আল্লাহ পাক অপছন্দ করেন, প্রত্যেক রুক্ষস্বভাবী, রাক্ষস, বাজারে হৈ হুল্লোড়ে অভ্যস্ত, দিনের বেলায় গাঁধা আর রাতে (আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে) মৃতের মত শয়নোম্মাদ এবং পার্থিব বিষয়ে জ্ঞানী কিন্তু আখেরাত বিষয়ে গণ্ডমূর্খ" (**সহীহ ইবনে হিব্বান-৭২**)। সমাজে (আখেরাতের বিষয়ে) মূর্খতা ছেয়ে যাওয়াকে কেয়ামতের নিদর্শন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। নবী করীম সা. বলেন, "নিশ্চয় কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে (ইসলামী) জ্ঞান উঠে যাবে এবং মূর্খতা ছেয়ে যাবে" (**বুখারী-৬৬৫৪/মুসলিম-৬৯৫৯**)।

অন্যত্র বলেন, এমন এক কাল আসবে যখন মানুষ জানবে না নামাজ কি!রোযা কি! সাদাকাহ কি!(**তাবারানী**)

২৯. ব্যয়কুণ্ঠতা ও কার্পণ্যতা বৃদ্ধি, ৩০. ব্যাপক হারে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকরণ, ৩১. প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার-

ইসলামী সমাজে ব্যয়কুণ্ঠতা ও কার্পণ্যতার মত মানসিক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়া কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। **আবূ হুরায়রা রা.** থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন, "কার্পণ্যতা অধিক হারে বেড়ে যাওয়া কেয়ামতের আলামত।" (**তাবারানী 'আল-মু'জামুল আওসাত- ৭৪৮**)

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন, "সবকিছু কঠোর হয়ে যাবে, মানুষের মধ্যে কার্পণ্যতা বেড়ে যাবে।"(**ইবনে মাজা-৪০০**)

অন্যত্র নবী করীম সা. বলেন, "সময় দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাবে, (আখেরাতের জন্য) মানুষের আমল কমে যাবে, অন্তরে কার্পণ্যতা সৃষ্টি হবে এবং অধিক হারে সংঘাত (হত্যাযজ্ঞ) ঘটতে থাকবে।" (**বুখারী-৫৬৯০/মুসলিম-৬৯৬৪**)

অপর হাদিসে **নবী করীম সা.** এরশাদ করেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না অশ্লীলতা-বেহায়পনা বৃদ্ধি পাবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে এবং প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে।" (**মুসনাদে আহমদ-৬৫১৪**)

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, **নবী করীম সা.** বলেন, "ঐ সত্তার শপথ- যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না অশ্লীলতা ও কার্পণ্যতা বৃদ্ধি পাবে, বিশ্বস্তকে ঘাতক এবং ঘাতককে বিশ্বস্ত মনে করা হবে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি ঘটবে। মূর্খদের জনপ্রিয়তা ও মাতব্বরী বেড়ে যাবে।" (**মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৬৪৪**)।

বর্তমান মুসলিম সামাজিক পরিস্থিতির দিকে তাকালে সেই দৃশ্যই আমাদের চোখে পড়ে। আত্মীয়দের খোঁজখবর নেয়ার সময় নেই। আছে না মরে গেছে, আল্লাহই ভাল জানেন।

৩২. অশ্লীলতা-বেয়াহাপনা বৃদ্ধি-

অশ্লীলতা বলতে মহিলারা শর্ট ড্রেস পরে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করবে। কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল গালিগালাজ বেড়ে যাবে। **নবী করীম সা.** একে কেয়ামতের নিদর্শন বলে চিহ্নিত করেছেন, "ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা বেড়ে যাবে..!" নবী কারীম সা. বলেন, কেয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না...অশ্লীলতা ও কার্পণ্যতা বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বস্ত

ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতক এবং বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বস্ত মনে করা হবে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি ঘটবে। মূর্খদের জনপ্রিয়তা ও মাতাব্বরি বেড়ে যাবে। (**তাবারানী: ৩৭৬৭**)

৩৩. বিশ্বস্তকে ঘাতক এবং ঘাতককে বিশ্বস্ত জ্ঞান-

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, বিশ্বস্ততা উঠে যাবে, অযোগ্যদের হাতে নেতৃত্ব চলে যাবে । তদ্রুপ বিশ্বস্তকে ঘাতক আর ঘাতককে বিশ্বস্ত মনে করা হবে । সন্দেহ করে বিশ্বস্তের কাছে কেউ আমানত রাখবে না। অপরদিকে ঘাতক, মিথ্যুক, কপট ও লম্পটদেরকে বিশ্বস্ত মনে করা হবে ।

নবী করীম সা. বলেন, "ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত ! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না বিশ্বস্তকে ঘাতক আর ঘাতকে বিশ্বস্ত মনে করা হবে. সম্রান্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি এবং মূর্খদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, সমাজ থেকে জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি ঘটবে । মূর্খ ও নির্বোধেরা তাদের স্থল-বর্তি হবে । আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত । কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না অশ্লীলতা। এ কার্পণ্যতা বৃদ্ধি পাবে, বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতক এবং বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বস্ত মনে করা হবে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি ঘটবে। মূর্খদের জনপ্রিয়তা ও মাতব্বরী বেড়ে যাবে।" (**তাবারানী ৩৭৬৭**)

সমাজের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বা প্রচার মাধ্যমের কল্যাণকে কাজে লাগিয়ে তারা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। অপরদিকে সম্ভ্রান্ত গুণী ও উপদেশদাতা ব্যক্তিগণ পর্দার আড়ালে থেকে যাবে, ব্যাপক অশ্লীলতার কারণে মিডিয়া থেকে তারা নিজেদের দূরে রাখবে। ফলে যারা নাচ-গানে ভাল করতে পারে, দ্রুত অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিতে পারে -তারাই প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। উৎকৃষ্ট ও প্রতিভাধর কারোর-ই কোন চান্স থাকবে না। নিদর্শনটি বর্তমান কালে স্বতঃসিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ।

৩৫. সম্পদ উপার্জনে হালাল-হারামের তোয়াক্কা বিলুপ্তি-

সম্পদ উপার্জনে আর হালাল-হারামের বাছ-বিচার থাকে না। মুসলিম সমাজে আজকাল নিদর্শনটি প্রতিনিয়ত বাস্তবায়িত হচ্ছে । **আবূ হুরায়রা রা.** থেকে বর্ণিত, **নবী করীম সা.** বলেন, "এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ সম্পদ উপার্জনে হালাল-হারামের তোয়াক্কা করবে না ।" (**বুখারী-১৯৭৭**)

অথচ আল্লাহ পাক বলেছেন,তোমরা উত্তম বস্তু বক্ষণ করো। নবী কারীম(সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকল,সে তার দ্বীন ও ঈমানকে বাঁচিয়ে নিল।পক্ষান্তরে যে সন্দেহযুক্ত কাজকর্মে লিপ্ত হল, সে হারামে লিপ্ত হয়ে গেলো। (**বুখারী-৫২/মুসলিম-৭৪৭৮**)

৩৬. যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ জ্ঞান-

মুজাহিদীন কর্তৃক বিনাযুক্ত (শত্রুবাহিনী পলায়ন বা আত্মসমর্পনের দরুন) অর্জিত সম্পদ বন্টনে আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত বিধান প্রণয়ন করেছেন-

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَ مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ * وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ﴿۷﴾

"আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফায় হিসেবে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, আত্মীয়-স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও মুসাফিরদের এটি এ জন্য যে, যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে। রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।।" (**সূরাঃ আল-হাশর-৫৯: ০৭**)

সম্পদ, যাতে শুধু বিত্তশালীদের কাছেই সীমাবদ্ধ না থাকে এ কারণে উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক বিনাযুদ্ধে অর্জিত সম্পদের সুষম বণ্টন-নীতি নির্ধারণ করে নিয়েছেন।

কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে মানুষ আল্লাহর উপরোক্ত বিধানকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মানবরচিত ফণ্টন নীতি প্রয়োগ করবে। ফলে সম্পন্ন শুধু নেতৃস্থানীয় বিত্তবানদের মা করে। গরিবদের হাতে পৌঁছবে না। হাদিসে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩৭,৩৮,৩৯, ৪০,৪১,৪২,৪৩,৪৪,৪৫ নং আলামত...

উপরোক্ত কতিপয় নিদর্শনের বিবরণ এক হাদিসেই বর্ণিত হয়েছে **আবু হুরায়রা রা.** থেকে বর্ণিত, **নবী করীম সা.** বলেন, নিম্নোক্ত নিদর্শনগুলো প্রকাশ হতে দেখলে অগ্নিবায়ু, ভূ-কম্পন, ভূমিধ্বস, রূপবিকৃতি, পাথর বর্ষণ এবং ছিড়ে যাওয়া অচনীহ-র দানার মত দ্রুত একের পর এক কেয়ামতের নিদর্শন বাস্তবায়নের অপেক্ষা কর-

- রাষ্ট্রীয় সম্পদকে নিজস্ব সম্পদ জ্ঞান
- আমানতকে খরচের বস্তু জানা
- যাকাতকে জরিমানা জ্ঞান
- আল্লাহর জ্ঞান ছেড়ে পার্থিব জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ।
- মায়ের অবাধ্য হয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্টকরণ
- পিতা-কে দূরে ঠেলে বন্ধু বান্ধবকে কাছে আনয়ন
- মসজিদের ভেতর উচ্চস্বরে হৈ হুল্লোড়
- গোত্রীয় নেতৃত্বে পাপিষ্ঠদের আগমন
- সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিদের হাতে জাতির নেতৃত্ব
- অনিষ্ট হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে সম্মান।
- হরেক রকম বাদ্য-যন্ত্র ও নর্তকীদের আত্মপ্রকাশ
- ব্যাপক হারে মদ্য-পান
- পরবর্তী উম্মত কর্তৃক পূর্ববর্তী উম্মতকে গালমন্দ ও অভিশাপ দান। (**তিরমিযী-২২১১**)

৪৬,৪৭,৪৮,৪৯-- মেয়েদের সাথে মেলামেশা, রেশমী কাপড় পরিধান, মদ্য এবং গান-বাজনা বৈধ জ্ঞান

ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ নিষিদ্ধ বিষয়াবলীর মধ্যে ভাবিচার, মদ্য পান, অশ্লীল নৃত্য, পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । শেষ জমানায় একদল মুসলমান এই হারাম বিষয়াবলীকে হালাল মনে করে অবাধ ব্যবহার শুরু করবে। নবী করীম সা. একে কেয়ামত ঘনিয়ে আসার নিকটতম নিদর্শন বলে

চিহ্নিত করেছেন। হালাল জ্ঞান - দু-ভাবে হতে পারে (১) মনে প্রাণে এগুলোকে হালাল মনে করা হবে। (২) অধিকাংশ মানুষই এতে লিপ্ত হয়ে যাবে।গুনাহ করার সময় সংকোচ লাগবে না।

আবু মালেক আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা মেয়েদের সাথে অবাধ মেলামেশা, রেশমী কাপড় পরিধান, মদ্য পান এবং গান-বাজনাকে হালাল মনে হবে। আরেক দল উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে মেষপাল নিয়ে অবতরণ করবে, তাদের কাছে ফকির এসে সাহায্যের আবেদন করলে তারা বলবে, আগামীকাল এসো!, এসকল ব্যক্তিকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিবেন, সুউচ্চ পাহাড় (ধ্বসে) তাদের উপর আপতিত হবে। অপর দলকে আল্লাহ (কেয়ামত পর্যন্ত) শুকর-বানরে পরিণত করে দেবেন।" (**বুখারী-৫২৬৮**)

আবু মালেক আশমারী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের একদল - মদ্যপানে লিপ্ত হবে। (ব্যবসার সুবিধার্থে) মদের নামকে তার পরিবর্তন করে দেবে। তাদের মাথার উপর গান-বাজনা এবং নর্তকীদের নৃত্যানুষ্ঠান শোভা পাবে। **আল্লাহ তাআলা** তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসে দেবেন। কতিপয়রে শুকর-বানরে পরিবর্তন করে দেবেন।" (**ইবনে মাজা-৪০২০**)

আল্লাহ তাআলা বলেন, "একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করতে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।" (**সূরা লুকমান-৬**)

অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার উপরোক্ত আয়াতে "অবান্তর কথাবার্তা" বলতে গান-বাজনা এবং বাদ্যযন্ত্র উদ্দেশ্য বলেছেন। হাদিসে গান-বাদ্য শ্রবণকে নবী করীম সা. ভ্যবিচার এবং মদ্য পানের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, "পানি সিঞ্চনে যেমন ফসল বেড়ে উঠে, তেমনি গান-বাদ্য শুনার ফলে অন্তরে কপটতা (নেফাকী) গড়ে উঠে।"

৫০. (তীব্র সঙ্কটের ফলে) মানুষের মৃত্যু কামনা-

পদাপদ, ফেতনা, ব্যাপক সংঘাত এবং জুলুম-অত্যাচারের জমানা আসবে বলে নবী করীম সা. আগেই সতর্ক করে গেছেন। এমনকি সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তি -মৃত বন্ধুর কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলতে থাকবে, "হায়! আমি যদি বন্ধুর স্থানে (কবরের ভেতর) থাকতাম...!"

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তি - কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আফসোস করে বলতে থাকবে, "হায়! আমি যদি তার স্থানে হতাম!" (**বুখারী- ৬৬৯৮/মুসলিম-৭৪৮৫**)

ইবনে মাসউদ রা. বলেন, "মৃত্যু যদি বাজারে কিনতে পাওয়া যেত, তবে মানুষ মৃত্যুকে কিনে ফেলত" এমন সঙ্কটাপন্ন কাল অচিরেই তোমাদের উপর আবর্তিত হবে।" এক হাদিসে নবী করীম সা. বলেন, "সঙ্কটের ফলে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে।" (**বুখারী-৫৯৯০/মুসলিম-৬৯৯০**)

৫১. যখন মানুষ সকালে মুমিন থাকবে বিকালে কাফের হয়ে যাবে-

ফেতনা এবং স্বভাব বিবর্তনের দরুন মানুষের চেতনার-ও বিবর্তন মনোচাহিদা পূরণের জন্য সমাজে পাপাচার ছেয়ে যাবে। অবাধ পাপাচারে লিপ্ত হওয়ায় মানুষ সকালে মুমিন থাকবে আর বিকালে কাফের হয়ে যাবে ।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, ক্রমাগত ফেতনা আসার আগে-ই যা আমল করার করে ফেলো । মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, বিকালে কাফের হয়ে যাবে । বিকালে মুমিন থাকবে, সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার তুচ্ছ লাভের আশায় নিজের ঈমানকে সে বিক্রি করে দেবে ” (**মুসলিম-৩২৮**)

উপরোক্ত হাদিসে নবী করীম সা. মানুষকে দ্রুত আমল করার তাগিদ দিয়েছেন । কারণ, অচিরেই এমন সব ফেতনার আবির্ভাব হবে, যা মানুষকে সৎ কাজ থেকে বিমুখ করে দেবে।

৫২. মসজিদ কারুকার্যকরণ প্রতিযোগিতা –

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, **নবী করীম সা.** বলেন, “ কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মানুষ মসজিদ (কারুকার্যকরণ) নিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে "(**আবু দাউদ-৪৪৯/নাসায়ী-৬৮৮/ইবনে মাজা-৭৩৯**)

সাহাবায়ে কেরাম রা. সবসময় মসজিদ সুসজ্জিত করা থেকে সতর্ক করতেন । এবাদত, আল্লাহর স্মরণ এবং দ্বীনী শিক্ষার মাধ্যমেই মসজিদ আবাদ করার প্রতি তাগিদ দিতেন ।

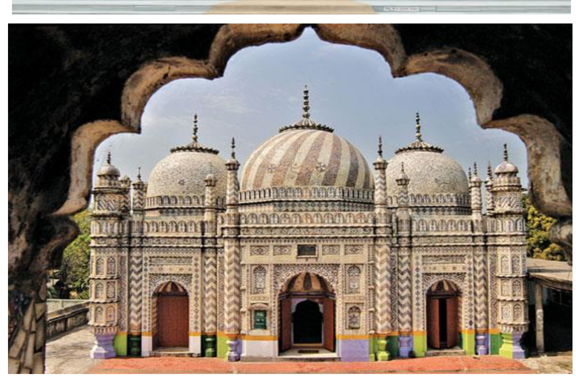

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, “অচিরেই তোমরা মসজিদগুলোকে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মত কারুকার্য করে গড়ে তুলবে।” (**আবু দাউদ-৪৪৮**) ইমাম বগভী রহ. বলেন, “প্রাথমিক যুগে ইহুদী- খ্রিষ্টানদের উপাসনালয়গুলো কারুকার্যমণ্ডিত ছিল না, আসমানী কিতাব বিকৃত হওয়ার পর-ই তারা কারুকার্যকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে।” (**ফাতহুল বারী-২/১৭৫**) **খাত্তাবী রহ.** বলেন, “ইহুদী-খ্রিষ্টানরা যখন আসমানী কিতাব বিকৃত করে ফেলে,

আল্লাহর দ্বীনকে বিনষ্ট করে ফেলে, তখন-ই তারা গির্জা সুসজ্জিতকরণে আত্মনিয়োগ করে।" (**উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী-৭/৪১**)

আবু দারদা রা. বলেন, "যখন তোমরা মসজিদগুলোকে ডিজাইন করবে, কোরআনের আয়াতগুলোকে কারুকার্যমণ্ডিত করবে -তখন তোমাদের ধ্বংস কাছিয়ে যাবে।" (**ইবনে আবি দাউদ, তাহছীনে আলবানী ৫৮৫**)

৫৩. ঘরবাড়ী ডিজাইন ও সুসজ্জিত-করণ-

অত্যাধিক অপচয়, অনর্থক বিষয়ে প্রতিযোগিতা, অহংকার - এগুলো অতি-নিন্দনীয় ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর তোমরা সীমাতিরিক্ত ব্যয় করো না, নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (**সূরা আনআম-১৪১**) সম্পদের আধিক্যের ফলে শেষ জমানায় মানুষ বাড়ীঘর/বাংলো ডিজাইন করবে । দুয়ারে দামী চাদর ঝুলিয়ে রাখবে, সুগন্ধিময় কাঠ দিয়ে দরজা-জানালা নির্মাণ করবে, রকমারি টাইলস লাগিয়ে ঘরের শোভা বৃদ্ধি-র চেষ্টা করবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মানুষ সু-বিশাল বাড়ী নির্মাণ করবে। ছোৱাকাটা মহামূল্যবাণ চাদর দিয়ে দেয়ালকে সুসজ্জিত করবে।" (**বুখারী আল আদাবুল মুফরাদ-৭৭৭ / তাছহীহে আলবানি-২৭৯**)

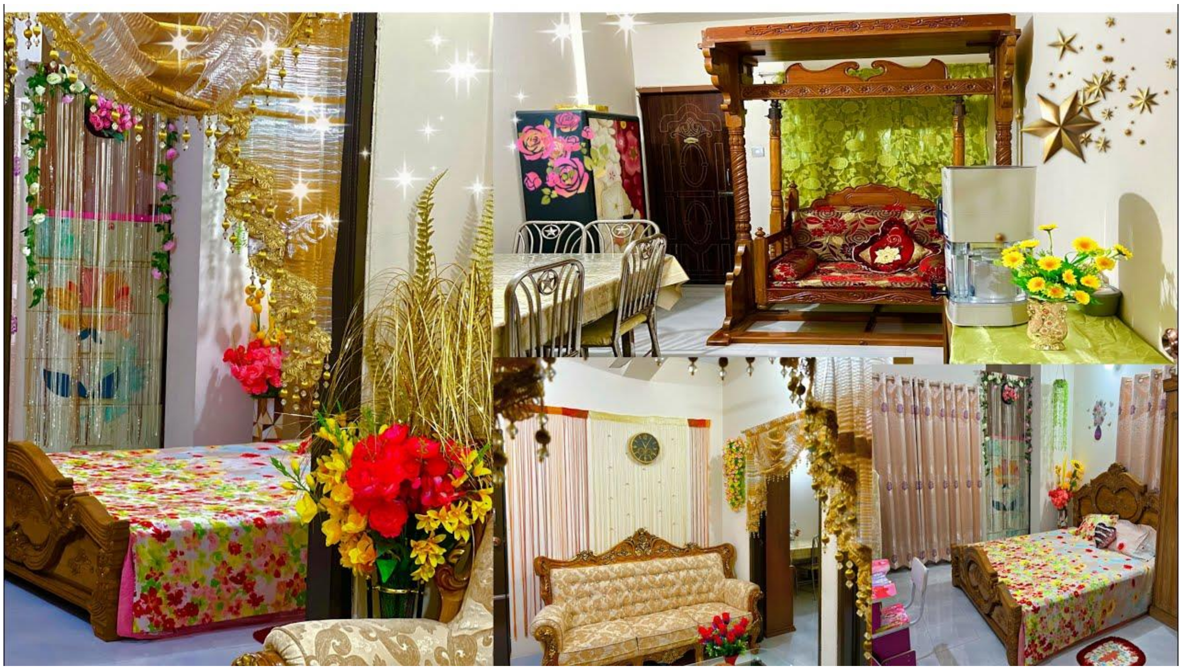

৫৪.

অত্যাধিক বজ্রপাত-

বজ্রাঘাতে নিহতের হার বেড়ে যাওয়া কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন। "আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, " কেয়ামত ঘনিয়ে আসার পাশাপাশি বজ্রপাতের ঘটনাও বেড়ে যাবে। এমনকি মানুষ পাশের এলাকায় গিয়ে বলতে থাকবে- "গতরাতে তোমাদের এদিকে বজ্রপাতের আওয়াজ শুনতে পেলাম"। উত্তরে তারা বলবে- অমুক, অমুক এবং অমুক বজ্রপাতে মারা গেছে।" (**মুসনাদে আহমদ- ১১৬৩৮**)

বজ্র হচ্ছে এক প্রকার বৈদ্যুতিক ঝট্‌কা, যা বিজলী গর্জনের মুহূর্তে আকাশ থেকে বর্ষিত হয়। এরকম বজ্রাঘাতের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক ছামূদ জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন আর যারা ছামুদ, আমি আদরকে হেদায়েত দেখিয়েছিলাম, অতঃপর তার সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করল। অতঃপর তাদের কৃতকর্মের কারনে তাদেরকে অবমাননাকর আযাব এসে ধৃত করল। অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন, অত:পর যদি তারা মুখ

ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযার সম্পর্কে আদ ও ছামুদদের আযাবের মত। (**সূরা ফুছছিলাত-১৩**) অপর আয়াতে আল্লাহ পাক বজ্রাঘাতকে মহা প্রলয়ঙ্করী বলে সাব্যস্ত করেছেন ।

৫৫ ব্যাপক লেখালেখি এবং কলামিষ্টদের ছড়াছড়ি

আগের যুগে লেখালেখি এবং প্রচার মাধ্যম এত ব্যাপক ছিল না। একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কত কষ্ট, কত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হত। কিন্তু এখন...! প্রেক্ষাপট কত বদলে গেছে! অধিক লেখালেখি, বই-পুস্তক প্রকাশ এবং কলামিষ্টদের আধিক্যকে নবী করীম কেয়ামতের নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করেছেন।

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, " কেয়ামতের পূর্বমুহর্তে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অধিক হারে ঘটতে থাকবে-

১. ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদান

২. ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য । এমনকি স্ত্রী ও ব্যবসায় স্বামীকে সাহায্য করবে।

৩. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকরন

৪. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান

৫. সত্য সাক্ষ্য গোপন

৬. কলম প্রকাশ (মুসনাদে আহমদ ৩৮৭০)

“কলম প্রকাশ" বলতে সম্ভবত লেখালেখি এবং অধিক হারে বই পুস্তক প্রকাশের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। প্রকাশনা এবং ছাপানোর জন্য অত্যাধুনিক মেশিন আবিষ্কার ও মাধ্যম সহজ হওয়ার ফলে যে কেউ চাইলেই পুস্তক প্রকাশ করতে পারবে। এতকিছুর পরও দ্বীনি ও ইসলামি শিক্ষায় মানুষের মধ্যে মূর্খতা প্রকাশ পাবে।

৫৬. বাক-জাদুতে সম্পদ এবং চাপাবাজি প্রতিযোগিতা

শরীয়ত সম্মত পন্থায় পয়সা উপার্জনে দুষের কিছু নেই। জজ, উকিল ও ব্যরিষ্টারগণ এ নিয়মেই বেতনভূক্ত চাকুরী করে থাকেন। কিন্তু ভ্রান্ত কথা, ব্যবসায় মিথ্যা শপথ, আর অধিক চাঁপাবাজিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ-কে ইসলাম সম্পূর্ণ নিন্দা করে।

উমর বিন সাঈদ বিন আস রা. একদা পিতা বরাবর খুবই পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যপূর্ণ ভাষায় একটি আবেদন পেশ করলেন। আবেদন পাঠ শেষ হলে ছেলেকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, তোমার কথা কি শেষ হয়েছে? ছেলে বলল, জ্বি হ্যাঁ...! পিতা বললেন, (ওহে বৎস্য! ভেবো না যে, তোমাকে আমি অবহেলা করছি অথবা তোমার আবেদন পূরণে আমি অসম্মত। তবে শুনে রাখ-) নবী করীম সা.-কে আমি বলতে শুনেছি, "অচিরেই এমন জাতির আবির্ভাব হবে, যারা গরু-গাভীর মত -মুখ ব্যবহার করে উপার্জন করবে।” (**মুসনাদে আহমদ-১৫১৭**)

৫৭. কুরআনের পাঠক বেড়ে যাবে জ্ঞানী (ফক্বীহ)দের সংখ্যা কমে যাবে

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “অচিরেই এমন এক জমানা -আসবে, যখন কুরআনের পাঠক বেড়ে যাবে, দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন লোক কমে যাবে, ওহীর জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে এবং সংঘাত বেড়ে যাবে। “সংঘাত কী?” জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন, "পরস্পর হত্যাযজ্ঞ" । অতঃপর এমন এক জমানা আসবে, যখন কুরআন পাঠ করা হবে, কিন্তু কুরআনের আয়াত তাদের কণ্ঠাস্থি অতিক্রম করবে না (কুরআনের বিধান বাস্তবায়িত হবে না) । অতঃপর এমন এক জমানা আসবে, যখন কাফের, মুনাফেক, মুশরেক ব্যক্তি ইসলাম নিয়ে মুমিনের সাথে তর্কযুদ্ধ করবে ।" (**মুস্তাদরাকে হাকিম ৮৪১২**)

পরিস্থিতি আরও সঙ্কটময় হয়ে যাবে -যখন আলেমদের মৃত্যুতে এলেম উঠে যাবে । বিশুদ্ধ আলেমদের অনুপস্থিতিতে মানুষ মূর্খদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে। মূর্খরা ভুল ফতোয়া দিয়ে নিজেরা ও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদের-ও পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে । আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে জ্ঞানকে আল্লাহ আকস্মিক উঠিয়ে নেবেন না; বরং উলামাদেরকে উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে যখন বিশুদ্ধ আলেম বলে কেউ থাকবে না, তখন মানুষ মূর্খদের শরণাপন্ন হয়ে ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে । আলেম নামধারী মূর্খরা ভুল ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদের-ও পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে।" (**বুখারী-১০০/মুসলিম-৬৯৭১**)

৫৮. তুচ্ছ ও স্বল্পজ্ঞানীদের নিকট এলেম অন্বেষণ

নবী যুগে মানুষ খোদাভক্ত এবং মর্যাদাবান জ্ঞানীদের কাছে জ্ঞান অন্বেষণে যেত। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে স্বল্পজ্ঞানী এবং নির্বোধ লোকেরা নিজেদেরকে আলেম বলে পরিচয় দেবে। আলেম ভেবে মানুষ তাদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে। ভুল ফতোয়া দিয়ে তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে থাকবে।

আবু উমাইয়া জুমাহী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "স্বল্পজ্ঞানীদের কাছে জ্ঞান অন্বেষণে যাওয়া কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-কে স্বল্পজ্ঞানী'র পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "যারা ব্যক্তিগত মতামত দিয়ে কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা করে। (**আয-যুহদ. লি-ইবনিল মুবারক-৬১**)

অর্থাৎ তাদের জ্ঞান পরিপক্ক হবে না। ফতোয়ার বিষয়ে তারা যাচাই-বাছাই করবে না। কুরআন-হাদিস ছেড়ে ব্যক্তিগত যুক্তি দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করবে। কেউ কেউ বলেন, এখানে স্বল্পজ্ঞানী বলতে কুসংস্কারী (বেদআতী) উদ্দেশ্য।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, "যতদিন মুসলমান -নবী করীম সা. তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এবং পূর্ববর্তী জ্ঞানীদের কাছ থেকে এলেম অন্বেষণে সচেষ্ট থাকবে, ততদিন তাদের কল্যাণ সুরক্ষিত থাকবে। পক্ষান্তরে যখন-ই তারা তুচ্ছ ও স্বল্পজ্ঞানীর কাছে এলেম অন্বেষণে লিপ্ত হবে এবং মনোবৃত্তিকে প্রাধান্য দেবে, তখন-ই তারা ধ্বংস হবে।"

৫৯. আকস্মিক মৃত্যুর হার বৃদ্ধি

সম্প্রতি ঘটিত কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে আকস্মিক মৃত্যু অন্যতম। হার্ট এ্যাটাক, হাই প্রেসার এবং ব্যাপক সড়ক দুর্ঘটনার ফলে অধিক হারে আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম বলেন, "কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে ব্যাপক হারে আকস্মিক মৃত্যু অন্যতম।" (**তাবারানী, মু'জামুল আওছাত-১৭০**)

৬০. নির্বোধ ব্যক্তিদের নের্তৃত্ব

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, একদা কা'ব বিন উজরা রা.-কে উদ্দেশ্য করে নবী করীম সা. বলতে লাগলেন, "নির্বোধ ব্যক্তিদের নেতৃত্ব থেকে আল্লাহ পাক তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন।" নির্বোধের নেতৃত্ব কী? জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন, "আমার পর এমন সব নেতা-নেত্রীদের আগমন হবে, যারা আমার আদর্শকে অবহেলা করবে। প্রচুর মিথ্যা কথা বলবে। সুতরাং যারা-ই মিথ্যুকদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, অপরাধ-দুর্নীতিতে তাদেরকে সহায়তা করবে, অবশ্যই তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। হাউজে কাউসারে তারা আমার ধারে-কাছেও আসতে পারবে না। পক্ষান্তরে যারা মিথ্যুকদেরকে সত্যায়ন করেনি, অপরাধ- দুর্নীতিতে সহায়তা করেনি, তারাই আমার উম্মত। আমি তাদের পক্ষে থাকব হাউজে কাউসারে তারা আমার কাছে আসবে। ওহে কা'ব বিন উজরা...! (জেনে রেখো!) রোযা হচ্ছে ঢাল, সাদাকা পাপকে ধুয়ে দেয় এবং নামায হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায়। ওহে কাব বিন উজরা..! (জেনে রেখো!) অবৈধ উপার্জনে ক্রিত খাদ্যে যে মাংস শরীরে বেড়ে উঠল, তা কখনো-ই জান্নাতে প্রবেশ করবে না; বরং জাহান্নামের আগুনই তার জন্য অধিক মানানসই। ওহে কাব। মানুষ প্রতিদিন (কর্ম শেষে) প্রত্যাগমন করে, কেউ নিজেকে বিক্রি করে দিয়ে আসে, কেউ (নিজেকে জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করে আসে।" (**মুসনাদে আহমদ ১৪৪৮১**)

অপর হাদিসে- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না প্রত্যেক জাতিকে মুনাফেকরা নেতৃত্ব দেবে।" এখানে মুনাফিক বলতে যাদের অন্তরে খোদাভীতি বলতে কিছু নেই, দুর্বল ঈমান, প্রচণ্ড মিথ্যাবাদী এবং গণ্ডমূর্খ লোক উদ্দেশ্য ।

ইমাম শা'বী রহ. বলেন, "কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে প্রকৃত জ্ঞান হয়ে যাবে মূর্খতা, আর মূর্খতা হয়ে যাবে প্রকৃত জ্ঞান।" এভাবেই দৃশ্যপট পাল্টে যাবে ।"

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, উৎকৃষ্টদের অবহেলা করা হবে এবং নিকৃষ্টদের মর্যাদা দেয়া হবে।" (**মুস্তাদরাকে হাকিম**)

৬১. দ্রুত সময় পার

দ্রুত সময় পার হয়ে যাওয়াকে নবী করীম সা. কেয়ামতের নিদর্শন বলে চিহ্নিত করেছেন ।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "(কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে) দ্রুত সময় পার হয়ে যাবে। (দ্বীনের) জ্ঞান কমে যাবে। পর্যায়ক্রমে ফেতনা প্রকাশ হতে থাকবে। ব্যয়কুণ্ঠতা প্রকাশ পাবে। অধিক হারে সংঘাতের ঘটনা ঘটবে। সংঘাত কী? জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বলেন, হত্যাযজ্ঞ... হত্যাযজ্ঞ।" (**বুখারী-৬৬৫২**)

ইবনে হাজার (রহ:) বলেন "আমরা দ্রুত সময় পার হওয়ার বিষয়টি অনুভব করছি অথচ পূর্বের যুগে এমনটি ছিলোনা। (**ফাতহুল বারী**)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সময় কাছাকাছি হয়ে যাবে । ফলে বৎসরকে মাসের মত মনে হবে । মাসকে সপ্তাহের মত মনে হবে । সপ্তাহকে এক দিনের মত মনে হবে । দিনকে এক ঘণ্টার মত মনে হবে । এক ঘণ্টাকে বাতাসে উড়ে যাওয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত মনে হবে।" (**মুসনাদে আহমদ-১০৯৫৬/তিরমিযী-২৩৩২**) কেউ কেউ এখানে - মানুষের আয়ু হ্রাস পাওয়া উদ্দেশ্য বলেছেন ।

৬২. জনকল্যাণ বিষয়ে নগণ্য ব্যক্তিদের বাক্যালাপ-

নিয়ম তো হচ্ছে, রাষ্ট্র এবং জনগণের বিষয়ে শুধু জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই কথা বলবে। কিন্তু শেষ জমানায় জ্ঞানীদের অভাবে গণ্ডমূর্খরা জনকল্যাণ নিয়ে কথা বলবে ।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "(কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে) প্রতারণার যুগ আসবে, মিথ্যুককে তখন সত্যবাদী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী প্রচার করা হবে । ঘাতককে বিশ্বস্ত আর বিশ্বস্তকে ঘাতক মনে করা হবে । জনগণের বিষয়ে তখন নির্বোধ গণ্ডমূর্খরা কথা বলতে থাকবে।" (**তাবারানী-১২৩**)

নির্বোধ গণ্ডমূর্খরা জ্ঞানীদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। ফলে ক্ষমতা এবং শাসনকার্য সম্পূর্ণ তাদের হাতে থাকবে, যেমনটি বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি । জনকল্যাণ ও বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে সবসময় জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞদেরকেই প্রাধান্য দিতে হবে ।

৬৩. পৃথিবীর সবচে' সুখী ব্যক্তি "লুকা বিন লুকা"

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পৃথিবীর সবচে' সুখী ব্যক্তি হবে "লুকা বিন লুকা"। (**তাবারানী-৭১১**) আরবীতে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে 'লুকা' বলা হয়। নির্বোধ ও গণ্ডমূর্খ অর্থ বুঝানোর জন্য এর ব্যবহার বেশি হয়। এ কারণেই দুশ্চরিত্রা, খারাপ ও নষ্টা মহিলার ক্ষেত্রেও 'লুকা'-এর প্রয়োগ ঘটে। শেষ জমানায় এ রকম দুশ্চরিত্র ব্যক্তি -গাড়ী, বাড়ী, ধন সম্পদ, মর্যাদা এবং প্রভাব- প্রতিপত্তিতে সবচে' সুখী ব্যক্তি গণ্য হবে । হালাল-হারাম যাচাই না করে সব ধরনের সোর্স থেকে উপার্জন করবে।

৬৪,৬৫,৬৬. মোহরের মূল্য বৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস, অশ্বের মূল্য বৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস

খারেজা বিন সালত বারজামী বলেন, "নামাযের উদ্দেশ্যে আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের সাথে ঘর থেকে বের হলাম । ইমাম তখন রুকুতে ছিলেন, আমরা রুকু করলাম। অতঃপর গিয়ে মুসল্লীদের সাথে কাতারে শরীক হলাম। তখন এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ'র পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় "আস সালামু আলাইকুম হে আবু আব্দুর রহমান" বলল। উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহু আকবার! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন!" নামায শেষে আমরা বললাম, "ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদানকে কেন্দ্র করেই হয় আপনি তা বলেছিলেন!! বললেন- হ্যা....! আমি নবী করীম সা.-কে বলতে শুনেছি "কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে-

- মসজিদকে পারাপারের পথ হিসেবে ব্যবহার
- ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদান
- ব্যবসায় স্বামীর সাথে স্ত্রীর অংশগ্রহণ
- মুহরের মূল্য বৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস
- এবং অশ্বের মূল্য বৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস একবার হ্রাস পেলে কেয়ামত অবধি আর মূল্য বৃদ্ধি হবে না।" (**মুস্তাদরাকে হাকিম- ৮৩৭৯/তাবারানী-৯৪৮৭**)

৬৭. বাজার ও দোকানপাট কাছাকাছি হয়ে যাবে-

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ফেতনাসমূহ প্রকাশ পায়, মিথ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং বাজারসমূহ নিকটবর্তী হয়ে যায়।" (**মুসনাদে আহমদ-১০৭৩৫**)

শেখ আব্দুল আজীজ বিন বায রহ. হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন-"সম্প্রতি আধুনিক সড়ক, পরিবহন ও বিমান আবিষ্কারের ফলে দূর দূরান্তের শহরগুলি নিকটবর্তী হয়ে গেছে । যাতায়াত ও ভ্রমণের জন্য এখন আর পূর্বের মত কষ্ট করতে হয় না । এক ঘণ্টার ব্যবধানেই এক দেশ অন্য দেশে যাওয়া যায় । হাদিসে কাছাকাছি হওয়ার অর্থ এভাবেই করা যেতে পারে ।

৬৮. মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সকল বিধর্মী রাষ্ট্রের একক অবস্থান

ছাউবান রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "প্লেট সামনে রেখে যেমন এরে অপরকে খাদ্যের জন্য ডাকাডাকি করে, ঠিক তেমনি সকল বিধর্মী জাতি মুসলমানদের নিঃশেষ করতে একে অপরকে ডাকাডাকি করবে । "সেদিন কি আমরা সংখ্যায় কম থাকব হে আল্লাহর রাসূল?" জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন, না। সংখ্যায় তোমরা অনেক থাকবে। তবে স্রোতের আবর্জনার মত । শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের

আতঙ্ক উঠিয়ে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে এক প্রকার লাঞ্ছনা গেঁথে দেবেন। লাঞ্ছনা কী? জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি বিতৃষ্ণা।" (**আবু দাউদ-৪২৯৯/মুসনাদে আহমদ-২২৪৫০**),

বর্তমান সময়ে সকল কুফুরী মতবাদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী অবস্থান নিয়েছে। মুসলমানদের চেহারায় আজ লাঞ্ছনা আর অসহায়ত্বের ছাপ। সংখ্যায় কম বলে..?! না..। সংখ্যায় প্রায় দেড়শ কোটি। পৃথিবীর একচতুর্থাংশ জনগোষ্ঠী। কিন্তু স্রোতের আবর্জনার মত তারা আজ বিক্ষিপ্ত। বিধর্মীদের অন্তরে আজ মুসলমানদের আতঙ্ক নেই । ইসলাম ও মুসলমানকে তারা আজ অবহেলা ও তিরস্কারের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে।

৬৯. নামাজের ইমামতি নিয়ে মুসল্লীদের ধাক্কাধাক্কি

ছালামা বিনতে হুর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে, নামাযের সময় মুসল্লীরা ইমাম নির্ধারণে ধাক্কাধাক্কি করবে । বিশুদ্ধ কুরআন পাঠ জানে -এমন কাউকে পাওয়া যাবে না ।" (**আবু দাউদ- ৫৮১/মুসনাদে আহমদ -২৭১৮২**)

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন, "এমন এক জমানা আসবে, যখন মানুষ মসজিদে সমবেত হয়ে নামায আদায় করবে । তাদের মধ্যে একজন মুমিনও পাওয়া যাবে না। (**মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৩৬৫**)

৭০. মুমিনের সত্য স্বপ্ন

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "আমার মৃত্যুর পর সুসংবাদ ছাড়া নবুয়তের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। সুসংবাদ কী? জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- মুমিনের সত্য-স্বপ্ন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে দেখানো হবে।" (**মুসনাদে আহমদ ২৩৮৪৬**)

সুসংবাদবাহী মুমিনের সত্য-স্বপ্ন কেয়ামত ঘনিয়ে আসার নিদর্শন। বিশৃঙ্খলা ও সঙ্কট যতই গভীর হতে থাকবে, ততই তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে থাকবে । নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত যখন সন্নিকটে এসে যাবে, মুসলমানের স্বপ্ন তখন খুব কমই মিথ্যা হবে । কথায় যে বেশি সত্যবাদী, স্বপ্নেও সে অধিক সত্যবাদী বলে বিবেচিত হবে । মুসলমানের স্বপ্ন নবুয়তের পয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ। স্বপ্ন তিন প্রকার-

- আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ বাহক সু-স্বপ্ন
- অভিশপ্ত শয়তান কর্তৃক দুঃস্বপ্ন
- ব্যক্তিগত কর্ম অনুযায়ী স্বপ্ন তোমাদের কেউ যদি স্বপ্নে খারাপ ও ভয়ঙ্কর কিছু দেখে, সাথে সাথে উঠে যেন সে বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করে। দুঃস্বপ্নের বিবরণ কাউকে শুনানো থেকে বিরত থেকো! স্বপ্নে পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় বন্দি থাকতে দেখা ভাল লক্ষণ । কিন্তু উভয় হাত ঘাড়ের পেছনে বাঁধা অবস্থায় দেখা খারাপ লক্ষণ। শিকল পায়ে বন্দি থাকার ব্যাখ্যা হবে, দ্বীনের উপর অবিচল থাকা ।" (**মুসনাদে আহমদ-১০৫৯৮, মুসলিম-৬০৪২**)

হাফেয ইবনে হাজার রহ. হাদিসের ব্যাখ্যায় লেখেন, "শেষ জমানায় মুমিনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না" এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, স্বপ্নগুলো সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তবসম্মত হবে। মিথ্যা বা সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। বাস্তবসম্মত হওয়ায় মুমিনের কাছে স্বপ্নটি সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়বে। শেষ জমানায় মুমিন অপরিচিত (গরিব) থাকবে, যেমনটি হাদিসে এসেছে, "অপরিচিত অবস্থার মধ্য দিয়ে ইসলামের সূচনা । অচিরেই ইসলাম

আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে।" সত্য-স্বপ্নই হবে তখন মুমিনের একমাত্র সম্বল। সত্য-স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাকে সুসংবাদ দেবেন। দ্বীনের উপর দৃঢ়- অবিচল থাকতে সাহায্য করবেন।" (**ফাতহুল বারী১২/৪০৬**)

৭১. মিথ্যার ব্যাপক প্রচার প্রসার

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "শেষ জমানায় প্রচুর মিথ্যুক দাজ্জালদের আবির্ভাব ঘটবে । কখনোই তোমাদের কানে পৌঁছেনি, এমন কথা তারা বর্ণনা করবে। তাদের থেকে তোমরা বেঁচে থেকো। অন্যথায় পথভ্রষ্ট করে তারা তোমাদেরকে ফেতনায় নিক্ষেপ করে দেবে।" (মুসলিম-১৬)

জাবের বিন ছামুরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে কতিপয় মিথ্যুকদের আগমন ঘটবে, তাদের থেকে তোমরা নিরাপদ দূরত্বে থেকো! (**মুসলিম-৪৮১৫**)

৭২. পরষ্পর হিংসা বিদ্বেষ

হুযায়ফা রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা.-এর কাছে একবার "কেয়ামত কখন?" জিজ্ঞেস করা হলে বলতে লাগলেন, "কেয়ামতের প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ-ই ভাল জানেন । মূল-সময়ে আল্লাহ ছাড়া কেউ এর প্রকাশ ঘটাতে পারবে না। তবে কেয়ামতের কিছু নিদর্শন তোমাদের বলে যাচ্ছি, ফেতনা এবং সংঘাত ব্যাপক হারে ঘটতে থাকবে। সংঘাতের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন, হত্যাযজ্ঞ এবং পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ বেড়ে যাবে। ফলে কেউ কাউকে চিনবে না।" (**মুসনাদে আহমদ-২৩৩৫৪**)

৭৩. অধিক হারে ভূ-কম্পন

অধিক হারে ভূ-কম্পন কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন ।

যেমন, আবু মুছা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী বলেন, "আমার উম্মত অনুগ্রহপ্রাপ্ত। আখেরাতে তাদের কোন শাস্তি নেই। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, অধিক ভূ-কম্পন ও ফেতনাসমূহের মাধ্যমে শাস্তির পালা তাদের দুনিয়াতেই শেষ ।" (**মুসনাদে আহমদ ১৯৭৬৭/মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৩৭২**)

-অথবা অপরাধপ্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় শাস্তি স্বরূপঃ যেমন, **আবু হুরায়রা রা**. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না (দ্বীনের) জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হয় এবং অধিক হারে ভূ-কম্পন সৃষ্টি হয়।" (**বুখারী-৯৮৯**) আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "ওহে ইবনে হাওয়ালা! যখন জেরুজালেমে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা হয়েছে - দেখতে পারে, (মনে রেখো) তখন অধিক ভূ-কম্পন, আসমানী বিপদাপদ এবং কেয়ামতের বৃহত্তম নিদর্শনাবলী প্রকাশের সময় কাছিয়ে

গেছে। (সাহাবীর মাথার উপরে হাত নিয়ে। নবীজী বলেন,) কেয়ামত তখন তোমার মাথা থেকে আমার হাত অপেক্ষা মানুষের অধিক নিকটে ।" (**আবু দাউদ ২৫৩৭**)

৭৪,৭৫- পুরুষ হ্রাস, মহিলা বৃদ্ধি

কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে পুরুষ হ্রাস পাওয়া এবং নারী জাতি বৃদ্ধি পাওয়া। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে অধিক সংঘাত ও হত্যাযজ্ঞের দরুন পুরুষ নিঃশেষ হতে থাকবে। কেউ কেউ বলেছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অধিক হারে মুসলমানদের বিজয় উদ্দেশ্য। বন্দী হিসেবে তখন প্রচুর দাসী তাদের হস্তগত হবে ।

ইবনে হাজার রহ. বলেন, "হাদিসের বাহ্যিক অর্থে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, অন্য কোন কারণে নয়; কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে এমনিতেই আল্লাহ পুত্র-সন্তান জন্মের হার কমিয়ে কন্যা-সন্তান বাড়িয়ে দিবেন।" (**ফাতহুল বারী-১/১৩৩**) আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে-

- দ্বীনের) জ্ঞান উত্তোলন
- (দ্বীনের ব্যাপারে) ব্যাপক মূর্খতা প্রকাশ
- মদ্য-পান
- (যিনা) ব্যাভিচার ব্যাপকতা লাভ
- পুরুষ হ্রাস এবং
- মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি । এক পর্যায়ে পঞ্চাশ জন মহিলার দায়ভার একজন পুরুষ গ্রহণ করবে।" (**মুসলিম-৬৯৫৭**)

৭৬. ব্যাপক ও খোলাখুলি অশ্লীলতা-

কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে গান-বাজনা, মদ্যপান এবং কু-প্রবৃত্তি পূরণের মাধ্যমগুলো সহজ ও ব্যাপক হয়ে যাবে। এমনকি দিনে দুপুরে রাস্তাঘাটে যুবক-যুবতী যৌনাচারে লিপ্ত হবে।

প্রথমতঃ ব্যাভিচার প্রকাশ পাবে

দ্বিতীয়তঃ লুকিয়ে নয়; ব্যাপক ও খোলাখুলি যৌনাচার চোখে পড়বে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে-

- এমন কেউ থাকবে না, যার প্রতি আল্লাহর কোন প্রয়োজন আছে (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে যার সামান্য মূল্য আছে)
- রাস্তাঘাটে খোলামেলা যৌনাচার চোখে পড়বে, বাঁধা দেয়ার কেউ সে কালের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি সেই যে সাহস করে বলবে, রাস্তা থেকে সরে গিয়ে একটু আড়ালে যদি এই কাজ করতে!! সে কালে সে-ই এ কালে তোমাদের আবু বকর-উমর সদৃশ।" (**মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৫১৬**)

৭৭. কুরআন পড়ে বিনিময় গ্রহন-

কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে একদল ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যারা জনসমাবেশে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পয়সা উপার্জনের লক্ষে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করবে। একদা প্রখ্যাত সাহাবী ইমরান বিন হুছাইন রা. মানুষের সামনে কুরআন পাঠে লিপ্ত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কুরআন পাঠ শেষে ব্যক্তিটি লোকদের কাছে কিছু মাল চাইলে তিনি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ূন- বলে উঠলেন। বলতে লাগলেন, আমি নবী করীম সা.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ল, এর বিনিময় সে যেন একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থণা করে। কারণ, অচিরেই একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা কুরআন পড়ে মানুষের কাছে বিনিময় আশা করবে।" (**মুসনাদে আহমদ-১৯৮৯৮**)

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, একদা আমরা কুরআন পাঠে লিপ্ত ছিলাম, আমাদের মধ্যে আরব-অনারবের সংমিশ্রণ ছিল। নবী করীম সা. আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "শ্রেষ্ঠ কাজ! পড়তে থাকো! (আর মনে রেখো!) অচিরেই একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা সুমধুর কণ্ঠে কুরআন পড়ার চেষ্টা করবে। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়াতেই তারা এর বিনিময় আশা করবে।" (**আবু দাউদ- ৮৩০**)

৭৮. দেহে মাংসলতা ও স্থূলতা বৃদ্ধি-

ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ। এরপর আমার সাহাবীদের যুগ। এরপর তৎপরবর্তীদের যুগ। এরপর এমন লোকদের আবির্ভাব হবে, যারা বিনা সাক্ষ্য কামনায় সাক্ষ্য দিবে। বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তাদের কাছে আমানত রাখা হবে না। মানত করেও পূরণ

করবে না। তাদের দেহে মাংসলতা ও স্থূলতা প্রকাশ পাবে।” (**বুখারী-৩৪৫০/মুসলিম-৬৬৩৮**)

রকমারি সুস্বাদু খাবার এবং অত্যাধুনিক সব হোটেল-রেস্তোরা গড়ে উঠার ফলে হয়ত মানুষের দেহে স্থূলতা দেখা দেবে। দৈহিক পরিশ্রমের ক্ষেত্র কমে যাবে। অত্যাধুনিক যানবাহন আবিস্কারের ফলে যাতায়াতে কষ্ট হবে না। এভাবেই ছোট-বড় সকলের দেহে মাংসলতা দেখা দেবে। আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশিত জরিপমতে- পৃথিবীর এক- ষষ্ঠাংশ মানুষ আজ অতিরিক্ত মেদ সমস্যায় জর্জরিত।

৭৯,৮০- বিনা সাক্ষ্য কামনায় সাক্ষ্য প্রদান, মানত করে অপূরন-

উপরোক্ত হাদিসেই এর বিবরণ গত হয়েছে... এরপর এমন লোকদের আবির্ভাব হবে, যারা বিনা সাক্ষ্য কামনায় সাক্ষ্য দিবে। বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তাদের কাছে আমনত রাখা হবে না। মানত করেও পূরণ করবে না। তাদের দেহে মাংসলতা ও স্থূলতা প্রকাশ পাবে।” দ্বীন নিয়ে অবহেলা, দুর্বল ঈমান এবং আল্লাহর ভয় অন্তরে হ্রাস পাওয়ায় এ জাতীয় ঘটনা বহুল পরিমাণে ঘটতে থাকবে।

৮১. সবল দুর্বলকে খেয়ে ফেলবে-

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, “হে আয়েশা! তোমার গোত্র সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে।” বলতে বলতে নবী করীম সা. একদা আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। বসার পর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার প্রাণ কুরবান- ঘরে ঢুকেই আপনি এমন হৃদয়বিদারক কথা বললেন? নবীজী বললেন, হ্যাঁ! বললাম, এটা কেন হবে? বললেন, কারণ, মৃত্যু তাদেরকে চারদিক থেকে গ্রাস করে ফেলবে। সবাই তাদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করবে। বললাম, সে সময় মানুষের অবস্থা কেমন হবে? বললেন, ঘাসফড়িংয়ের

ন্যায় সবলরা দুর্বলদের খেয়ে ফেলবে । কেয়ামত পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে।” **(মুসনাদে আহমদ ২৪৬৪০)** নবীজীর মৃত্যুর পরপরই মহা ফেতনা এসে উম্মতকে গ্রাস করে ফেলবে, সবলরা দুর্বলদের চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে, এ ইঙ্গিতই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ।

৮২. আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানে অবহেলা

মুসলমানদের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ফরয। আল্লাহ পাক বলেন, “যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।” (**সূরা মায়েদা-৪৪**)

শেষ জমানায় ইসলামের মৌলিক সিড়িগুলো এক এক করে ভেঙ্গে পড়বে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে কুরআনের শাসন। আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “অবশ্যই ইসলামের স্তম্ভগুলো একে একে ভেঙ্গে পড়বে। একটি ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষ অপর স্তম্ভকে ধরে ফেলবে। সর্বপ্রথম ভাঙবে- কুরআনের শাসন, সর্বশেষে নামায।" (**মুসনাদে আহমদ ২২২১৪/তাবারানী-৭৪৮৬**)

৮৩. রোমান (খৃষ্টান) আধিক্য এবং আরব হ্রাস

রোমান (রোম) বলতে বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকা উদ্দেশ্য । আসফার বিন রূম বিন ঈসু বিন ইসহাক বিন ইবরাহীম আ.-এর নামানুসারে এদেরকে রোমান (বা রোমক) বলা হয় । হাদিসে এদেরকে “বনুল আসফার” বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। মুস্তাওরাদ ফাহরী থেকে বর্ণিত, একদা তিনি আমর ইবনুল আস রা.-এর সামনে বলতে লাগলেন, কেয়ামতের পূর্বমূহূর্তে রোমক সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে । আমর ইবনুল আস বললেন, ভেবে চিন্তে কথা বল! মুস্তাওরাদ বললেন, নবী করীম সা. থেকে আমি যেমন শুনেছি, তেমনই বলছি। তখন আমর বলতে লাগলেন, তবে এটাও শুনে রাখ! রোমকদের মধ্যে চারটি ভাল গুণও রয়েছে- (১) পতনের পর দ্রুত উঠে আসে, (২) দরিদ্র, মিসকীন এবং দুর্বলদের সহায়তায় তারা আগেভাগে এগিয়ে আসে, (৩) ফেতনার সময় তারা দৃঢ় অবিচল থাকে, (৪) রাজা-বাদশাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে । শেষোক্তটি সর্বোৎকৃষ্ট।” (**মুসলিম-৭৪৬১**) উম্মে শুরাইক রা. নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছেন, “দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার লক্ষে মানুষ দূরের পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিবে। উম্মে শুরাইক বললেন, আরব জাতি সেদিন কোথায় থাকবে হে আল্লাহর রসূল? উত্তরে বললেন, তারা তো সেদিন যৎসামান্য।

৮৪. ধন সম্পদের প্রাচুর্যতা-

নবী করীম সা. প্রায়ই সাহাবাদেরকে অভাব- অনটন দূর হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী শুনাতেন । বলতেন, “কেয়ামতের সন্নিকটে ধন সম্পদের প্রাচুর্য ঘটবে, এক পর্যায়ে যাকাত গ্রহণের লোক পাওয়া যাবে না। কাউকে যাকাত নিতে বললে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবে ।”

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে ধন সম্পদের প্রাচুর্য ঘটে, তখন সাদাকা দেয়ার উদ্দেশ্যে কেউ কাউকে আহবান করলে সে বলবে যে, আমার কোন টাকার দরকার নেই ।" (**বুখারী-১৩৪৬/মুসলিম-২৩৮৭**)

আবু মুছা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “এমন এক জমানা আসবে, যখন সাদাকার স্বর্ণ নিয়ে মানুষ ঘুরাঘুরি করবে, কোন গ্রাহক পাবে না।” (**বুখারী-১৩৪৮/মুসলিম-২৩৮৫**)

৮৫. ভূ-পৃষ্ঠের সকল রত্ন-ভাণ্ডার উন্মোচন

ধনৈশ্বর্যের প্রাচুর্যের পাশাপাশি ভূ-পৃষ্ঠ-ও সকল খনিজ সম্পদ এবং রত্ন-ভাণ্ডার প্রকাশ করে দেবে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “ভূ-পৃষ্ঠ সুবিশাল (রাজকীয় প্রাসাদের) স্তম্ভ-সদৃশ গচ্ছিত স্বর্ণ-রূপার সকল রত্ন-ভাণ্ডার উন্মোচন করে দেবে। খুনি বলবে, একে পাওয়ার জন্যই আমি খুন করেছি। সম্পর্কচ্ছেদকারী বলবে, একে পাওয়ার জন্যই আমি সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। চোর বলবে, এর জন্যই আমার হাত কাটা গেছে। এভাবেই পরস্পর ঝগড়া করতে থাকবে। কেউ কিছু নিতে পারবে না।” (**মুসলিম-২৩৮৮**)

৮৬, ৮৭, ৮৮- ভূমিধ্বস, রূপবিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি-

শেষ জমানায় এ ধরনের শাস্তি কতিপয় ব্যক্তিদের উপর আবর্তিত হবে । ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “এই উম্মতের মধ্যে ভূমিধ্বস, রূপবিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি ঘটবে । এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, এরকম শাস্তি কখন আসবে? নবীজী বললেন, যখন গান- বাদ্য এবং অশ্রীল নর্তকীদের আবির্ভাব হবে।” (**তিরমিযী-২২১২**)

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ হ্রাস পাওয়ার ফলে মাত্রাতিরিক্ত হারে অপরাধ বিস্তার ঘটবে। আর তখনই উল্লেখিত শাস্তিগুলো ঘটতে থাকবে।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "শেষ জমানার উম্মতের মধ্যে ভূমিধ্বস, রূপবিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি আবর্তিত হবে । বললাম, সৎ মানুষ থাকতেও আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? নবীজী বললেন, অপরাধ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেলে তাই হবে।" (**তিরমিয়ী-২১৮৫**)

তকদীরে অবিশ্বাসী একদল নাস্তিক এবং কুসংস্কারী কিছু যিন্দীক-এর উপরও উপরোক্ত তিন ধরনের শাস্তি আবর্তিত হবে বলে নবী করীম সা. ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। নাফে' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.-এর কাছে বসা ছিলাম । এক ব্যক্তি এসে বলল, অমুক (শামের একজন ব্যক্তি) আপনাকে সালাম জানিয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন উমর বললেন, শুনেছি, সে নতুন কোন কুসংস্কার আবিস্কার করেছে। যদি তাই হয়, তবে তাকে গিয়ে আমার সালাম বলবে না। নবী করীম সা.-কে আমি বলতে শুনেছি- "সংস্থার যিন্দীক এবং তকদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের উপর ভূমিধ্বস ও পাথর বর্ষণের শাস্তি আবর্তিত হবে। (**মুসনাদে আহমদ-৬২০৮**) অপর হাদিসে, কাবা শরীফে আশ্রিত (ইমাম মাহদী)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসা বিশাল নামধারী মুসলিম বাহিনীকে-ও পুরোপুরি মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে ।

বুকাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সা.-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, “বিশাল কোন বাহিনী আশপাশে কোথাও ধ্বসে গেছে বলে যখন সংবাদ পাবে, (মনে রেখো!) তখন কেয়ামত সন্নিকটে এসে গেছে।” (**মুসনাদে আহমদ- ২৭১৭৩**) অর্থাৎ মদিনার সন্নিকটেই ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটবে । উক্ত বাহিনীর আলোচনা সামনে আসবে ইনশাল্লাহ।

৮৯. সকল জনপদকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় -এমন বৃষ্টি-

কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে -এমন বর্ষণ, যা মাটি ও পাথরে নির্মিত সকল স্থাপনা ভাসিয়ে নেবে। তবে উটের জন্য নির্মিত কাপড়ের ছোট তাঁবু নিস্তার পেয়ে যাবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আকাশ থেকে এমন বৃষ্টি বর্ষিত হয়, যা থেকে চাদরে নির্মিত ঘর (তাঁবু) নিস্তার পেলেও পাথর নির্মিত সুবিশাল ঘরবাড়ি নিস্তার পাবে না।" (**মুসনাদে আহমদ- ৭৫৫৪**)

৯০. ফসলহীন অতিবৃষ্টি-

কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, ফসলাদি উৎপন্ন করে না -এমন প্রবল বর্ষণ।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে আকাশ থেকে অবিরাম বর্ষণ হবে, কিন্তু তা থেকে সামান্য ফসলও অঙ্কুরিত হবে না।" (**মুসনাদে আহমদ-১২৪৫২**)

কোন সন্দেহ নেই- ভূ-পৃষ্ঠের বরকত নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এরকম ঘটবে। যেমনটি নবী করীম সা. বলেছেন, "বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া দুর্ভিক্ষ নয়; বরং অবিরাম বর্ষণ সত্ত্বেও জমিনে ফসল না ফলানো দুর্ভিক্ষ।" (**মুসনাদ আহমদ-৮৪৯২**)

৯১. পুরো আরব বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে - এমন ফেতনা-

কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, পুরো আরব বিশ্বে এমন ভয়াবহ সংঘাতের সৃষ্টি হবে, যদ্দরুন মাত্রাতিরিক্ত হত্যা-ঘটনা ঘটতে থাকবে। (**মুসনাদে আহমদ-৬৯৮০/আবূ দাউদ-৪২৬৭/তিরমিযী-২১৭৮**)

পার্থিব অর্জন কিংবা ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে লড়াই করে নিহত হয়েছে বলে সকলেই জাহান্নামে যাবে। ফেতনার সময় বিধর্মীদের প্রচারিত কোন তথ্য বিশ্বাস করা কিংবা আগত তথ্যকে বিনা যাচাইয়ে অন্যের কাছে বর্ণনা করা থেকেও সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "এমন ফেতনা সৃষ্টি হবে, যা পুরো আরব বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে। নিহত সকলেই জাহান্নামে যাবে। তরবারীর তুলনায় মুখের কথা তখন বেশি প্রতিক্রিয়াশীল।

৯১,৯২,৯৩- ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাথর ও বৃক্ষকুল মুসলমানদের সাহায্যে কথা বলবে-

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "ইহুদীদের সাথে তোমাদের লড়াই হবে। তাদেরকে তোমরা ছত্রভঙ্গ করে দিলে পাথর ও বৃক্ষকুল তোমাদের ডেকে বলতে থাকবে, ওহে মুসলিম! আমার পেছনে ইহুদী লুকিয়েছে, এসো! একে হত্যা কর!" (**বুখারী-৩৩৯৮/মুসলিম-৭৫২২**)

পাথর ও বৃক্ষকূলের বাক্যালাপ কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন। তবে গারকাদ বৃক্ষ - ইহুদীদের রোপিত হওয়ায় কোন কথা বলবে না। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে ইহুদীদেরকে হত্যা করা হবে। কোন ইহুদী পালিয়ে গাছ বা পাথরের পেছনে হাদিসে বর্ণিত সেই 'গারকাদ' বৃক্ষ আত্মগোপন করলে সেই গাছ বা পাথর মুসলমানকে ডেকে বলতে থাকবে, ওহে মুসলিম! ওহে আল্লাহর বান্দা! আমার পেছনে ইহুদী লুকিয়েছে, এদিকে এসো! একে হত্যা কর! তবে গারকাদ বৃক্ষ একথা বলবে না। কারণ, তা ইহুদীদের বৃক্ষ (**মুসলিম- ৭৫২৩**)

হ্যাঁ...। বাস্তবেই বৃক্ষ সেদিন কথা বলবে। আল্লাহ পাক জড়বস্তুদের দিয়ে কথা বলাবেন। এটাই কেয়ামত ঘনিয়ে আসার নিদর্শন। নাহিক বিন ছুরাইম রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "মুশরেকদের সাথে তোমরা অবশ্যই যুদ্ধ করবে। তোমাদের অবশিষ্ট বাহিনী সেদিন জর্ডান নদীর তীরে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমরা পূর্বদিকে আর দাজ্জালবাহিনী পশ্চিমদিকে থাকবে।"বর্ণনাকারী নাহিক বলেন, প্রথম যেদিন রাসূলের মুখ থেকে হাদিসটি শুনেছিলাম, সেদিন -জর্ডান কোথায় জানতাম না। উপরোক্ত হাদিসে নদী বলতে জর্ডান এবং অধিকৃত ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী উপসাগর উদ্দেশ্য।

৯৫. ফোরাত নদী থেকে স্বর্নের খনি প্রকাশ-

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ফোরাত নদী থেকে স্বর্ণের খনি প্রকাশ হবে। স্বর্ণ দখলের লোভে সবাই সেখানে যুদ্ধ করতে থাকবে। ৯৯% যোদ্ধাই সেখানে নিহত হয়ে যাবে। বেঁচে থাকা প্রত্যেকেই মনে করবে আমি-ই শুধু বেঁচে আছি।" (**মুসলিম-৭৪৫৪**)

অপর বর্ণনায়, "তোমাদের মধ্যে যারা তখন বেঁচে থাকে, কেউ যেন ওখান থেকে কিছু গ্রহণ না করে।" (**বুখারী-৬৭০২/মুসলিম-৭৪৫৬**)

উবাই বিন কা'ব রা. বলেন, দুনিয়ার পেছনে মানুষ সবসময় ছুটাছুটি করবে। নবী করীম সা.-কে আমি বলতে শুনেছি, "অচিরেই ফুরাত নদীতে স্বর্ণের ভাণ্ডার প্রকাশ পাবে, শুনা মাত্রই সবাই সেখানে চলে যাবে।

স্থানীয় লোকেরা বলবে, ব্যবস্থা না নিলে সবটুকু স্বর্ণ-ই মানুষ দখল করে নিয়ে যাবে। ফলে তারাও সেখানে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। ৯৯% যোদ্ধা-ই সেখানে নিহত হয়ে যাবে।" (**মুসলিম-৭৪৫৮**)

৯৬. হারাম কাজ কর, নয়ত বিদায় হও

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন, "এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষকে হারাম কিংবা বিদায়- কোন একটিকে বেছে নিতে বাধ্য করা হবে । তোমরা যারা সেদিন বেঁচে থাকো, বিদায়কে হারামের উপর প্রাধান্য দিয়ো!" (**মুসনাদে আহমদ-৭৭৩০**)

৯৭. আরব উপদ্বীপ সুউচ্চ বাগিচা এবং নদীনালা পূর্ণ হয়ে উঠবে-

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আরবের ভূমি বৃক্ষলতা এবং নদীতে ভরে উঠবে। যতক্ষণ না সুদূর ইরাক থেকে মক্কা নগরী পর্যন্ত মানুষ ভ্রমণ করবে, পথিমধ্যে পথ হারানো ব্যতীত কোন ভয় থাকবে না। যতক্ষণ না সংঘাত বেড়ে যাবে। সংঘাতের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন, হত্যাযজ্ঞ।" (**মুসনাদে আহমদ-৮৮১৯**)

একই বর্ণনাকারীর অপর হাদিসে নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে। না, যতক্ষণ না ধন-সম্পদ ছেয়ে যাবে। যাকাত দিতে গেলে গ্রহিতা পাওয়া দুস্কর হবে। যতক্ষণ না আরব্য ভূমি বৃক্ষলতা ও নদীতে ভরে উঠবে।" (**মুসলিম-২৩৮৬**) মুয়ায বিন জাবাল রা. বলেন, তাবুক যুদ্ধের বছর আমরা নবী করীম সা.-এর সাথে বের হলাম। (ভ্রমণকালে) নবীজী দুই নামাযকে একত্রে পড়তেন । জুহর-আসর এবং মাগরিব-এশা একত্রে পড়ে নিতেন। যথারীতি বের হয়ে নবীজী জুহুরের নামায কিছুক্ষণ দেরী করে জুহর- আসর একত্রে পড়ে নিলেন। মাগরিবের সময় হলে মাগরিব-এশা একত্রে পড়ে নিলেন। অতঃপর বললেন, আগামীকাল ইনশাল্লাহ তোমরা তাবুকের (ঐতিহাসিক) ঝর্ণার কাছে পৌঁছে যাবে। প্রভাত-রবি উদ্ভাসিত হওয়ার আগে সেখানে পৌঁছতে পারবে না । আমি না পৌঁছা পর্যন্ত ঐ ঝর্ণার পানি তোমরা পান করো না! অতঃপর যথাসময়ে আমরা ঝর্ণার কাছে এসে পৌঁছালাম। আমাদের আগেই দু-জন এসে পৌঁছেছিল। ঝর্ণাটি জুতার ফিতার ন্যায় সরু ছিল। খুবই স্বল্প পানি সেখান দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। নবীজী এসে "তোমরা কেউ পানি স্পর্শ করেছো?" জিজ্ঞেস করলে ঐ দু'জন বলল, জ্বি হ্যাঁ..!! নবীজী তখন রাগত স্বরে তাদেরকে কিছু কটু কথা বললেন। অতঃপর সবাই ঝর্ণা থেকে অঞ্জলি ভরে একটু একটু করে পানি এনে এক-পাত্রে জমা করলেন। নবীজী পাত্রের পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে পানিকে পুনরায় ঝর্ণার প্রবাহ-পথে

রেখে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল স্রোতের মত পানি আসতে লাগল । আমরা সকলেই সেখান থেকে পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। অতঃপর নবী করীম সা. বললেন, ওহে মুয়ায! আয়ু থাকলে ভবিষ্যতে এই স্থানকে তুমি বাগ-বাগিচায় পূর্ণ দেখতে পাবে।" (**মুসলিম-৬০৮৬**)

৯৮,৯৯,১০০- আহলাছ, সচ্ছলতা এবং অন্ধকার ফেতনা

ভয়াবহ তিনটি ফেতনা –মুসলমানদেরকে গ্রাস করবে বলে নবী করীম সা. সতর্ক করে গেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন, "আমরা নবী করীম সা.-এর দরবারে বসা ছিলাম । নবীজী অধিক হারে ফেতনাসমূহের বিবরণ শুনাচ্ছিলেন । এক পর্যায়ে আহলাদের ফেতনার কথা বললেন । এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আহলাছের ফেতনা কী? নবীজী বললেন, পলায়ন আর যুদ্ধ-বিগ্রহের ফেতনা। অতঃপর সচ্ছলতার ফেতনা, যার ধূম্র (ধোঁয়া) আমার পরিবারস্থ দারীকারী ব্যক্তির পদনিচ থেকে সৃষ্টি হবে । মনে মনে ভাববে, সে আমার খুব কাছের । অবশ্যই নয় । শুধু খোদাভীরুগণই আমার বন্ধু । অতঃপর পাঁজরের হাড় যেমন নিতম্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তেমনি সবাই একজন ব্যক্তির দিকে ঝুঁকে পড়বে (নেতা হিসেবে মেনে নেবে)। এরপর অন্ধকার ফেতনা । ফেতনাটি প্রতিটি মুসলমানের গালে চপেটাঘাত করবে । যখনি বলা হবে, শেষ, তখনি আরো বেড়ে যাবে। সে কালে সকালে ব্যক্তি মুমিন থাকবে আর বিকালে কাফের হয়ে যাবে । শেষ পর্যন্ত মানুষ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে- (১) ঈমানের দল, যাতে কোন কপটতা থাকবে না। (২) নেফাকের দল, যেখানে কোন ঈমান থাকবে না। এরকম ঘটতে দেখলে ঐ দিন বা পরের দিন দাজ্জাল প্রকাশের অপেক্ষা কর ।" (**আবু দাউদ-৪২৪৪**)

১০১. একটি মাত্র সেজদা সারা দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, " সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত। অচিরেই ঈসা বিন মারয়াম- ন্যায়বান শাসকরূপে তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন। ক্রুস ভোগে দেবেন। শুকর ইত্যা করাবেন। জিয়া (টেক্স)-র বিধান রহিত করবেন। তাঁর জমানায় চারিদিকে ধন- সম্পদের জন্ম-জ্যাকার হবে। একটি মাত্র সেজদা তখন সারা দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে।" অতঃপর আবু হুরায়রা নিম্নোক্ত আয়াতটুকু পাঠ করলেন- "আর আহলে- কিতাব (খৃষ্টান)দের মধ্যে যত শ্রেণি রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে।" (**সূরা নিসা-১৫৯, বুখারী-৩২৩৪, মুসলিম- ৪০৭**)

জিযয়া (টেক্স)র বিধান রহিত করার তাৎপর্য হল, ঈসা আ.-এর জমানায় অন্য সকল ধর্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে। ইহুদীবাদ মুসলমানদের হাতে নিশ্চিহ্ন হবে। খৃষ্ট সম্প্রদায় ঈসা আ.-এর উপর ঈমান এনে পূর্ণ মুসলমান হয়ে যাবে। বিধর্মী না থাকায় টেক্সের বিধান নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে । ঈসা আ.-এর জমানায় নামায এবং অন্যান্য এবাদতের দিকে মানুষের আগ্রহ বেড়ে যাবে, নওমুসলিমরা নব উদ্যমে আল্লাহর উপাসনায় লিপ্ত হবে । কেয়ামত সন্নিকটে জেনে কেউ কাউকে কষ্ট দেবে না। কেউ কারো অধিকার হরণ করবে না।

১০২. চন্দ্র- স্ফীতি-

স্বভাবত আরবী মাসের প্রথম দিনে চন্দ্রের জন্ম হয়। অতঃপর আস্তে আস্তে বড় হয়ে অর্ধমাসে গিয়ে পূর্ণিমার আকার ধারণ করে। আবার কমতে কমতে মাসের শেষ দিকে এসে নিঃশেষ হয়ে যায়। কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হল, চন্দ্র স্ফীত হয়ে যাবে । নব উদিত প্রথম দিনের চাঁদ দেখে মানুষ বলতে থাকবে, “আরে.. এতো দুই দিনের চাঁদ মনে হচ্ছে...!”

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “চন্দ্র-স্ফীতি কেয়ামত ঘনিয়ে আসার নিদর্শন। এক দিনের চাঁদ দেখে মানুষ “এতো দুই দিনের চাঁদ মনে হচ্ছে..!” বলতে থাকবে।” (**তাবারানী-৮৭৭**)

নিদর্শনটি এখনো অপ্রকাশিত মনে হচ্ছে। তবে যারা নিয়মিত চাঁদের খোঁজখবর রাখে, তারাই বিষয়টি ভাল বুঝবেন ।

১০৩. সকল মুসলমান শামে চলে যাবে-

নবী করীম সা.-এর যুগে বর্তমান লেবানন, জর্ডান এবং অধিকৃত ফিলিস্তীন সমন্বিত রাষ্ট্রকে একবাক্যে শাম বলা হত। শাম নবীদের ভূমি, শাম পুনরুত্থানের ভূমি, শামের মুসলমানদের জন্য আভিজাত্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সা. বলেন, "শামবাসী যখন বিনাশের সম্মুখীন হবে, তখন উম্মতের জন্য কোন কল্যাণ বাকী থাকবে না। আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদায় বিজয়ী থাকবে, কেয়ামত অবধি বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না (**তিরমিযী- ২১৯২**) এ কারণেই নবীজী শামে বসবাসের ফযীলত

বর্ণনা করেছেনঃ আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "বিশ্বযুদ্ধকালে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠাংশ শামের দামেস্ক শহরের আল-গুতা প্রান্তরে থাকবে। (**মুসনাদে আহমদ-২১৭৭৩**)

এক সাহাবি হিজরতের নির্দেশ চাইলে নবীজী শামের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। বাহয বিন হাকিম তার পিতা-পিতামহ থেকে বর্নিত,তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোন দিকে হিজরতের আদেশ দিবেন? নবীজী বললেন, ওই দিকে!! (হাত দিয়ে শামের দিকে ইশারা করলেন)"(**তিরমিযী-২১৯২**)

কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে অধিকাংশ মুসলমান হিজরত করে শামে চলে যাবে। আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, "এমন এক কাল আসবে, যখন সকল মুমিন- মুসলমান শামে গিয়ে মিলিত হবে।" (**ইবনে আবি শাইবা-১৯৪৪৫**)

১০৪,১০৫- মুসলমান এবং খৃস্টানদের মধ্যে বৃহৎ যুদ্ধ,কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়

মুসলমানদের সাথে খৃষ্ট-সংঘাতের ইতিহাস অনেক চড়াই উৎরাইয়ের সম্মুখীন হয়েছে। কখনো শান্তিচুক্তি, কখনো যুদ্ধ, কখনো সংঘাত আবার কখনো আপোস। সম্প্রতি খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের বাহ্যিক স্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করলেও অদূর ভবিষ্যতে এক যুদ্ধ অপেক্ষা করছে। নবী করীম সা. একে বিশ্বযুদ্ধ বলে ব্যক্ত করেছেন। সে যুদ্ধে মুসলমানদেরকে আল্লাহ মহা-বিজয় দান করবেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী কনষ্ট্যান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা হবে। শুধু আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে তারা পুরো কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় করে নেবে। এর পরপরই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "জেরুজালেমে স্থাপত্য গড়ে ওঠা মদীনা বিনাশের নিদর্শন। মদীনার বিনাশ মানে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ।" (**আবু দাউদ-৪২৯৬**)

নবী করীম সা. বলেন, "তোমরা রোমক (খৃষ্টানদের) সাথে এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করবে। অতঃপর তোমরা এবং খৃষ্ট সম্প্রদায় মিলে পেছনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবে। সেখানে বিজয়ী হয়ে তোমরা প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারী হবে। গণিমত বণ্টন শেষে প্রত্যাবর্তনকালে উঁচু টিলাবিশিষ্ট উপত্যকায় এসে পৌঁছুলে - খৃষ্টানদের একজন তখন ক্রুস উঁচু করে "ক্রুসের বিজয় হয়েছে" বলতে থাকবে। এক মুসলমান তখন রাগান্বিত হয়ে ক্রুসকে ভেঙ্গে দেবে। খৃষ্ট সম্প্রদায় তখন চুক্তি ভঙ্গ করে মহাযুদ্ধের জন্য সমবেত হয়ে যাবে।"

অপর বর্ণনায়, "মুসলমান-ও তখন অস্ত্র বের করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে মুসলমানদের ঐ দলটিকে আল্লাহ শাহাদতের সুমহান মর্যাদায় ভূষিত করবেন। (**আবু দাউদ-৪২৯৪**)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না রোমক (খৃষ্ট) সম্প্রদায় আমাক (মতান্তরে দাবেক) প্রান্তরে (শামের প্রসিদ্ধ হালব শহরের সন্নিকটে একটি স্থান, সেখানেই মহাযুদ্ধটি সংঘটিত হবে) এসে একত্রিত হবে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দামেস্ক শহর থেকে একদল শ্রেষ্ঠ মুসলমান বের হবে। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে রোমক সম্প্রদায় বলবে, তোমরা সরে যাও। ধর্মত্যাগীদেরকে আমরা হত্যা করতে এসেছি (বুঝা গেল, এর পূর্বে মুসলিম-খৃষ্ট আরো কতিপয় যুদ্ধ সংঘটিত হবে। মুসলমান সেখানে বিজয়ী হয়ে কিছু খৃষ্টানকে বন্দি করে নিয়ে আসবে। পরবর্তীতে বন্দি খৃষ্টানরা মুসলমান হয়ে মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে যাবে) মুখ খন বলবে, ভাইদেরকে আমরা কস্মিনকালেও তোমাদের হাতে তুলে দেব না। ফলে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এক-তৃতীয়াংশ (মুসলমান)

পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে, এদের তওবা আল্লাহ কখনো কবুল করবেন না। এক-তৃতীয়াংশ নিহত হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে তারা শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা পাবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশকে আল্লাহ মহা- বিজয় দান করবেন, কখনোই ফেতনা তাদের গ্রাস করতে পারবে না। সামনে এগিয়ে তারা কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় করবে। তরবারীগুলো বৃক্ষের সাথে ঝুলিয়ে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে থাকবে, হঠাৎ শয়তান তাদের মাঝে ঘোষণা করবে, "দাজ্জাল তোমাদের পরিবারগুলোকে ধাওয়া করেছে"। ঘোষণাটি মিথ্যে হলেও মুসলমানগণ -সকল যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ মাটিতে ফেলে দিয়ে স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হবে। তারা যখন শামে ফিরে আসবে, তখন ঠিক-ই দাজ্জাল বের হয়ে আসবে।" অপর বর্ণনায়, "দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মুসলমান সারিবদ্ধ হতে থাকবে। হঠাৎ ফজরের নামাযের ইকামত- কালে ঈসা বিন মারিয়াম আসমান থেকে অবতরণ করবেন।" (**মুসলিম-৭৪৩০**)

১০৬,১০৭- ত্যাজ্য ও যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বণ্টনের সুযোগ থাকবে না

শেষ জমানায় খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের অধিক সংঘাতের ফলে এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, পূর্বমুহূর্তে ত্যাজ্য ও যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বণ্টনের সুযোগ থাকবে না।" কথাটি বলার "কেয়ামতের সময় তিনি শামের দিকে হাতে ইশারা করেছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ পূর্বোক্ত হাদিসে গত হয়েছে।

১০৮. তীর-তলোয়ার এবং অশ্বের যুগ পুনঃ প্রত্যাবর্তন-

পূর্বোক্ত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, "মুসলিম বাহিনী ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রামে থাকবে, হঠাৎ মহা বিপদের ধ্বনি ভেসে আসবে, "দাজ্জাল তোমাদের স্ত্রী- সন্তানদের ধাওয়া করছে।" শুনা মাত্রই সকল সম্পদ মাটিতে ফেলে দিয়ে মুসলিম বাহিনী স্বদেশ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করবে। পরিস্থিতি যাচাই করতে দশজন অশ্বারোহীকে তারা অগ্রে প্রেরণ করবে। নবীজী বলেন, "আমি ঐ দশজনকে তাদের নাম, পিতার নাম এমনকি অশ্বের ধরনসহ চিনি। তারা ই সে অশ্বারোহী।" (**মুসলিম-৭৪৬৩**)

১০৯,১১০.জনবসতিতে জেরুজালেম আবাদ, বসতি শূন্য হয়ে মদীনার বিনাশ-

মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "জেরুজালেমে স্থাপত্য গড়ে ওঠা মদীনা বিনাশের নিদর্শন। মদীনার বিনাশ মানে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মানে কনষ্ট্যান্টিপোল বিজয়। কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় মানে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ।" অতঃপর নবীজী সাহাবীর ঘাড়ে হাত মেরে বললেন, তুমি এখানে বসে আছ যেমন সত্য, এগুলোর বাস্তবায়ন তেমনই সত্য।" (**আবু দাউদ-৪২৯৬**) বিনাশ বলতে এখানে মদীনায় বসতি ও পর্যটক শূন্যতা উদ্দেশ্য। অপর বর্ণনায় নবী করীম সা. বলেন, "বিশ্বযুদ্ধ, কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জাল প্রকাশ। তিনটি ঘটনা সাত মাস অন্তরন্তর ঘটে যাবে।" (**তিরমিযী**)

একটা শেষ হতে না হতেই অপরটা শুরু হয়ে যাবে। একটার সাথে অপরটা উতপ্রোতভাবে জড়িত। জেরুজালেম তথা বাইতুল মাকদিসের আশপাশে প্রচুর জনবসিত গড়ে ওঠবে। এর পরপরই মদীনা - অধিবাসী শূন্য হয়ে যাবে। বর্তমানে আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি, মদীনায় দিন দিন বসতি কমে যাচ্ছে। উন্নত শহরগুলোর দিকে মানুষ পাড়ি জমাচ্ছে।

হাদিসে এসেছে, "সর্বোত্তম নগরী হওয়া সত্ত্বেও মানুষ মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। এমনকি মদীনার মসজিদে কুকুর শেয়াল ঢুকে পেশাব করবে, পরিষ্কার করার কেউ থাকবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তাহলে মদীনার ফসল-ফলাদী কে ভোগ করবে হে আল্লাহর রাসূল? নবীজী বললেন, পশু পাখি।" (**মুআত্তা মালিক রহ.**)

জেরুজালেম আবাদ বলতে শেষ জমানায় সেখানে মুসলিম খেলাফত প্রতিষ্ঠা-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমনটি আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালা রা. এর হাদিসে এসেছে-তিনি বলেন, নবী করীম সা. আমাদেরকে পদব্রজে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ আনতে পাঠালেন। আমরা কিছু না পেয়ে খালী হাতে ফিরে এলাম। নবীজী আমাদের চেহারায় কষ্টের ছাপ দেখে দাড়িয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! এদের সার্বিক দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করবেন না! আমি অপারগ। এদের নিজেদের উপর-ও করবেন না! তারা-ও অপরাগ। সর্বসাধারণের উপর-ও ন্যস্ত করবেন না! আত্মসাৎ করে ফেলবে! অতঃপর নবীজী আমার মাথার উপর হাত রেখে বলতে লাগলেন, ওহে ইবনে হাওয়ালা! জেরুজালেমে যখন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাবে, (মনে রেখো!) তখন ভূ-কম্পন, বিপদাপদ এবং বৃহৎ নিদর্শনগুলো কাছিয়ে গেছে। কেয়ামত তখন তোমার মাথা থেকে আমার হাত অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী।" (**মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ**)

১১১. মদীনা থেকে সকল মুনাফিক নির্বাসন-

মদীনা বিনাশের সাথে সাথে সকল মুনাফিক ও মদীনা থেকে বের হয়ে যাবে। নবী করীম সা.-এর যুগে মদীনা মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। ইসলামের প্রধান রাজধানী হওয়ায় সময়ের সাথে সাথে সেখানে জনবসতি বাড়তে থাকে। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ মদীনার দিকে হিজরত করতে থাকে। কিন্তু কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে মদীনা থেকে মানুষের আগ্রহ উঠে যাবে। কেউ আর মদীনায় আসতে চাইবে না। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "এমন এক সময় আসবে, যখন মদীনার লোক নিকটাত্মীয়কে ডেকে বলতে থাকবে, চল! উন্নত শহরে চলে যাই! আধুনিক নগরিতে গিয়ে বসবাস করি!-অথচ মদীনা-ই তাদের জন্য সর্বোত্তম স্থান ছিল। আল্লাহর শপথ করে বলছি, মদীনা-বিরাগী হয়ে যখন-ই এখান থেকে কেউ চলে যাবে, আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম মানুষ দিয়ে মদীনা আবাদ করে দেবেন। মদীনা একটি পবিত্র ভূমি, কপট বিশ্বাসীদের এখানে কোন স্থান নেই। কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মদীনা সকল অনিষ্টকে বের করে দেবে, ঠিক যেমন কামারের হাপর লোহার আবর্জনাকে বের করে দেয়।" (**মুসলিম-৩৪১৮**)

১১২. পর্বতমালা স্থানচ্যুত হয়ে পড়বে-

ছামুরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পর্বতমালার স্থানচ্যুতি ঘটে। অদেখা বড় বিপদাপদ তখন তোমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাবে।" (**তাবারানী-৬৮৫৭**)

১১৩. 'কাহতান' গোত্র থেকে এক মান্যবর ব্যক্তির আবির্ভাব-

কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, আরবের প্রসিদ্ধ "কাহতান" গোত্র থেকে এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, একবাক্যে সবাই তাকে নেতা বলে মেনে নেবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না কাহতান গোত্র থেকে একজন নেতার আবির্ভাব হবে। লাঠি দিয়ে সকল মানুষকে সে চালিয়ে নেবে।" (**বুখারী-৬৭০০/মুসলিম-৭৪৯২**) লাঠি দিয়ে চালানোর অর্থ হচ্ছে, তার নেতৃত্বে সবাই সরল পথে চলবে। একবাক্যে তাকে নেতা হিসেবে মেনে নেবে। এখানে কেবল-ই উদাহরণ দেয়া হয়েছে; লাঠি ব্যবহার উদ্দেশ্য নয় । বুঝাই যায়- খুব-ই কঠোর হবে । ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত অপর বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি সৎ ও নিষ্ঠাবান হবেন।

১১৪."জাহজাহ" নামক ব্যক্তির আবির্ভাব

শেষ জমানায় নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের অধিকারী অনেক ব্যক্তির-ই আবির্ভাব ঘটবে । তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নবীজী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন । জাহজাহ তাদের অন্যতম । আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "দিন-রাত শেষ হবে না, যতক্ষণ না "জাহজাহ" নামক এক কৃতদাস নেতৃত্বে আসবে।" (**মুসলিম-৭৪৯৩**) অপর বর্ণনায়- "জাহজাল"।

১১৫,১১৬,১১৭,১১৮. চতুষ্পদ জন্তু, জড়বস্তু, চাবুকের অগ্রভাগ, জুতার ফিতা মানুষের সাথে কথা বলবে, বাড়ীতে কি হচ্ছে- উরুর মাংস মানুষকে এর সংবাদ দেবে

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন, ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না চতুষ্পদ জন্তু, চাবুকের অগ্রভাগ এবং জুতার ফিতা মানুষের সাথে কথা বলবে। বাড়ীতে পরিবার কি করছে, উরুর মাংস মানুষকে এর সংবাদ দেবে।" (**তিরমিযী-২১৮১**) নিদর্শনগুলো এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত ।কতিপয় গবেষক এর মাধ্যমে সম্প্রাতিক বহুল ব্যবহৃত বাণী প্রেরকযন্ত্র - মোবাইল, টেলিফোন এবং ইলেক্ট্রনিক চিপ উদ্দেশ্য বলেছেন।

চতুষ্পদ জন্তুর সাথে কথা বলার ঘটনা নবীযুগেই ঘটেছিল

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার পাশে জনৈক বেদুইন মেষপাল চরাচ্ছিল । হঠাৎ এক শিয়াল মেষপালের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে একটি ছাগল ছানা ধরে ফেলে। বেদুইন দৌড়ে বহু চেষ্টা করে ছানাটি শেয়ালের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়। বেদুইন গোস্বায় শেয়ালকে অনেক গালমন্দ করতে থাকে । কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরি করে শেয়াল এক স্থানে এসে লেজ বিছিয়ে বসে বলতে থাকে, আল্লাহর দেয়া রিযিক তুমি আমার মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছ? বেদুইন বলল, কি আশ্চর্য! শেয়াল কথা বলছে!! শেয়াল বলল, এর চেয়েও আশ্চর্যের সংবাদ আছে আমার কাছে! বেদুইন জিজ্ঞেস করল, কী সেটা? শেয়াল বলল, দুই উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল আছেন । তিনি পূর্বাপর সকল সংবাদ মানুষের কাছে বর্ণনা করছেন। শেয়ালের কথা শুনে বেদুইন দ্রুত মেষপাল নিয়ে মদীনায় চলে আসল । নবীজীর ঘরের দরজায় স্বজোরে আঘাত করতে লাগল । নবীজী তখন নামাযে ছিলেন। নামায শেষে নবীজী ঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রাখাল বেদুইন কোথায়? বেদুইন দাঁড়িয়ে গেলে নবীজী তাকে বললেন, যা শুনেছ, যা দেখেছ, সবার কাছে বর্ণনা করা বেদুইন শেয়ালের কাহিনী সবাইকে শুনালে নবীজী বললেন, সে সত্যই বলেছে- কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে কতিপয় নিদর্শন প্রকাশ পাবে । ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মানুষ ঘর থেকে বের হবে, জুতার ফিতা, চাবুক বা লাঠি তাকে সংবাদ দেবে যে, ঘরে তার অনুপস্থিতিতে পরিবার কী করছে!" (**মুসনাদে আহমদ-১১৮৫৯**)

তেমনি ষাঁড়ের সাথে কথা বলার ঘটনাও নবীযুগে ঘটেছিল

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "জনৈক ব্যক্তি ষাঁড়ের কাঁধে মাল বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিল। ষাঁড় লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার সৃষ্টি কৃষি কাজের জন্য, মাল বোঝাইয়ের জন্য নয়! তা দেখে লোকেরা বলতে লাগল, বাহ! ভারী আশ্চর্য তো!! ষাঁড় কথা বলছে দেখছি!! নবীজী বললেন, আমি, আবু বকর এবং উমর তা বিশ্বাস করি।" (**মুসলিম-৬৩৩৪**)

আল্লাহ পাক বলেন, "তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।" (**সূরা ফাতির-১**)

১১৯, ১২০.. ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কাগজের পাতা এবং মানুষের অন্তর থেকে কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে

কেয়ামত ঘনিয়ে আসার প্রসিদ্ধ নিদর্শন হচ্ছে, ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অধিক ফেতনার কবলে পড়ে দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার বিলুপ্তি ঘটবে। কেউ-ই নামায পড়বে না, রোযা রাখবে না। মানুষের অন্তর থেকে কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বলবে, বাপ-দাদাকে "আমরা -"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-" পড়তে শুনেছি, তাই আমরাও পড়ছি।

হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, অধিক পুরাতন হওয়ার ফলে কাপড়ের রঙ যেমন মিটে যায়, তেমনি ইসলাম-ও এক সময় মিটে যাবে। নামায কী, রোযা কী, হজ্ব কি, সাদাকা কী..!! কেউ জানবে না। এক রাত্রিতে কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। কোন আয়াত পৃথিবীতে থাকবে না। বয়োবৃদ্ধ মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান বাকী থাকবে। বলবে, বাপ-দাদাকে আমরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলতে শুনেছি, তাই আমরাও বলছি"।

১২১. কা'বা ঘরের দিকে যুদ্ধ করতে আসা বিশাল বাহিনী মাটির নিচে ধ্বসে যাবে

কা'বা ঘরে আশ্রয় নেয়া ইমাম মাহদীকে হত্যা করতে এক মুসলিম রাষ্ট্র থেকে বিশাল বাহিনী প্রেরণ করা হবে। আল্লাহ পাক বাহিনীর সকল সদস্যকে মাটির নিচে ধ্বসে দেবেন। নিয়ত অনুযায়ী সবার পুনরুত্থান হবে। উবাইদুল্লাহ কিবতীয়্যা বলেন,হারেস, আব্দুল্লাহ বিন সাফওয়ান এবং আমি -তিনজন মিলে উম্মুল মুমেনীন উম্মে ছালামা রা.-এর কাছে গেলাম। উভয়ে তাঁকে ধ্বসিত বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। ঐ সময় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং খলীফা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা.এর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘাত চলছিল। হাজ্জাজের আগ্রাসণ ঠেকাতে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর তখন কাবা ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। উম্মে ছালামা রা. বলতে লাগলেন, নবী করীম সা. বলেছেন, "একজন আশ্রিত কা'বা ঘরে আশ্রয় নেবে। তাকে হত্যার জন্যে বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। "বায়দা" প্রান্তরে পৌঁছা মাত্রই সম্পূর্ণ বাহিনী মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যাদেরকে জোরপূর্বক বাহিনীতে যুক্ত করা হয়েছে, তাদের কী দশা হবে? নবীজী বললেন, সবাইকে-ই ধ্বসে দেয়া হবে। হাশরে -নিয়ত অনুযায়ী সবার পুনরুত্থান হবে।" (**মুসলিম-৭৪২১**)

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা রা. বলেন, একদা নবী করীম সা. নিদ্রাবস্থায় কেমন যেন করছিলেন। (জাগ্রত হওয়ার পর) জিজ্ঞেস করলাম, এমন করছিলেন কেন হে আল্লাহর রাসূল? বললেন, "খুব-ই আশ্চর্যের বিষয়- আমার উম্মতের কিছু লোক কাবা ঘরে আশ্রিত কুরায়শী ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। বায়দা প্রান্তরে পৌছা মাত্র সবাইকে মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে। আমরা বললাম, পথে তো অনেক মানুষের

সমাগম থাকে!! নবীজী বললেন, হ্যাঁ..! দর্শক, অপারগ এবং পথিক সকলকেই একত্রে ধ্বসে দেয়া হবে। তবে অন্তরিচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহ তাদের পুনরুত্থান করবেন।" (**মুসলিম-৭৪২৬**)

১২২. আল্লাহর ঘরের দিকে মানুষের হজ্ব ত্যাগ

শেষ জমানায় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং ফেতনার আধিক্যের দরুন এমন পরিস্থিতি আসবে, যখন হজ্ব বা উমরাহ করতে কেউ-ই মক্কায় আসবে না। কাবা ঘর বিরান পড়ে থাকবে। আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না কাবা ঘরের দিকে মানুষের হজ্ব বন্ধ হয়ে যায়।" (**মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৩৯৭**) নিদর্শনটি অনেক বিলম্বে ঘটবে। কারণ, ইয়াজুজ-মাজুজের পর-ও হজ্বের কথা হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত আছে।

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "ইয়া-মা ধ্বংস পরবর্তী সময়ে ও কা'বা ঘরে মানুষ হজ্ব করতে আসবে।" (**বুখারী-১৫১৬**) হতে পারে- যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অধিক সংঘাতের ফলে সাময়ীকভাবে মানুষের হজ্বে আসা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সংঘাত শেষ হতে-ই পুনরায় হজ্ব পালন শুরু হয়ে যাবে।

১২৩. কতিপয় আরব গোত্র মূর্তি পূজায় পুনঃ প্রত্যাবর্তন

ইসলাম-পূর্ব মূর্খতা-যুগে আরব উপদ্বীপ -শিরক ও মূর্তিপূজার কেন্দ্রস্থল রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ সা.-কে প্রেরণ করে আরবদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন। মূর্তি পূজার অবসান ঘটিয়ে একত্ববাদের দিকে নিয়ে আসেন। কিন্তু কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে একদল আরব পুনরায় মূর্তিপূজায় ফিরে যাবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দাউছ গোত্রীয় মহিলাদের নিতম্বগুলো "যিলখালাসা"র আশপাশে আন্দোলিত হতে থাকবে।" (**বুখারী-৬৬৯৯/মুসলিম-৭৪৮২**)

"যিলখালাসা" হচ্ছে মূর্খতা যুগে দাউস গোত্রে পূজ্য বৃহৎ মূর্তির নাম । অর্থাৎ মূর্তির সম্মানার্থে তারা মূর্তির পাশে প্রদক্ষিণ করবে। উল্লেখ্য- আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলে দাউছ গোত্রের বসবাস।

১২৪. কুরায়েশ বংশের বিলুপ্তি

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্নিত,নবী করিম সা. বলেন- সবচেয়ে দ্রুত নিঃশেষ হবে কুরাইশ বংশ। এক পর্যায়ে মানুষ প্রাচীন পাদুকা দেখে বলতে থাকবে এটা হয়তো কুরাইশি পাদুকা! (**মুসনাদে আহমদ-৮৪১৮**)

১২৫. জনৈক হাবশীর হাতে কা'বা ঘর ধ্বংস

আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা বলেন, "হারশীদেরকে আগেভাবে কিছু করতে যেয়ো না । কারণ, (যিস সুওয়াইকাতাইন)হাবশী ব্যক্তি-ই কা'বা ঘর ধ্বংস করে রত্ন-ভাণ্ডার নিয়ে যাবে।" (**আবু দাউদ-৪৩১১**) ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "মনে হচ্ছে- আমি যেন সেই কালো কুৎসিত- টাকে দেখতে পাচ্ছি- সে কা'বা ঘরকে খণ্ড খণ্ড করে ভেঙ্গে দিচ্ছে।" (**বুখারী-১৫১৮**)

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন,"হাবশী (যিস সুওয়াইকাতাইন) কা'বার বিনাশ ঘটাবে। চাদর সরিয়ে সকল রত্ন- ভাণ্ডার লুট করবে। মনে হচ্ছে, আমি যেন সেই কেশহীন শীর্ণ কুৎসিত- টাকে দেখতে পাচ্ছি, সে কুঠার-বেলচা দিয়ে পাথর ভেসে দিচ্ছে।" (**মুসনাদে আহমদ-৭০৫০**)

১২৬. মুমিনের রূহ কব্জা করতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবাতাস প্রেরণ

নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম সা. - দাজ্জাল ও তৎপরবর্তী নিদর্শনাবলী আলোচনার পর বলতে লাগলেন, "অতঃপর আল্লাহ এক প্রকার সুবাতাস প্রেরণ করবেন । বাহুমূলের নিচে "পর্শিত হয়ে সকল মুমিনের রূহ কব্জা করে নেবে। অতঃপর পৃথিবীতে শুধু সর্বনিকৃষ্ট ও পথে ঘাটে ভ্যাবিচারে অভ্যস্ত লোকেরা বেঁচে থাকবে। তাদের উপর-ই মহাপ্রলয় আবর্তিত হবে।" (**বুখারী-মুসলিম-৭৫৬০**)

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, অতঃপর শামের দিক থেকে আল্লাহ এক প্রকার শীতল হাওয়া প্রেরণ করবেন, অণু পরিমান ঈমানবাহী ব্যক্তির প্রাণকেও সে কব্জা করে নেবে। তোমাদের কেহ যদি সেদিন পাহাড়ের গহীন গুহায় অবস্থান করে, তবে শীতল হাওয়া সেখানেও তোমাদের খোঁজে বের করে রূহ কব্জা করে নেবে।" (**মুসলিম-৭৫৬৮**) ঈসা বিন মারয়াম আ.-এর ইন্তেকালের পর উপরোক্ত শীতল হওয়া প্রেরিত হবে ।

১২৭. মক্কা নগরীর বিল্ডিংগুলো পাহাড়-সম উঁচু করে নির্মাণ

নবীযুগে মক্কা নগরীতে বসতি সংখ্যা খুব-ই স্বল্প ছিল। বাড়ীঘর ছিল বিক্ষিপ্ত । কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে মক্কার ভবনগুলো পাহাড়সম উঁচু করে নির্মিত হবে।

ইবনে আবী শাইবা'র বর্ণনায় ইয়া'লা বিন আতা- আপন পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর রা.-এর বাহনের লাগাম ধরে দাড়িয়ে ছিলাম । তিনি বলতে লাগলেন, ঐ সময় তোমাদের কী হবে, যখন তোমরা কাবা ঘর ধ্বংস করে দেবে, একটি প্রস্তর খণ্ড-ও অবশিষ্ট রাখবে না!! তারা বলল, সেদিন কি আমরা ইসলাম ধর্মে থাকব? বললেন, হ্যাঁ.. তোমরা মুসলমান থাকবে। অতঃপর আরো সুন্দর করে নির্মাণ করা হবে ।

যখন দেখতে পাবে, মক্কা নগরীতে মাটি চিরে পার্শ্বকূপ (নলকূপ/পানি চলাচলের আধুনিক পাপ লাইন ব্যবস্থা) নির্মিত হচ্ছে এবং ভবনগুলো পাহাড়সম উঁচু হয়ে গেছে, (মনে রেখো!) তখন মহা বিপদাপদ কাছিয়ে গেছে।" (**মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-৩৭২৩২**)

বর্তমানে জমজমের পানি সরবরাহ সহজ করণে মাটি খুড়ে সেখানে অসংখ্য পানির পাপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

১২৮. পরবর্তী লোকজন পূর্ববর্তীদেরকে গালমন্দ করবে

শেষ জমানায় মুসলিম সমাজে সীমাতিরিক্ত হারে বিদাত-কুসংস্কার প্রকাশের ফলে লোকেরা সাহাবায়ে কেরাম/তাবেয়ীনকে গালমন্দ করবে। মনে করবে, পূর্ববর্তীগণ ভুল পথে ছিল, আমরা-ই সঠিক পথে আছি।

যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-নবী করীম সা. বলেন, “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার পরবর্তী উম্মত পূর্বপুরুষদেরকে গালমন্দ করবে, অভিশাপ দেবে।"

১২৯. অত্যাধুনিক যানবাহন

সহীহ ইবনে হিব্বান-এ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সা. বলেছেন, “আমার শেষ উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা প্রদীপের মত কিছু যানবাহনে উঠে ভ্রমণ করবে। এগুলো নিয়ে তারা মসজিদের সামনে অবতীর্ণ হবে । তাদের মহিলারা বস্ত্রবাহী নগ্নদেহ বিশিষ্ট হবে।”উপরোক্ত হাদিসে নবী করীম সা. অদেখা আরোহণ বস্তুর কথা বলেছেন । মনে হচ্ছে, এর মাধ্যমে উনি বর্তমান কালের আধুনিক যানবাহনের দিকে-ই ইঙ্গিত করেছেন।

১৩০. ইমাম মাহদীর আবির্ভাব

নাম ও পরিচিত

মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হাসানী। বংশ পরম্পরা হাসান বিন আলী রা. পর্যন্ত পৌঁছবে। ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “পৃথিবীর জীবন সায়াহ্নে যদি একটি মাত্র দিন অবশিষ্ট থাকে, তবে সে-ই দিনটিকে আল্লাহ দীর্ঘ করে আমার পরিবারস্থ একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করে ছাড়বেন, তার নাম আমার নাম এবং তার পিতার নাম আমার পিতার নাম সদৃশ হবে।" (**তিরমিযী-২২৩০/আবু দাউদ-৪২৮৪**)

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “মাহদী আমার বংশের। উজ্জল ললাট ও নত নাসিকা বিশিষ্ট । ন্যায় নিষ্ঠায় পৃথিবী ভরে দেবে, ঠিক যেমন ইতিপূর্বে অত্যাচার-অবিচারে ভরে গিয়েছিল। সাত বৎসর রাজত্ব করবে ।” (**আবু দাউদ-৪২৮৭**)

উজ্জল ললাট- অর্থাৎ মাথার অগ্রভাগ চুল শূন্য ও সুপরিসর । নত নাসিকা- অর্থাৎ দীর্ঘ নাক । অগ্রভাগ কিছুটা সরু এবং মধ্যভাগ কিছুটা ফাঁ একেবারে চ্যাপটে নয় ।পূর্ণ নাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল হাসানী। ঠিক নবীজীর নামের মত।

হাসান বংশীয় হওয়ার রহস্য

পিতা আলী রা.-এর শাহাদাতের পর হাসান রা. যখন খলীফা হন, তখন মুসলিম বিশ্বে খলীফা দু'জন হয়ে গিয়েছিল-

- হেজায এবং ইরাকে হাসান রা. ।
- শাম ও আশপাশের এলাকাগুলোতে মুআবিয়া বিন আবি সুফিয়ান রা.।

ছয় মাস শাসনকার্য পরিচালনার পর পার্থিব কোন উদ্দেশ্য ছাড়া-ই হাসান রা. সম্পূর্ণ খিলাফত মুআবিয়া রা.-কে দিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে এক শাসকের অধীনে মুসলমান একতাবদ্ধ হয়ে যায় । মুমিনদের পারস্পরিক রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। হাদিসে আছে, আল্লাহর জন্য যে ব্যক্তি কোন কিছু ত্যাগ করল, আল্লাহ তাকে এবং তার বংশধরকে এর চেয়ে উত্তম বস্ত্র দান করবেন ।" (**আল মানারুল মুনীফ- ১৫১**)

❖ মাহদী সংক্রান্ত হাদিস-

ইমাম মাহদীর ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলো দু'ভাগে বিভক্ত-

১) যে সকল হাদিসে সরাসরি মাহদীর বর্ণনা এসেছে

২) যে সকল হাদিসে শুধু তাঁর গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে মাহদীর ব্যাপারে প্রায় অর্ধশত হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কিছু সহীহ, কিছু হাছান আর কিছু যায়ীফ। প্রায় আঠারটির মত আছার (সাহাবাদের বাণী) বর্ণিত হয়েছে। প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ছাফারিনী, সিদ্দীক হাসান খান এবং হাফেয আবেরী- মাহদী সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে পৌনঃপুনিকতার (মুতাওয়াতির) স্তরে উন্নীত করেছেন।

- আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "আমার শেষ উম্মতের মাঝে মাহদী প্রকাশ পাবে। আল্লাহ তাদের উপর কল্যাণের বারিধারা বর্ষণ করবেন । ভূ-পৃষ্ঠ গচ্ছিত সকল খনিজ সম্পদ উন্মোচন করে দেবে। ধন সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করবে। গবাদিপশু বৃদ্ধি পাবে। মুসলমানদের হারানো মর্যাদা ফিরে আসবে। সাত বা আট বছর তার রাজত্ব হবে। (**মুস্তাদারাকে হাকিম- ৪/৫৫৭-৫৫৮**)

- আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "আমি তোমাদেরকে মাহদী'র সুসংবাদ দিচ্ছি। ভূ-কম্পন ও মানুষের বিভেদকালে তার আগমন ঘটবে। ন্যায়-নিষ্ঠায় পৃথিবী ভরে দেবে, ঠিক যেমন অন্যায়-অবিচারে ভরে গিয়েছিল। আসমান-জমিনের অধিবাসীগণ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে । ধন সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করবে। "সুসম কী?" জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, "সমানভাবে"। আল্লাহ ন্যায়ের মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীকে পূর্ণ করে দেবেন। এমনকি একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, "কারো কি সম্পদের প্রয়োজন আছে?" একজন দাঁড়িয়ে বলবে, দায়িত্বশীলকে বলো, মাহদী আমাকে সম্পদ দিতে বলেছে! দায়িত্বশীল বলবে, যা পার উঠাও! আঁচল ভরে স্বর্ণ-রৌপ্য উঠানোর সময় লজ্জিত হয়ে বলবে, আমি নিজেকে সবার চেয়ে শক্তিশালী মনে করতাম, কিন্তু আজ এগুলো বহন করতে অপারগ হয়ে গেছি। এ কথা বলে সবকিছু আবার দায়িত্বশীলকে ফিরিয়ে দিতে চাইলে দায়িত্বশীল বলবে, এখানে প্রদত্ত মাল ফেরৎ নেয়া হয় না। এভাবেই মাহদীর রাজত্ব সাত, আট বা নয় বছর পর্যন্ত থাকবে। মাহদীর পর জীবনে আর কোন কল্যাণ থাকবে না।" (**আল মুসনাদ-৩/৩৭**)

- আলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "মাহদী আমার বংশধর । এক রাত্রিতে আল্লাহ পাক তাকে নেতৃত্বের যোগ্য বানিয়ে দেবেন।" (**আল মুসনাদ-২/৫৮**) বুঝা গেল, ইমাম মাহদী (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ) নিজেও জানবেন না যে, হাদিসে উল্লেখিত ব্যক্তিটি তিনি-ই । আগেভাগে দিয়ে খিলাফত-ও কামনা করবেন না। নম্রতাবসত নিজেকে তিনি নেতৃত্বের অযোগ্য মনে করবেন । আর তাই প্রবল অনিচ্ছা সত্তেও মানুষ জোর করে তার হাতে বায়আত হয়ে যাবে । মাহদী কোন পাপী বা পথভ্রষ্ট হবেন না। বরং শরীয়ত বিষয়ে একজন সুপরিপক্ ব্যক্তি হবেন । মানুষকে হালাল হারাম শিখাবেন। বিচারব্যবস্থাকে শরীয়তমতে ঢেলে সাজাবেন । শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির ভূমিকা পালন করবেন। তিনি-ই প্রতীক্ষিত মাহনী- এক রাত্রিতে আল্লাহ পাক তা জানিয়ে দিয়ে নেতৃত্বের সার্বিক যোগ্যতা তাকে প্রদান করবেন।

- উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "মাহদী আমার বংশে ফাতেমার সন্তানদের মধ্যে হবে।" (**আবু দাউদ-১১/৩৭৩**)

- জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “মরিয়ম-তনয় ঈসা আসমান হতে অবতরণ করবেন। মুসলমানদের সেনা-প্রধান মাহদী তাকে স্বাগত জানিয়ে বলবে, আসুন! নামাযের ইমামতি করুন! ঈসা বলবেন, না! (বরং তুমি-ই ইমামতি করো!) তোমাদের একজন অপরজনের নেতা। এই উম্মতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এ এক মহা সম্মান।” (**ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর 'আল মানারুল মুনীফ ১৪৭-১৪৮** পৃষ্ঠায় লিখেন- হারেস বিন আবু উসামা স্বীয় মুসনাদে সবল সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন) বুঝা গেল, মাহদীর সময়েই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। অতঃপর দাজ্জালকে হত্যা করতে আসমান থেকে ঈসা বিন মারিয়াম আ. অবতরণ করবেন। ইমাম মাহদী-ই তখন মুসলিম সেনাপ্রধান থাকবেন। ঈসা আ. এবং অন্য সকল মুমিন ইমাম মাহদীর পেছনে ফজরের নামায আদায় করবেন।

- আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “মরিয়ম-তনয় ঈসা যার পেছনে নামায আদায় করবেন, সে আমার উম্মতের ই একজন সদস্য।"(আবু নুআইম 'কিতাবুল মাহদী'তে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন) অর্থাৎ মাহদী নামাযের ইমামতি করবেন। মুসল্লীদের কাতারে ঈসা আ. শামিল থাকবেন।

- ইবনে মাসউদ রা. কে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “পৃথিবীর জীবন সায়াহ্নে যদি একটি মাত্র দিন অবশিষ্ট থাকে, তবে সে দিনটিকে আল্লাহ দীর্ঘ করে আমার পরিবারস্থ একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। তার নাম আমার নাম এবং তার পিতার নাম আমার পিতার নাম সদৃশ হবে।" (**তিরমিযী-২২৩০/আবু দাউদ-৪২৮৪**) সুতরাং শিয়া সম্প্রদায়ের দাবী সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, মুহাম্মাদ বিন হাছান আসকারীকে তারা মাহদী মনে করে থাকে।

- বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার সম-নামী এক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি মুসলমানদের নেতা হবে।” (**মুসনাদে আহমদ-১/৩৭৬**)

- আলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “পৃথিবীর জীবন সায়াহ্নে যদি একটি মাত্র দিন অবশিষ্ট থাকে, তবে সে দিনটিকে আল্লাহ দীর্ঘ করে আমার পরিবারস্থ একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। ন্যায়-নিষ্ঠায় সে বিশ্বকে ভরে দেবে, যেমন অন্যায়-অবিচারে তরে গিয়েছিল।" (**আবু দাউদ-৪/১০৭**)

- আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “কেমন হবে- যখন তোমাদের মাঝে মরিয়ম তনয় ঈসা অবতরণ করে তোমাদের-ই একজনের পেছনে ফজরের নামায আদায় করবেন, অন্য বর্ণনা থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, মাহদী-ই (আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ)ঈসা আ.-এর ইমামতি করবেন।

- জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “আমার উম্মতের একদল মুজাহিদ কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুদের উপর বিজয়ী থাকবে। এক পর্যায়ে মরিয়ম অন্যা ঈসা আসমান হতে অবতরণ করলে তাদের সেনাপতি বলবে, আসনু! নামাযের ইমামতি করুন। ঈসা বলবেন, না! তোমাদের একজন অপরজনের নেতা (তুমি-ই ইমামতি করো!) আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য এ এক বিরাট সম্মান!!” (**মুসলিম-৪১২/মুসনাদে আহমদ-১৫১৬৭**)

- জাবের বিন ছামুরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আলীকে নিয়ে আমি নবী করীম সা.-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন বলছিলেন, “পৃথিবী সমাপ্তির পূর্বে অবশ্যই বারজন নিষ্ঠাবান

খলীফা অতিবাহিত হবেন।" অতঃপর কী যেন বললেন, ঠিক বুঝিনি! আব্বুকে জিজ্ঞেস করলে, "সবাই কুরায়েশ বংশের" বললেন।" (**মুসলিম- ৪৮০৯**)

- ইবনে কাছীর রহ. বলেন, "বুঝা গেল, মুসলমানদের খলীফা হিসেবে বারজন নিষ্ঠাপূর্ণ ব্যক্তির আগমন ঘটবে। তবে শিয়া সম্প্রদায়ের ধারণাকৃত বারজন নয়; কারণ, তাদের অধিকাংশের-ই খেলাফত সংক্রান্ত কোন কর্তৃত্ব ছিল না। পক্ষান্তরে প্রকৃত বারজন খলীফা সবাই কুরায়েশ বংশীয় হবেন এবং মুসলমানদের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে সবাই আভিভূত হবেন।" (**তাফছীরে ইবনে কাছীর**)।

- উম্মুল মুমেনীন হাফসা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কা'বা ঘরে আশ্রিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনীর আগমন হবে। বায়দা প্রান্তরে পৌঁছা মাত্র বাহিনীর মধ্যভাগ ধ্বসে দেয়া হবে। সম্মুখ ভাগ পেছন ভাগের সেনাদেরকে ডাকাডাকি করতে থাকবে। পরক্ষণেই সম্পূর্ণ বাহিনীকে ধ্বসে দেয়া হবে। ফলে সংবাদ বাহক ছাড়া আর কেউ নিস্তার পাবেনা। (**মুসলিম-৭৪২৩**)

বৃহত্তম নিদর্শন

ভূমিকা

ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ -দু-ভাগে কেয়ামতের নিদর্শনাবলী বিভক্ত হওয়ার বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। প্রায় ১৩০টি ক্ষুদ্রতম নিদর্শন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে । বাকী রইল বৃহৎ নিদর্শন, যেগুলো সংঘটিত হওয়ার পরপর-ই কেয়ামত আপতিত হবে ।

বৃহত্তম নিদর্শনাবলী এক কথায় মাল্য-দানা সদৃশ। মালা ছিড়ে গেলে দানাগুলো যেমন দ্রুত একের পর এক মাটিতে পড়ে যায়, তেমনি বৃহৎ নিদর্শন একটি প্রকাশের পর বাকীগুলো অতিদ্রুত একের পর এক ঘটতে থাকবে । উল্লেখ্য- বৃহৎ নিদর্শনের প্রথমটি হচ্ছে, ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ ।

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "বৃহৎ নিদর্শনগুলো সুশৃঙ্খল মাল্য-দানা সদৃশ । ঠিক যেমন সুতা ছিড়ে যাওয়ার সাথে সাথে দ্রুত সবকটি দানার পতন হয় ।" (**মুসনাদে আহমদ -৭০৪০**)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "একের পর এক বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ -মালার দানা পতনের ন্যায় দ্রুত হবে।" (**তাবারানী**) বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশের মাঝে মাঝে আবার ক্ষুদ্র নিদর্শনের-ও প্রকাশ ঘটবে বা বৃদ্ধি পাবে । যেমন, ইমাম মাহদী প্রকাশ পেল অতঃপর কিছু ক্ষুদ্র নিদর্শন প্রকাশ পেল অতঃপর দাজ্জাল প্রকাশ পেল.... এভাবে..... (আল্লাহই ভাল জানেন)।

◆ দাজ্জাল

❖ "মাছীহুদ দাজ্জাল" নামকরণ-

আরবী "মাছীহ"(مسيح) শব্দের অর্থ, বিকৃত করে দেয়া হয়েছে, মোছে দেয়া হয়েছে এমন । তার বাম চক্ষুটি বিকৃত ও মোছিত হবে । কানা, সবকিছু একচোখে দেখবে । অনেকে বলেছেন যে, সঠিক শব্দটি আসলে "মিছছীহ" বা "মিছছীখ" ।

আরবীতে مسيح -শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, ঘুরাফেরা করা, ভ্রমণ করা। এ হিসেবে অনেকেই বলেছেন যে, দাজ্জাল যেহেতু সারাবিশ্ব ভ্রমণ করবে, তা-ই তাকে মাছীহ (অতি ভ্রমণকারী) বলা হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন যে, তার চেহারার এক পার্শ্ব ভ্রু ও চক্ষুবিহীন হবে। অপরদিকে দাজ্জাল এসেছে আরবী শব্দ (مسيح..) থেকে। যার অর্থ, সত্য ঢেকে দেয়া, ছদ্ম আবরণে লুকিয়ে রাখা, প্রতারিত করা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি। দাজ্জাল শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে মহা-মিথ্যুক।

❖ দাজ্জাল কিসের দাবী করবে?

মহা-দুর্ভিক্ষের কালে দাজ্জাল খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এসে বলবে, "আমি হচ্ছি সমগ্র জগতের পালনকর্তা। হে লোকসকল! তোমরা আমার প্রতি ঈমান আন! আমি তোমাদের খাদ্য দেব, পানীয় দেব, সম্পদ দেব, যা চাও- সব দেব"।

যে সকল হাদিসে দাজ্জাল আবির্ভাবকে কেয়ামতের বৃহত্তম নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

- হুযাইফা বিন উছাইদ গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "দশটি (বৃহৎ) নিদর্শন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে নাঃ ধূম (ধাঁয়া), দাজ্জাল, অদ্ভুত প্রাণী, পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়...।" (**মুসলিম-৭৪৬৭**)

- আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের তিনটি নিদর্শন- প্রকাশের পর নতুন কারো ঈমান গ্রাহ্য হবে না, যদি না পূর্বে থেকে ঈমান এনে সৎকর্ম করে থাকে।" (**মুসলিম-৪১৭**)

❖ দাজ্জালের ফেতনা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ও সুপরিসর ফেতনা

ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "আদম আ. সৃজন থেকে নিয়ে কেয়ামত অবধি দাজ্জালের ফেতনা অপেক্ষা বৃহৎ ও সুপরিসর ফেতনা। দ্বিতীয়টি হবে না।" (**মুসলিম- ৭৫৮২**)

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম সা. মানুষের মাঝে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। প্রথমে আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জালের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, "আমার পূর্বে যত নবী পৃথিবীতে এসেছেন, সবাই এ সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন, আমিও তোমাদের সতর্ক করছি। 1 তবে দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের এমন তথ্য দিচ্ছি, যা ইতিপূর্বে কোন নবী দেননিঃ মনে রেখো! দাজ্জাল কানা হবে। কিন্তু আল্লাহ পাক কানা নন।" (**বুখারী-২৮৯২**) নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "দাজ্জাল ছাড়া আর- ও একটি বিষয়ে আমি তোমাদের উপর অতি-শঙ্কিত। তবে দাজ্জাল যদি আমার বর্তমানে বের হয়, তবে তোমাদের হয়ে আমি-ই তার মুকাবেলা করব। আমার পর যদি বের হয়, তবে প্রতিটি মুমিন নিজে-ই তার মুকাবেলা করবে। প্রতিটি মুসলমানের জন্য আল্লাহকে আমি প্রতিনিধি বানিয়ে গেলাম।" (**মুসলিম-৭৫৬০**)

❖ দাজ্জালের পূর্বে বিশ্ব পরিস্থিতি

নাফে' বিন উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "অচিরেই তোমরা আরব উপদ্বীপ যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। অতঃপর পারস্যের (তৎকালীন ইরান) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন । অতঃপর রোমানদের (তুরস্ক তথা বাইযাইন্টাইন বাহিনীর) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন । যুদ্ধ করবে, সেখানেও আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। (**মুসলিম- ৭৪৬৬**) মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "জেরুজালেমে জনবসতি বৃদ্ধি মানে মদীনার বিনাশ। মদীনার বিনাশ মানে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মানে কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়। কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় মানে দাজ্জালের আবির্ভাব।

দাজ্জাল প্রকাশের পূর্বে মুসলমান এবং রোমান খৃষ্টানদের মধ্যে বড় ধরনের কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে। আল্লাহর রহমতে মুসলমানগণ চূড়ান্ত বিজয়ার্জন করবেন। থ্রি মিখমার রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "রোমান (খৃষ্টান)-দের সাথে তোমরা শান্তিচুক্তি করবে। অতঃপর তোমরা এবং তারা মিলে পেছনের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রচুর যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ অর্জন করবে। সম্পদ বণ্টন শেষে ফিরতি পথে যখন তোমরা উঁচু ভূমিতে অবতরণ করবে, তখন এক খৃষ্টান ক্রুস তুলে ধরে -"ক্রুসের বিজয় হয়েছে, ক্রুসের বিজয় হয়েছে" বলতে থাকলে এক মুসলমান গোস্বায় ক্রুস ভেঙ্গে ফেলবে। আর তখনই খৃষ্ট সম্প্রদায় চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।" (**আবু দাউদ-৪২৯৪**)

অপর বর্ণনায়, "অতঃপর মুসলমানরা-ও হাতে অস্ত্র তুলে নেবে। তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হবে। মুসলমানদের ঐ দলটিকে আল্লাহ শাহাদাতের সুমহান মর্যাদায় ভূষিত করবেন।"

❖ বিস্তারিত প্রেক্ষাপট অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না রোমক (খৃষ্ট) সম্প্রদায় আ'মাক (মতান্তরে দাবেক) প্রান্তরে (শামের প্রসিদ্ধ হালব শহরের সন্নিকটে একটি স্থান, সেখানেই মহাযুদ্ধটি সংঘটিত হবে) এসে একত্রিত হবে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দামেস্ক শহর থেকে একদল শ্রেষ্ঠ মুসলমান বের হবে। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে রোমক সম্প্রদায় বলবে, তোমরা সরে যাও! ধর্মত্যাগীদেরকে আমরা হত্যা করতে এসেছি (বুঝা গেল, এর পূর্বে মুসলিম-দৃষ্টি আরো কতিপয় যুদ্ধ সংঘটিত হবে।

মুসলমানগণ সেখানে বিজয়ী হয়ে কিছু খৃষ্টানকে বন্দি করে নিয়ে আসবে। পরবর্তীতে বন্দি খৃষ্টানরা মুসলমান হয়ে মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে যাবে) মুসলমান তখন বলবে, (দ্বীনী) ভাইদেরকে কস্মিনকালেও তোমাদের হাতে তুলে দেব না। ফলে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এক-তৃতীয়াংশ (মুসলমান) পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে, এদের তওবা আল্লাহ কখনো কবুল করবেন না। এক-তৃতীয়াংশ নিহত হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে তারা শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা পাবে। অবশিষ্ট এক- তৃতীয়াংশকে আল্লাহ মহা-বিজয় দান করবেন, ফেতনা কখন-ই এদের গ্রাস তারা কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় করবে। তরবারীগুলো বৃক্ষের সাথে ঝুলিয়ে যুদ্ধ- লব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে থাকবে, হঠাৎ ধাওয়া করেছে" । ঘোষণাটি মিথ্যে হলেও মুসলমান যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ মাটিতে ফেলে দিয়ে স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হবে। শামে ফিরে আসার পর সত্যি- ই দাজ্জাল বের হয়ে আসবে।" (**মুসলিম-৭৪60**)

❖ দাজ্জাল প্রকাশ-পূর্ব আরো কতিপয় ঘটনাবলী

আবু উমাম বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "দাজ্জালের পূর্বে তিনটি মহা দুর্ভিক্ষময় বৎসর অতিবাহিত হবে। প্রাকৃতিক সকল খাদ্যোপকরণ ধ্বংস হয়ে গেলে মানুষ প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে পড়ে যাবে। প্রথম বৎসর আল্লাহ আসমানকে এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টি এবং জমিনকে এক তৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। দ্বিতীয় বৎসর আল্লাহ আসমানকে দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টি এবং জমিনকে

দাজ্জাল দুই তৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। তৃতীয় বৎসর আল্লাহ আসমানকে সম্পূর্ণ বৃষ্টি এবং জমিনকে সম্পূর্ণ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। ফলে এক ফোটা বৃষ্টি ও বর্ধিত হবে না। একটি শস্য ও অঙ্কুরিত হবে না। আল্লাহ চাহেন তো মুক্তিমেরা ছাড়া সকল ছায়াদার বস্তু ধ্বংস-মুখে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে (অর্থাৎ গাছ পালা ও বৃক্ষকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে)। সেদিন তাহলে মানুষ কি খেয়ে জীবন ধারণ করবে হে আল্লাহর রাসূল? প্রশ্নের উত্তরে নবীজী বললেন, তাকবীর (আল্লাহ আকবার পাঠ) এবং তাহমীদ (আলহামুদিলাল্লাহ পাঠ) মানুষের পাকস্থলিতে খাদ্যের কাজ দেবে। (**সুনানে ইবনে মাজা - ৪০৭৭**)

❖ দাজ্জালের আলোচনা উঠে যাবে

রাশেদ বিন সাঈদ থেকে বর্ণিত, ইস্তাখির (পারস্য রাজাদের বসবাসস্থল ও ধন সম্পদে সর্বোন্নত নগরী) যখন বিজয় হয়, "দাজ্জাল বেরিয়ে গেছে, দাজ্জাল বেরিয়ে গেছে বলে" এক ঘোষক ঘোষণা করতে থাকলে ইবনে জুছামা তার কাছে এসে বললেন, "চুপ কর! নবী করীম সা.-কে আমি বলতে শুনেছি, "দাজ্জাল ততক্ষণ পর্যন্ত বের হবে না, যতক্ষণ না মানুষ তার কথা ভুলে যাবে, মিম্বর থেকে দাজ্জালের আলোচনা উঠে যাবে।

❖ দাজ্জালের দৈহিক গঠন

- খাট এবং দুই নলার মাঝে যথেষ্ট দূরত্বের দরুন চলনে ত্রুটিযুক্ত।
- চুল অস্বাভাবিক কুকড়ো এবং অগোছালো।
- অত্যাধিক ঘন কেশ বিশিষ্ট
- আলোহীন ভাসন্ত আঙ্গুরের ন্যায় চোখ । বাম চোখে সম্পূর্ণ কানা।
- অস্বাভাবিক শুভ্র দেহবর্ণ।
- প্রশস্ত কপাল।
- দু'চোখের মাঝামাঝিতে । ك ف ر (কাফের) লেখা থাকবে, যা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মুমিনের দৃষ্টিগোচর হবে ।
- আঁটকুড়ে

এক কথায় দাজ্জাল খাট, বিশাল দেহ, বিশাল মাথা, উভয় চোখে ত্রুটিযুক্ত, ডান চোখটি ভাসমান আঙ্গুর সদৃশ (কানা), বাম চোখে চামড়া, ঘন কুকড়ো ও অগোছালো চুল, সাদা চামড়ার দেহ, দুই নলার মধ্যবর্তী স্থানে যথেষ্ট ফাক এবং দুই চোখের মাঝে ك ف ر (কাফের) লেখা বিশিষ্ট হবে।

❖ প্রকাশস্থল

আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "নিশ্চয় দাজ্জাল প্রাচ্যের খোরাছান এলাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। স্কুল বর্ম সদৃশ চেহারা-ধারী কিছু প্রজাতি তার অনুসারী হবে।" (তিরমিযি২২০)

দাজ্জালের প্রাথমিক প্রকাশ ও প্রসিদ্ধি (আল্লাহই ভাল জানেন) শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী কোন স্থান থেকে হবে। নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "সে (দাজ্জাল) শান এবং ইরাকের মধ্যবর্তী একটি সড়ক থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। (**মুসলিম-৭৫৬০**)

❖ দাজ্জালের আবির্ভাব, কিছু প্রাসঙ্গিক লক্ষণ

◆ আরব জাতি হ্রাস

উম্মে শারীক থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সা.-কে বলতে শুনেছেন, "দাজ্জালের ভয়ে মানুষ সুদূর পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে। জিজ্ঞেস করলাম, আরব-জাতি সেদিন কোথায় থাকবে হে আল্লাহর রাসূল? নবীজী বললেন, তারা তো সেদিন যৎসামান্য (**মুসলিম- ৭৫৮০**)

◆ বিশ্বযুদ্ধ এবং কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়

মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "জেরুজালেমে স্থাপত্য গড়ে ওঠা মদীনা বিনাশের নিদর্শন। মদীনার বিনাশ মানে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মানে কনষ্ট্যান্টিপোল বিজয়। কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় মানে দাজ্জালের আবির্ভাব (**মুসনাদে আহমদ ২২১৭৪**)

◆ আরো কিছু বিজয়

নাফে' বিন উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "অচিরেই তোমরা আরব উপদ্বীপ যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন অতঃপর পারসোর (তৎকালীন ইরান) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়া করবেন। অতঃপর রোমানদের (তুরস্ক তথা বাইযাইন্টাইন বাহিনীর) যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। পরিশেষে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে, সেখানেও আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন।" (**মুসলিম-৭৪৬৬**)

◆ বৃষ্টি এবং ফসল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে

দাজ্জালের প্রকাশপূর্ব তিন বৎসর মহা-দুর্ভিক্ষ-পূর্ণ হবে। আবু উমাম বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "দাজ্জালের পূর্বে তিনটি মহা-দুর্ভিক্ষময় বৎসর অতিবাহিত হবে। প্রাকৃতিক সকল খাদ্যোপকরণ ধ্বংস হয়ে গেলে মানুষ এ খাদ্যাভাবে যাব। আল্লাহ আসমানকে এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টি এবং জমিনকে এক তৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। দ্বিতীয় বৎসর আল্লাহ আসমানকে দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টি এবং জমিনকে দুই তৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। তৃতীয় বৎসর আল্লাহ আসমানকে সম্পূর্ণ বৃষ্টি এবং জমিনকে সম্পূর্ণ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। ফলে এক ফোটা বৃষ্টি-ও বর্ষিত হবে না। একটি শস্য-ও অঙ্কুরিত হবে। না। আল্লাহ চাহেন তো মুষ্টিমেয় ছাড়া সকল ছায়াদার বস্তু ধ্বংসের মুখে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে (অর্থাৎ গাছ, পালা এবং বৃক্ষকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে)। "সেদিন তাহলে মানুষ কী খেয়ে জীবন ধারণ করবে হে আল্লাহর রাসূল?" প্রশ্নের উত্তরে নবীজী বললেন, তাকবীর (আল্লাহু

আকবার পাঠ) এবং তাহমীদ (আলহামুদিলাল্লাহ পাঠ) মানুষের পাকস্থলিতে খাদ্যের কাজ দেবে।" (**সুনানে ইবনে মাজা-৪০৭৭**)

ফেতনার আধিক্য এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. এক দীর্ঘ হাদিসে বলেন, অতঃপর সচ্ছলতার ফেতনা, যার ধূম্র আমার পরিবারস্থ দাবীকারী ব্যক্তির। পদনিচ থেকে সৃষ্টি হবে। মনে মনে ভাববে, সে আমার খুব কাছের। অবশ্যই নয় শুধু খোদাভীরু ব্যক্তিরা-ই আমার বন্ধু। অতঃপর পাজরের হাড় যেমন নিতম্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তেমনি সবাই একজন ব্যক্তির দিকে ঝুঁকে পড়বে (নেতা হিসেবে মেনে নেবে)। অতঃপর অন্ধকার ফেতনা, ফেতনাটি উম্মতের প্রতিটি সদস্যের গালে চপেটাঘাত করবে। যখনি বলা হবে, শেষ, তখনি আরো বেড়ে যাবে। সে কালে সকালে ব্যক্তি মুমিন থাকবে আর বিকালে কাফের হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত মানুষ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে- ১. ঈমানের দল, যেখানে কোন কপটতা থাকবে না। ২. নেফাকের দল, যেখানে কোন ঈমান থাকবে না। এরকম ঘটতে দেখলে ঐ দিন বা পরের দিন দাজ্জাল প্রকাশের অপেক্ষা কর।" (**আবু দাউদ-৪২৪৪**)

◆ **ভ্রমণ-গতি**

নবী করীম সা.-কে দাজ্জালের গতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "বাতাসে তাড়িত মেঘমালার ন্যায়"। (**মুসলিম-৭৫৬০**)

দাজ্জাল বিশ্বের প্রতিটি শহরে, প্রতিটি অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছবে। জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "দ্বীনের দুরাবস্থা এবং চরম মূর্খতা-যুগে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। পৃথিবীতে তার অবস্থান-মেয়াদ হবে চল্লিশ দিন। প্রথম দিনটি এক বৎসর, দ্বিতীয় দিনটি এক মাস, তৃতীয় দিনটি এক সপ্তাহ এবং অবশিষ্ট (৩৭) দিনগুলো স্বাভাবিক দিনের মত হবে। দুই কানের মাঝে চল্লিশ গজের ব্যবধান, এমন গাঁধায় সে আরোহণ করবে। মানুষের কাছে এসে বলবে, "আমি তোমাদের পালনকর্তা!" (অথচ আল্লাহ - কানা নন!) তার দুই চোখের মাঝে ك ف ر (কাফের) লেখা থাকবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মুমিন সেটি পড়তে পারবে। মক্কা-মদীনা ছাড়া প্রতিটি শহরে-প্রান্তরে সে পৌঁছুবে। মক্কা-মদীনার প্রতিটি দরজায় সেদিন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের সমন্বয়ে প্রহরী নিযুক্ত করবেন।" (**মুসনাদে আহমদ-১৪৯৯৭**)

◆ **যে সকল স্থানে দাজ্জালের আগমন ঘটবে**

আনাছ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “মক্কা-মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর এমন কোন শহর নেই, যেখানে দাজ্জাল গিয়ে পৌঁছবে না।” (**মুসলিম- ৭৫৭৭**)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “মদীনার দরজায় সর্বদা ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে, দাজ্জাল এবং মহামারী মদীনায় ঢুকতে পারবে না। (**বুখারী- ৬৭১৪**)

নবী করীম সা. বলেন, “মদীনার উদ্দেশে পূর্বদিক থেকে দাজ্জাল আসবে, এমনকি উহুদ পাহাড়ের অপর প্রান্তে সে অবস্থান নেবে।” (**মুসলিম-৭৪১৭**)

অপর বর্ণনায়, “উহুদ পর্বতের চূড়ায় উঠে মসজিদে নববীর দিকে তাকিয়ে অনুসারীদের বলবে, তোমরা কি ঐ সাদা প্রাসাদটি দেখতে পাচ্ছ? (অর্থাৎ মসজিদে নববী) অতঃপর ফেরেশতারা তার চেহারাকে শামের দিকে ঘুরিয়ে দেবেন। সেখানেই তার বিনাশ ঘটবে।” (**মুসলিম**)

মিহজান বিন আদরা' রা. থেকে বর্ণিত, একদা ভাষণকালে নবী করীম সা. বলছিলেন, “পরিত্রাণ দিবস! পরিত্রাণ দিবস! পরিত্রাণ দিবস! জিজ্ঞেস করা হল, পরিত্রাণ দিবস কি হে আল্লাহর রাসূল? বললেন, দাজ্জাল এসে উহুদ পর্বতে উঠে মদীনার দিকে তাকিয়ে অনুসারীদের বলবে, “তোমরা কি ঐ সাদা প্রাসাদটি দেখতে পাচ্ছো? এটি আহমদের মসজিদ!” অতঃপর মদীনায় ঢুকতে চাইলে প্রবেশপথে তরবারী হাতে ফেরেশতাদের দাঁড়ানো দেখবে। হতাশ হয়ে “জুরুফ” এর মৃতভূমিতে গিয়ে স্বজোরে ভূমিতে আঘাত করবে। মদীনায় তখন তিনটি ভূ-কম্পন অনুভূত হবে। সকল পাপিষ্ঠ এবং মুনাফিক সেদিন মদীনা থেকে বেরিয়ে দাজ্জালের সাথে চলে যাবে। সেটাই পরিত্রাণ দিবস। (**মুসনাদে আহমদ-১৮৯৭৫**)

❖ দাজ্জালের ফেতনা

নমুনা-১

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "দাজ্জালের সাথে স্বরচিত জান্নাত-জাহান্নাম থাকবে। সুতরাং তার জাহান্নাম হবে প্রকৃত জান্নাত এবং জান্নাত হবে প্রকৃত জাহান্নাম।” (**মুসলিম-৭৫৫১**)

অপর বর্ণনায়, “দাজ্জালের সাথে পানি এবং আগুন থাকবে। সুতরাং তার পানি হবে প্রকৃত আগুন এবং আগুন হবে ঠাণ্ডা পানি।” (বুখারী-৬৭১১/মুসলিম-৭৫৫৩) আরো বলেন, "আমি ভাল করেই জানি, দাজ্জালের সাথে কী থাকবে। তার সাথে দু'টি নদী থাকবে। দেখতে একটিকে সাদাপানি এবং অপরটিকে জ্বলন্ত আগুনের মত মনে হবে। তোমরা যদি দাজ্জালকে পেয়ে যাও, তবে তার আগুনে ঝাপ দিয়ে দিও!!” (মুসলিম-৭৫৫২)

অপর বর্ণনায়, “চোখ বন্ধ করে আগুনের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে পান করতে থেকো। কারণ, সেটি ঠাণ্ডা পানি।” (**মুসলিম-৭৫৫২**)

নমুনা-২

নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, দাজ্জাল একদল লোকের কাছে এসে প্রভুত্বের দাবী করবে। লোকেরা তার দাবী মেনে নিলে দাজ্জাল আসমানকে বৃষ্টি দিতে বলবে, আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করবে। জমিকে ফসল দিতে বলবে, জমি ফসল উদগত করবে। তাদের গবাদিপশু- গুলো চারণভূমি

থেকে মোটাতাজা এবং দুধে পূর্ণ হয়ে ফিরবে। অতপর দাজ্জাল অপর একদল লোকের কাছে এসে প্রভুত্বের দাবী করবে। লোকেরা তা প্রত্যাখ্যান করলে তাদের জমিগুলো অনুর্বর হয়ে যাবে, গবাদিপশুগুলো মরে যাবে। দাজ্জাল মৃতজমিতে গিয়ে বলবে, হে ভূমি! তুমি তোমার গুপ্ত রত্নভাণ্ডার প্রকাশ করে দাও! তখন মৌমাছির ঝাপের মত সকল রত্নভাণ্ডার বের হয়ে আসবে।" (**মুসলিম-৭৫৬০**)

❀ নমুনা-৩

দাজ্জাল বেদুইনের কাছে এসে বলবে, "ওহে বেদুইন! আমি যদি তোমার মৃত পিতা- মাতাকে জীবিত করে দিই, তবে আমাকে প্রভু বলে মেনে নিতে তোমার কোন আপত্তি থাকবে? বেদুইন বলবে, না!! অতঃপর দু-জন শয়তান তার পিতা-মাতার আকৃতি ধারণ করে তাকে বলবে, ওহে বৎস! একে অনুসরণ কর। সে তোমার বড়!!" (**সুনানে ইবনে মাজা ৪০৭৭**)

❀ নমুনা ৪

দাজ্জাল এক তরুণকে ডেকে এনে তরবারী দিয়ে দু-টুকরা করে দেবে। মানুষকে বলবে, ওহে লোকসকল! দেখ, আমার এই হতভাগা বান্দাকে আমি মরণ দিয়েছি, আবার জীবিত করে দেব, এরপর-ও সে মনে করবে, আমি তার প্রভু নই!! অতঃপর দাজ্জাল জীবিত হওয়ার আদেশ দিলে তরুণ জীবিত দাঁড়িয়ে যাবে। অথচ দাজ্জাল নয়; আল্লাহ-ই তাকে জীবিত করেছেন। দাজ্জাল বলবে, তোমার প্রভু কে? তরুণ বলবে, আমার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ! আর তুই হচ্ছিস আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল!

◆ দাজ্জালের অনুসারী

❀ ইহুদী সম্প্রদায়

আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত নবী করিম সা. বলেন " আসফাহান অঞ্চলের সত্তর হাজার চাদর পরিহিত ইহুদি দাজ্জালের অনুসারী হবে। (**মুসলিম-৫৭৭৯**)

আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্নিত নবী করিম সা. বলেন, সত্তর হাজার অনুসারী নিয়ে দাজ্জাল খোয ও কিরমান অঞ্চলে অবতরণ করবে। তাদের চেহারা স্ফীত বর্মের ন্যায় দেখাবে।(মুসনাদে আহমদ-৮৪৩৪)

❀ কাফের ও মুনাফিক সম্প্রদায়

আনাছ বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "মক্কা-মদীনা ব্যতীত সকল শহরে-ই দাজ্জালের অপতৎপরতা ছড়িয়ে পড়বে। সেদিন শহরদ্বয়ের প্রতিটি সড়কে ফেরেশতাগণ নাঙ্গা-তলোয়ার হাতে পাহারায় থাকবেন। দাজ্জাল মৃতভূমিতে এসে উপনীত হলে মদীনায় তিনটি ভূ-কম্পন অনুভূত হবে। ফলে সকল কাফের মুনাফেক মদীনা থেকে বেরিয়ে দাজ্জালের সাথে চলে যাবে।" (**মুসলিম-৭৫৭৭**)

❀ আরব বেদুইন

আবু উমামা থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসে নবী করীম সা. বলেন, "দাজ্জাল বেদুইনের কাছে এসে বলবে, "ওহে বেদুইন! আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দিই, তবে আমাকে প্রভু বলে। মেনে নিতে তোমার কোন আপত্তি থাকবে? বেদুইন বলবে, না !! অতঃপর দু'জন শয়তান তার পিতা-মাতার রূপ ধরে তাকে বলবে, ওহে বৎস! একে অনুসরণ কর। সে তোমার। প্রভু!!" (**ইবনে মাজাহ-৪০৭৭**)

❁ স্থূল বর্ম সদৃশ স্ফীত চেহারা বিশিষ্ট সম্প্রদায়

আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "নিশ্চয় দাজ্জাল প্রাচ্যের খোরাছান এলাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। ভুল ধর্ম সদৃশ স্ফীত চেহারা বিশিষ্ট লোকেরা তার অনুসারী হবে।" (**সুনানে ইবনে মাজা-৪০৭২**)

❁ নারী সম্প্রদায়

নবী করীম সা. বলেন, "দাজ্জাল এসে মাররে কানাত' এর মৃতভূমিতে অবতরণ করবে। অধিকাংশ নারী-ই তার কাছে চলে যাবে। আতঙ্কে মুমিন পুরুষ ঘরে গিয়ে মা, মেয়ে, বোন, চাচীকে ঘরের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখবে।" (**মুসনাদে আহমদ-৫৩৫৩**)

◆ দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্তির উপায়

উপায়-(১) মুখোমুখি অবস্থান থেকে দূরে থাকা

ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "দাজ্জালের আগমন সংবাদ পেলে তোমরা দূরে পালিয়ে যেয়ো। কারণ, নিজেকে মুমিন ভেবে অনেক মানুষ তার মুখোমুখি হবে, কিন্তু অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখে অসহায়ের মত তাকে অনুসরণ করে বসবে। (**মুসনাদে আহমদ ১৯৮৮৮**)

অর্থাৎ সবসময় দূরে অবস্থান করতে হবে, নিজেকে সাহসী ভেবে কাছে যাওয়ার দুঃসাহস করা যাবে না।

উম্মে শারীক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, দাজ্জালের ভরে মানুষ সুদূর পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে (**মুসলিম-৭৫৮০**)

দাজ্জালের সময় ইমাম মাহদী থাকবেন, দামেস্কে তিনি মুসলমানদের নিয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকবেন।

উপায় (২) আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করা।

আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "যে ব্যক্তি দাজ্জালের আগুনে নিক্ষেপিত হয়, সে যেন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থণা করে।" (**ইবনে মাজা ৪০৭৭**)

উপায়- (৩) আল্লাহর সিফাতী নামসমূহ মুখস্ত করা

দাজ্জাল হবে কানা। অথচ আল্লাহ কানা নন; বরং আল্লাহ পাক সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

উপায়- (৪) সূরা কাহফ এর প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করে নিয়মিত পাঠ করা।

আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা কাহফ এর প্রথম দশ আঘাত মুখস্ত করে নিল, সে দাজ্জাল থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।" (**মুসলিম-১৯১৯**)

উপায়- (৫) নামাযের শেষ বৈঠকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার দোয়া পড়া।

অর্থাৎ তাশাহুদে সালামের পূর্বক্ষণে হাদিসে বর্ণিত নিম্নোক্ত দোয়া পড়া- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَالدَّجَّال وَمِنْ عَذَابِ الْقِبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَمِن شَرِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

অনুবাদ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, জীবন-মৃত্যুর ফেতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (**বুখারী-মুসলিম**)

উপায়- (৬) দাজ্জালের ফেতনাটি বেশি বেশি প্রচার করা।

সা'ব বিন জুছামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "দাজ্জাল ততক্ষণ বের হবে না, যতক্ষণ না মানুষ তার আলোচনাকে ভুলে যায়।" (**মাজমায়ে যাওয়ায়েদ**) অর্থাৎ কেউ তখন দাজ্জালের আলোচনা করবে না। ফেতনার আধিক্যের দরুন তার ব্যাপারটি মানুষ ভুলে যেতে বসবে।

উপায়- (৭) শরীয়তের জ্ঞানকে-ই একমাত্র মুক্তির উপায় মনে করা।

একজন মুমিনের জন্য শরয়ী জ্ঞান-ই সকল ফেতনা হতে বাঁচার রক্ষাকবচ। হাদিসে এমন-ই একজন জ্ঞানী যুবকের দাজ্জালের মুকাবেলা করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "মদীনায় ঢুকতে না পেরে দাজ্জাল পাশের জলাভূমিতে অবতরণ করবে। মদীনার এক উৎকৃষ্ট যুবক তখন দাজ্জালের মুকাবেলায় এগিয়ে যাবে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুই হচ্ছিস দাজ্জাল, যার ব্যাপারে নবী করীম সা. আমাদের সতর্ক করে গেছেন।

◆ ঈসা বিন মারিয়াম(আ:) এর প্রত্যাগমন

ঈসা আ. অবতরণের দলিল-

ইবনে আব্বাস রা. আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "শেষ জমানায় ঈসা আ.-এর আবির্ভাব হওয়া কেয়ামত ঘনিয়ে আসার নিদর্শন।" (**মুসনাদে আহমদ**)

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন, "ইহুদী জাতি অভিশপ্ত) এ কথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, এবং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'লা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর আহলে কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে, তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে।" (**সুরা নিসা ১৫৭-১৫৯**)

আবু মালিক রহ. বলেন, "অর্থাৎ ঈসা বিন মারিয়াম আ. আসমান হতে অবতরণের পর সকল খৃষ্টান তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।" (**তাফসীরে তাবারী**)

ইবনে কাছীর রহ. বলেন, “কুরআনের ভাষ্যমতে- ঈসাকে তারা হত্যা করেনি; বরং ঈসা সদৃশ অন্যজনকে হত্যা করেছে। ঈসাকে আল্লাহ পাক আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন । আসমানে তিনি এখনো জীবিত আছেন । কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে পৃথিবীতে অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ক্রস ভেঙে দেবেন। শুকর নিশ্চিহ্ন করবেন। জিয়ার বিধান রহিত করবেন। ইসলাম ছাড়া সেদিন কিছুই গ্রাহ্য হবে না।”

হুযাইফা বিন উছাইদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম। এমতাবস্থায় নবী করীম সা. এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আলোচনা করছ? বললাম, কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছি । নবীজী বলতে লাগলেন, কেয়ামত সংঘটিত হবে না.. যতক্ষণ না দশটি (বৃহৎ) নিদর্শন প্রত্যক্ষ কর-

১) ধূম্র (ধোঁয়া)

(২) দাজ্জাল

(৩) অদ্‌ভুত প্রাণী

(৪) পশ্চিম বিগতে প্রভাতের সূর্যোদয়

৫) ঈসা বিন মারিয়ামের অবতরণ

৬) ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভব তিনটি ভূমিধ্বস ।

৭) প্রাচ্যে

৮) পাশ্চাত্যে

৯) এবং আরব উপদ্বীপে ।

১০) ইয়েমেনের আদন থেকে উত্থিত হাশরের দিকে তাড়নাকারী অগ্নি ।” (**মুসলিম-৭৪৬৭**)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলে, “ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত, অচিরেই মরিয়ম-তনয় সৎ নিষ্ঠাবান বিচারক হিসেবে আসমান থেকে অবতরণ করবেন। ক্রুস ভেঙ্গে দেবেন, শুকর নিশ্চিহ্ন করবেন, জিয়ার বিধান রহিত করবেন, কোন কাফের থেকে জিয়া নেয়া হবে না (ইসলাম ছাড়া কিছুই গ্রাহ্য হবে না) সেদিন ধনৈশ্বর্যের প্রাচুর্য ঘটবে । আল্লাহর জন্য একটি সেজদা সেদিন সারা দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে ।” (**বুখারী-৩২৬৪**)

অপর বর্ণনায়, “আল্লাহর শপথ! মরিয়ম-তনয় - সৎ বিচারক রূপে অবতরণ করবেন । ক্রুস ভেঙে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযয়া রহিত করবেন। দামী সুদর্শন উষ্ট্রীগুলো ছেড়ে দেবেন, কেউ-ই তাতে চরবে না। পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ও কৃপণতা উঠে যাবে। সম্পদ গ্রহণে ডাকা হবে, কেউ সাড়া দেবে না।” (**মুসলিম- ৪০৮**)

ক্রুস ঃ ঈসা নবীকে ক্রুসবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে বিশ্বাসে খৃষ্টানরা যাকে ধর্মীয় প্রতীক বানিয়েছে। **শুকর** ঃ প্রসিদ্ধ জন্তু । ইসলামে এর মাংস বক্ষণ সম্পূর্ণ হারাম। ঈসা নবী এসে শুকর নিশ্চিহ্ন করার আদেশ দিবেন।

অপর বর্ণনায়, “সেদিন একটি মাত্র কালিমার দাওয়াত থাকবে” অর্থাৎ সেদিন শুধুমাত্র ইসলামের দাওয়াত অবশিষ্ট থাকবে। অন্যসব ধর্মের বিলুপ্তি ঘটবে। না থাকবে হিন্দুধর্ম, না বৌদ্ধ, না ইহুদী, না খৃষ্ট, না শিখ সম্প্রদায় আর না অগ্নিপূজারী । “ একটি মাত্র সেজদা সেদিন সারা দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে” অর্থাৎ

ধন সম্পদের আধিক্য এবং কেয়ামত সন্নিকটে বিশ্বাসে কেউ-ই সেদিন দুনিয়া উপার্জনের আশায় ইবাদত ছেড়ে দিতে রাজী হবে না।

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "মরিয়ম-তনয় ঈসা -আসমান হতে অবতরণের পর মুসলিম সেনাপতি মাহদী বলবেন, নামাযের ইমামতি করুন! ঈসা নবী বলবেন, না! বরং তুমি-ই নামায পড়াও! তোমাদের একজন অপরজনের ইমাম। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এটা এক বিরাট সম্মাননা।" (**মুসলিম- ৪১২**)

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "মরিয়ম-তনয় ঈসা যার পেছনে নামায আদায় করবেন, সে আমার-ই উম্মতের একজন সদস্য।" (**নুআইম বিন হাম্মাদ**)

◆ যে পরিস্থিতিতে তিনি অবতরণ করবেন

সদ্যই মুসলমান বৃহৎ যুদ্ধে খৃষ্টানদের পরাজিত করে কনষ্ট্যান্টিনোপল শহর বিজয় করেছে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, অস্ত্রের মাধ্যমে নয়, শুধুমাত্র আল্লাহু আকবার ধ্বনিতেই কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় হবে। অতঃপর শয়তানের ঘোষণা শুনে সবাই দামেস্কে ফিরে আসবে। এর পরপরই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটাবে । সারাবিশ্ব ভ্রমণ করে সে মহা-ফেতনা ছড়িয়ে দেবে।

অপর বিস্তারিত বর্ণনায়, নবী করীম সা. বলেন, "দাজ্জাল জলাভূমিতে অবতরণ করলে মদীনায় দু-টি ভূ-কম্পন অনুভূত হবে । আতঙ্কে সকল মুনাফিক মদীনা থেকে বেরিয়ে দাজ্জালের সাথে চলে যাবে। অতঃপর দাজ্জাল শামে এসে মুসলিম বাহিনীকে অবরোধ করবে। মুসলমান সেখানে মহা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে। এহেন পরিস্থিতিতে এক মুসলমান বলতে থাকবে, ওহে মুসলমান! তোমরা এভাবে বসে আছ কেন? শত্রুবাহিনী তোমাদের ভূমিতে উপনীত হয়েছে।। জেগে উঠ..!! এখন-ই সময় পুণ্য অর্জনের, এখন-ই সময় শহীদ হওয়ার..!! অতঃপর সকালেই মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করবে । আল্লাহ পাক তাদের সততাকে কবুল করে নেবেন। কিছুক্ষণ পর কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার এসে মুসলমানদের ঢেকে ফেলবে, এমন সময় মরিয়ম তনয় ঈসা আসমান থেকে অবতরণ করবেন। অন্ধকার দূরভীত হলে রণসাজে সজ্জিত অচীন ব্যক্তিকে সবাই দেখতে পারে । বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করবে, কে আপনি? তিনি বলবেন, আমি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল, আল্লাহর কালিমা এবং প্রেরিত রূহ ঈসা বিন মরিয়ম..!! তোমাদের সামনে তিনটি সিদ্ধান্ত খোলা রয়েছে-

১) দাজ্জাল ও তার বাহিনীর উপর আল্লাহ আসমানী গযব নাযিল করবেন।

২) তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসে দেবেন।

৩) তাদের অস্ত্র-সস্ত্র নিষ্ক্রিয় করে তোমাদের হাতে তাদের মৃত্যু ঘটাবেন। মুসলমান। বলবে, শেষোক্ত সিদ্ধান্ত-ই আমাদের জন্য অধিক শান্তিদায়ক । সেদিন সুঠাম দেহ- বিশিষ্ট শক্তিশালী ইহুদী-ও ভয়ে তরবারী উত্তোলনে সক্ষম হবে না। আল্লাহ পাক তাদেরকে নির্মম শাস্তি দেবেন । সেদিন ইহুদীবাদ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । ঈসা নবীকে দেখে দাজ্জাল মোমের মত গলতে থাকবে । কিন্তু আল্লাহর নবী ঈসা -দৌড়ে গিয়ে স্ব-হস্তে দাজ্জালকে বর্ষার আঘাতে হত্যা করবেন।"

◆ কোথায় কিভাবে ঈসা নবী অবতরণ করবেন

দামেস্কের পূর্বাঞ্চলে সাদা মিনারের সন্নিকটে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে তিনি অবতরণ করবেন। ওয়ার্ছ ও জাফরানে বর্ণিল দু'টি চাদর তাঁর গায়ে পরা থাকবে।

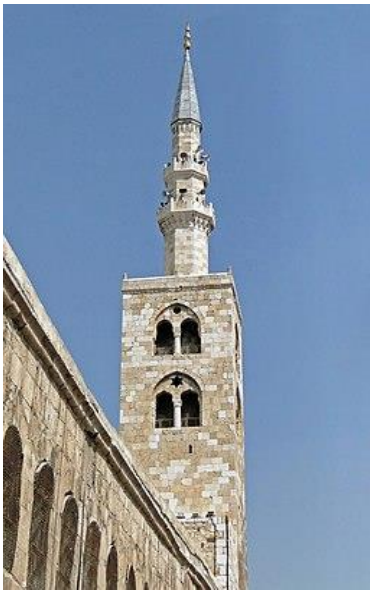

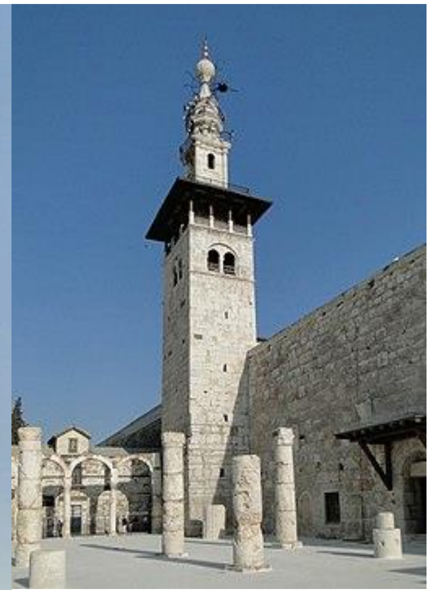

ইবনে কাছীর রহ. বলেন, "প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, তিনি দামেস্কের পূর্ব প্রান্তে সাদা মিনারের কাছাকাছি স্থানে অবতরণ করবেন। তখন নামাযের ইকামত হতে থাকবে, তাকে দেখে মুসলমান বলবে, হে আল্লাহর নবী। নামাযের ইমামতি করুন! ঈসা নবী বলবেন, না। তুমি-ই পড়াও! ইকামত তোমার জন্য দেয়া হয়েছে।।" ইবনে কাছীর রহ. আরও বলেন, "আমাদের সময় (৭৪১ হিজরী) মিনারটি সাদা পাথরে পুনর্নির্মিত হয়েছে। পূর্বের মিনারটি খৃষ্টানদের অর্থায়নে নির্মিত ছিল। ঈসা নবীর অবতরণ-স্থল হিসেবে হয়ত আল্লাহ মুসলমানদের হাতে এটি নির্মাণের ফায়সালা করেছেন।"

১৯৯২ সালে সিরিয়া ভ্রমণকালে পূর্ব দামেস্কের সেই স্থানে গিয়ে সাদা মিনারটি দেখেছিলাম। পরে ছবি-ও তুলে নিয়ে এসেছি। স্থানীয় লোকদের নিকট প্রসিদ্ধ যে, এটি-ই সেই সাদা মিনার যেখানে ঈসা নবী অবতরণ করবেন। কোন মসজিদ ভিত্তিক মিনার নয়; বরং শহরের প্রবেশদ্বারে এটি নির্মিত। এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা-ই খৃষ্টান। ঈসা নবী কী এখানেই অবতরণ করবেন নাকি অন্য কোথাও আল্লাহই ভাল। জানেন। কারো কারো মতে, দামেস্কের উমাভী জামে মসজিদের মিনারের কাছে ঈসা আ. অবতরণ করবেন। আল্লাহ-ই ভাল জানেন.. নিশ্চিতভাবে কোনটি-ই বলা যায় না।

◆ ঈসা আ. এর দৈহিক গঠন

বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য নবী করীম সা. ঈসা নবীর দৈহিক গঠন পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন-

স্বাভাবিক দেহগড়ন। না খাট, না লম্বা। শুভ্র ও রক্তিম মাঝামাঝি বর্ণ। সুপরিসর বক্ষদেশ। স্বাভাবিক ও কোমল কেশ। অবতরণকালে চুল থেকে পানি টপকাচ্ছে মনে হবে, অথচ মাথা সম্পূর্ণ অসিক্ত। ঈসা আ. প্রখ্যাত সাহাবী উরওয়া বিন মাসউদ রা. সদৃশ হবেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "আমি মে'রাজের রাত্রিতে মূসা এবং ঈসার সাথে সাক্ষাত করেছি।" একপর্যায়ে ঈসা আ.-এর দৈহিক বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, "স্বাভাবিক দেহ। শুভ্র ও রক্তিম মাঝামাঝি বর্ণ। দেখে মনে হচ্ছিল, সদ্যই তিনি গোসল সেরে এসেছেন।" (**বুখারী-৩২১৪**)

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, আমি ইবরাহীম আ.-কে দেখেছি। তন্মধ্যে ঈসা হচ্ছেন কিছুটা রক্তিম বর্ণের। স্বাভাবিক চুল। প্রশস্ত বক্ষদেশ.......।" (**বুখারী-৩২৫৫**)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "মে'রাজ থেকে প্রত্যাগত হওয়ার পর নিজেকে আমি হজরে আসওয়াদের নিকটে আবিস্কার করলাম। কুরায়েশ আমাকে ভ্রমণের খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করছিল। এক পর্যায়ে তারা বাইতুল মাকদিসের গুণ-প্রকৃতি জিজ্ঞেস করলে আমি প্রচণ্ড ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। অতঃপর আল্লাহ বাইতুল মাকদিসকে আমার চোখের সামনে ভাসিয়ে দেন। ফলে নিমিষেই তাদের সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকি। সেখানে আমি অনেক নবীদেরকে দেখেছিলাম। মূসাকে নামায পড়তে দেখেছিলাম, হালকা দেহগড়ন ও স্বাভাবিক কেশ। শানুআ গোত্রীয় লোকদের মত দেখাচ্ছিল। ঈসা বিন মারিয়াম নামায পড়ছিলেন, উরওয়া বিন মাসউদের মত দেখতে। ইবরাহীম আ.-ও সেখানে নামায পড়ছিলেন, ঠিক তোমাদের সাথী (স্বয়ং নবী করীম সা.)-এর মত। এমন সময় জামাতের সময় হলে আমি নামাযের ইমামতি করলাম। নামায শেষে কে যেন বলল, হে মুহাম্মদ! উনি হচ্ছেন জাহান্নামের প্রহরী! সালাম দিন! আমি তার দিকে তাকালে সে-ই সালামের সূচনা করল...।" (**মুসলিম- ৪৪৮**)

নবী করীম সা. বলেন, "একদা স্বপ্নে কা'বার সন্নিকটে পিঙ্গলবর্ণের সুন্দরতর এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। স্বাভাবিক কেশগুচ্ছ তার পেছন দিকে ঢেও খেলছিল। দেখে -মাথা থেকে পানি ঝরছে মনে হচ্ছিল। দু'জন ব্যক্তির স্বদ্ধে হাত রেখে কা'বা শরীফ তওয়াফ করছিলেন। উনি কে? জিজ্ঞেস করলে, উত্তর আসল, "ঈসা বিন মরিয়ম"। ঠিক পেছনে আর-ও একজনকে দেখতে পেলাম।উন্মুক্ত চুল, ডান চোখে কানা। দেখতে ইবনে কুতন' এর মত লাগছিল। দু'জন ব্যক্তির স্কন্ধে ভর দিয়ে সে-ও বাইতুল্লাহ তওয়াফ করছিল। এ কে? জিজ্ঞেস করলে উত্তর আসল, "মাছীহ দাজ্জাল"। (**মুসলিম-৪৪৪**)

ঈসা আ.-এর জমানায় যা ঘটবে

- দাজ্জাল হত্যা কার্য সম্পাদনার পর যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিষ্ঠিত হবে- বিশ্বময় পূর্ণ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। সকল ভ্রান্ত মতবাদের অবসান ঘটবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত, অচিরেই সৎ ও নিষ্ঠাবান শাসক হয়ে মরিয়ম- তনয় ঈসা আসমান হতে অবতরণ করবেন। ক্রুস ভেঙে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযয়ার বিধান রহিত করবেন।" (**বুখারী-২৩৪৪**)

- **বিশ্বব্যাপী সত্যের কালেমার বিজয় হবে। ইহুদী খৃষ্টানদের দাবী ভ্রান্ত বিবেচিত হবে।**
- **জিযয়ার বিধান রহিত হবে।**
- **মহা ফেতনার প্রকৃত হোতা দাজ্জাল নিহত হবে। •**
- **ন্যায়, নিষ্ঠা এবং শান্তির জয়-জয়কার হবে।**

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "নবীগণ সকলেই পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। মাতা ভিন্ন, কিন্তু ধর্ম এক। ঈসা বিন মরিয়মের সবচে কাছাকাছি হলাম আমি। আমার এবং তাঁর মাঝে কোন নবী নেই। অচিরেই সে অবতরণ করবে। তোমরা তাঁকে ভাল করে চিনে নিয়োঃ- মাঝারি গড়ন, শুভ্র ও রক্তিম মাঝামাঝি বর্ণ। দু'টি বর্ণিল চাদরে আবৃত থাকবে। দেখে মনে হবে, মাথা থেকে পানির ফুটা

ঝরছে । অতঃপর ক্রুস ভেঙে দেবেন । শুকুর হত্যা করবেন । জিয়ার বিধান রহিত করবেন। সকল বিধর্মীকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন। তাঁর সময়ে আল্লাহ পাক ইসলাম ছাড়া অন্যসব ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন । তাঁর সময়ে দাজ্জাল নিহত হবে । দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ইসলাম সেদিন প্রশান্তচিত্তে ভূমিতে স্থির পাবে। সর্প, উট, ষাঁড়, নেকড়ে, ছাগল, শেয়াল সব একসাথে ঘুরে বেড়াবে, কেউ কারো ক্ষতি করবে না । শিশুরা সাপ নিয়ে খেলা করবে, দংশন করবে না। এভাবে চল্লিশ বৎসর চলবে। অতঃপর ঈসা আ. ইন্তেকাল করবেন। মুসলমানগণ তাঁর জানাযায় শরীক হবে।" (**মুসনাদে আহমদ-৯২৫৯**)

- **শান্তি ও সচ্ছলতার জয়-জয়কার হবে**
- **কুরায়েশ নেতৃত্বের অবসান হবে ।**

আবু উমামা বাহেলী রা. বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "... অতঃপর আমার উম্মতের মাঝে সৎ নিষ্ঠাবান বিচারকের বেশে ঈসা বিন মরিয়ম অবতরণ করবেন । ক্রুস ভেঙে দেবেন । শুকর হত্যা করবেন । জিযয়া-র বিধান রহিত করবেন । সাদাকা গ্রহণে কেউ তখন আগ্রহী হবে না । উট-বকরী পালনে কেউ মনযোগী হবে না । পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষের বিলুপ্তি ঘটবে। বিষাক্ত প্রাণী থেকে বিষ উঠিয়ে নেয়া হবে। বাচ্চারা সাপের মুখের ভিতর হাত দিয়ে খেলা করবে, কোন ক্ষতি করবে না। কোলের শিশু বাঘের সামনে দৌড়াদৌড়ি করবে, কোন ক্ষতি করবে না। শেয়াল - ছাগলের সামনে কুকুর হয়ে যাবে । পানি যেমন পাত্রভর্তি হয়ে যায়, তেমনি সেদিন পুরো বিশ্ব শান্তিতে ভরে যাবে। চারিদিকে একটি মাত্র কালেমার জয়- ধ্বনি হবে। আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা হবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহের চির অবসান হবে। কুরায়েশ গোত্র নেতৃত্ব থেকে হারিয়ে যাবে। বিশ্ব সেদিন রূপার পাত্র সদৃশ (স্বচ্ছ ও নির্মল) হবে। পিতা আদম আ.-এর যুগের মত জমিতে ফসল তৈরি হবে। আঙ্গুরের একটি ছড়া একাধিক ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করবে। একটি মাত্র ডালিম চার/পাঁচজন তৃপ্তিসহ খাবে। ষাঁড়ের মূল্য সেদিন এত...এত.... হবে । কয়েক দিরহাম দিয়ে-ই অশ্ব কেনা যাবে।" (**ইবনে মাজা**)

- **অন্তরীক্ষ থেকে হিংসা বিদ্বেষ উঠে যাবে।**

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "মাছীহ দাজ্জাল হত্যা- পরবর্তী কালে আকাশ থেকে পুণ্যময় বারিধারা বর্ষণ হবে। জমিতে প্রচুর ফসলাদি তৈরি হবে। এমনকি সাফা পর্বতের পাথরে কেউ বৃক্ষ রোপন করলে সেখানে ও অঙ্কুরিত হবে। বাঘের পাশ দিয়ে মানুষ অতিক্রম করবে, কোন ক্ষতি করবে না । সাপ নিয়ে খেলা করবে, কোন ক্ষতি করবে না। কেউ কারো প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘোস্থা করবে না।" (**দাইলামী, আলবানী সমর্থিত**)

- **যুদ্ধ-বিগ্রহের চির অবসান হবে।**

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, সৎ নিষ্ঠাবান বিচারক হিসেবে ঈসা বিন মরিয়ম পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। ক্রুস ভেঙে দেবেন । শুকর হত্যা করবেন । সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করবে। (যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য ব্যবহৃত) তরবারী ফসল-কাটার কাজে ব্যবহৃত হবে। সকল বিষাক্ত প্রাণী থেকে বিষ উঠিয়ে নেয়া হবে। আকাশ থেকে পুণ্য বারি বর্ষিত হবে। ফসলাদিতে জমি ভরে উঠবে। শিশুরা সাপ নিয়ে খেলা করবে... । ছাগল, শেয়াল, ষাঁড়, নেকড়ে এক সারিতে পাশাপাশি চলবে, কেউ কারো ক্ষতি করবে না।" (**মুসনাদে আহমদ-১০২৬৬**)

◆ ঈসা-সঙ্গীদের মর্যাদা

ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "আমার উম্মতের দু'টি দলকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। এক. হিন্দুস্তানে যুদ্ধরত দল। দুই. ঈসা বিন মরিয়মের সঙ্গী-দল।" (**মুসনাদে আহমদ-২২৪৪৯**)

❁ অবতরণের পর পৃথিবীতে তাঁর জীবনকাল

ঈসা আ. চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। বিশ্বব্যাপী তখন শান্তি, নিরাপত্তা এবং ন্যায়ের জয় জয়কার হবে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "নবীগণ সকলেই পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। মাতা ভিন্ন, কিন্তু ধর্ম এক। ঈসা বিন মরিয়মের সবচে' কাছাকাছি হলাম আমি। আমার এবং তাঁর মাঝে কোন নবী নেই। ...(দীর্ঘ হাদিসটির শেষে নবীজী বলেন,) চল্লিশ বৎসর সে পৃথিবীতে অবস্থান করে ইন্তেকাল করবে। মুসলমানগণ তাঁর জানাযায় শরীক হবে।" (**মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকিম**)

وانه لعلم الساعة

কুরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু হুরায়রা বলেন, "ঈসা নবী অবতরণ করবেন । চল্লিশ বৎসর তিনি জীবিত থাকবেন। ঐ চল্লিশ -চার বৎসরের মত মনে হবে । তিনি হজ্ব করবেন, উমরা পালন করবেন।

❁ ঈসা আ. হজ্ব করবেন

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত। হজ্ব বা উমরা কিংবা এতদুভয়টি পালনের উদ্দেশ্যে ঈসা বিন মরিয়ম "রাওহা" প্রান্তর থেকে "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" বলবেন " (**মুসলিম-৩০৮৯**)

"রাওহা" হচ্ছে মক্কা এবং মদীনার মাঝামাঝি প্রসিদ্ধ একটি সড়কের নাম। আবু হুরায়রার অপর বর্ণনায় নবী করীম সা. বলেন, "অবশ্যই ন্যায় নিষ্ঠাবান শাসক রূপে ঈসা বিন মরিয়ম অবতরণ করবেন । হজ্ব বা উমরার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন পথ পাড়ি দিবেন । (রওজা শরীফে) কবরের পাশে এসে আমাকে তিনি সালাম দিবেন, আমি ও তাঁর সালামের জবাব দেব। আবু হুরায়রা বলেন- হে ভাতিজা তাকে পেলে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে। (**মুস্তাদারকে হাকিম-৪১৬২**)

◆ ইয়াজুজ – মাজুজের উদ্ভব

ইয়াজূজ এবং মাজুজ হচ্ছে আদম সন্তানের মধ্যে দু'টি গোত্র, যেমনটি হাদিস এবং বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে । তাদের মধ্যে কিছু মানুষ অস্বাভাবিক বেঁটে, আবার কিছু অস্বাভাবিক লম্বা। কিছু অনির্ভরযোগ্য কথা-ও প্রসিদ্ধ যে, তাদের মাঝে বৃহৎ কর্ণবিশিষ্ট মানুষও আছে, এক কান মাটিতে বিছিয়ে এবং অপর কান গায়ে জড়িয়ে বিশ্রাম করে। বরং তারা হচ্ছে সাধারণ আদম সন্তান। বাদশা যুল কারনাইনের যুগে তারা অত্যাধিক বিশৃঙ্খল জাতি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। অনিষ্টতা থেকে মানুষকে বাঁচাতে ফুল কারনাইন তাদের প্রবেশ পথে বৃহৎ প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন । নবী করীম সা. বলে গেছেন যে, ঈসা নবী অবতরণের পর তারা সেই প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। আল্লাহর আদেশে ঈসা আ. মুমিনদেরকে নিয়ে তূর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অতঃপর স্কন্ধের দিক থেকে এক প্রকার পোকা সৃষ্টি করে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন । নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছেঃ

◆ ঐতিহাসিক সেই প্রাচীর নির্মাণ

যুল কারনাইনের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেন,

"আবার সে পথ চলতে লাগল। অবশেষে যখন সে দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছল, তখন সেখানে এক জাতিকে পেল, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। যারা বললঃ হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। সে বলল, আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ দিয়েছেন, তা-ই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন সে বলল, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বলল, তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই। অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না।" (**সূরা কাহফ ৯২-৯৭**)

◆ ইয়াজুজ-মাজুজের ধর্ম কী? তাদের কাছে কি শেষনবীর দাওয়াত পৌঁছেছে?

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তারা হচ্ছে আদম সন্তানের-ই এক সম্প্রদায়। হাফেয ইবনে হাজার রহ.এর মতে, তারা নূহ আ.-এর পুত্র ইয়াফিছের পরবর্তী বংশধর । ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, কোন এক ভ্রমণে আমরা নবীজী সাথে ছিলাম । সাথীগণ বাহন নিয়ে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ল । নবীজী উচ্চকণ্ঠে পাঠ করলেন, "হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব বড় কঠিন।" (**সূরা হাজ্ব ১-২**) নবীজীর উচ্চবাক্য শুনে সাহাবাগণ একত্রিত হতে লাগলেন, সবাই জড়ো হলে বলতে লাগলেন, "তোমরা কি জান- আজ কোন দিবস? আজ হচ্ছে সেই দিবস, যে দিবসে আদমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বললেন, জাহান্নামের উৎক্ষেপণ বের কর! আদম বলবে, জাহান্নামের উৎক্ষেপণ কী হে আল্লাহ..!? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন জাহান্নামে আর একজন শুধু জান্নাতে!! নবীজীর কথা শুনে সাহাবাদের চেহারায় ভীতির ছাপ ফুটে উঠল। তা দেখে নবীজী বলতে লাগলেন, আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! সেদিন তোমাদের সাথে ধ্বংসশীল আদম সন্তান, ইয়াজুজ- মাজুজ এবং ইবলিস সন্তানেরা-ও থাকবে, যারা সবসময় বাড়তে থাকে উদ্ভব (অর্থাৎ ওদের থেকে নয়শ নিরানব্বই জন জাহান্নামে, আর তোমাদের থেকে একজন জান্নাতে)। সবাই তখন আনন্দ ও তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়ল। আরো বললেন, আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! মানুষের মাঝে তোমরা সেদিন উটের গায়ে ক্ষুদ্রচিহ্ন বা জন্তুর বাহুতে সংখ্যা চিহ্ন সদৃশ হবে।" (**তিরমিযী-৩১৬৯, মুসনাদে আহমদ ১৯৯১৫**)

অর্থাৎ হাশরের ময়দানে ইয়াজুজ-মাজুজ, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি এবং ইবলিস বংশধরদের উপস্থিতিতে তোমাদেরকে মুষ্টিমেয় মনে হবে। ঠিক উটের গলায় ক্ষুদ্র চিহ্ন আঁকলে যেমন দেখা যায়, হাশরের ময়দানেও তোমাদের তেমন দেখাবে ।

❁ ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যাধিক্য

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "ইয়াজুজ-মাজুজ আদম সন্তানের-ই একটি সম্প্রদায়। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলবে। তাদের একজন মারা যাওয়ার আগে

এক হাজার বা এর চেয়ে বেশি সন্তান জন্য নিয়ে যায়। তাদের পেছনে তিনটি জাতি আছে, তাউল, তারিছ এবং মাস্ক।" (**তাবারানী**)

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন, "দশ ভাগে আল্লাহ পাক সৃষ্টিকে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে নয়টি ভাগে ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন। বাকী একটি ভাগে অবশিষ্ট সকল সৃষ্টকে সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতাদের আবার দশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে নয়টি ভাগ দিন-রাত বিরামহীন আল্লাহর আদেশ মতে কাজ করে চলেছে। একটি ভাগ আল্লাহ পাক নবী রাসূলদের কাছে প্রেরণের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। অতঃপর সাধারণ সৃষ্টিকে আবার দশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। অনুধ্যে নয়টি ভাগে জিন তৈরি করেছেন, একভাগে আদম সন্তান। অতঃপর আদম সন্তানকে আল্লাহ দশভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে নয়ভাগে সৃষ্টি করেছেন ইয়াজুজ-মাজুজ, আর অবশিষ্ট একভাবে সকল মানুষ।" (**মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৫০৬**)

দৈহিক গঠন

খালেদ বিন আব্দুল্লাহ -আপন খালা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা নবী করীম সা. বিষ্ণু দংশনের ফলে মাথায় বেন্ডিস বাঁধাবস্থায় ছিলেন। বললেন, তোমরা তো মনে কর যে, তোমাদের কোন শত্রু নেই! (অবশ্যই নয়; বরং শত্রু আছে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে) তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে। অবশেষে ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভব হবে। প্রশস্ত চেহারা, ক্ষুদ্র চোখ, কৃষ্ণ-চুলে আবছা রক্তিম। প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে তারা দ্রুত ছুটে আসবে। মনে হবে, তাদের চেহারা সুপরিসর ঢাল।" (**মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী**)

যেভাবে প্রাচীর ভেঙে যাবে

যুলকারনাইনের নির্মিত সুদৃঢ় প্রাচীরের দরুন দীর্ঘকাল তারা পৃথিবীতে আসতে পারেনি। প্রাচীরের ওপারে অবশ্যই নিজস্ব পদ্ধতিতে তারা জীবন যাপন করছে। তবে অদ্যাবধি তারা সেই প্রাচীর ভাঙতে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, প্রাচীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী করীম সা. বলেন, "অতঃপর প্রতিদিন তারা প্রাচীর ছেদনকার্যে লিপ্ত হয়। ছিদ্র করতে করতে যখন পুরোটা উন্মোচনের উপক্রম হয়, তখনি তাদের একজন বলে, আজ তো অনেক করলাম, চল! বাকীটা আগামীকাল করব। পরদিন আল্লাহ পাক সেই প্রাচীরকে পূর্বে থেকেও শক্ত ও মজবুতরূপে পূর্ণ করে দেন। অতঃপর যখন সে-ই সময় আসবে এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে বের হওয়ার অনুমতি দেবেন, তখন তাদের একজন বলে উঠবে, আজ চল! আল্লাহ চাহেন তো আগামীকাল পূর্ণ খোদাই করে ফেলব! পরদিন পূর্ণ খোদাই করে তারা প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। মানুষের ঘরবাড়ী বিনষ্ট করবে, সমুদ্রের পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে। ভয়ে আতঙ্কে মানুষ দূর দূরান্তে পলায়ন করবে। অতঃপর আকাশের দিকে তারা তীর ছুড়বে, তীর রক্তাক্ত হয়ে ফিরে আসবে।" (**তিরমিযী-৩১৫৩, মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৫০১, মুসনাদে আহমদ**,)

কুরআন কারীমে ইয়াজুজ মাজুজের বিবরণ

আল্লাহ পাক বলেন, "তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম...।" "আবার সে পথ চলতে লাগল। অবশেষে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের

মধ্যস্থলে পৌঁছল, তখন সেখানে এক জাতিকে পেল, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বলল, হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। সে বলল, আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন সে বলল, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বলল, তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই। অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতে ও সক্ষম হল না। যুলকারনাইন বলল, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমর পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে আনব।" **(সূরা কাহফ ৯২-৯৭**)

❁ হাদিস শরীফে ইয়াজুজ-মাজুজের বিবরণ

- যয়নব বিনতে জাহশ রা. থেকে বর্ণিত, একদা সন্ত্রস্ত চেহারায় নবী করীম সা. তার ঘরে প্রবেশ করে বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই) সর্বনাশ আরবের! তাদের অনিষ্ট কাছিয়ে গেছে।" দুই আঙ্গুলে ইশারা করে বললেন, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর থেকে এতটুকু আজ উন্মোচিত হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন, সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ থাকতেও আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? বললেন, হ্যাঁ..। পাপাচার বেড়ে গেলে তাই হবে।" (**বুখারী-৩১৬৮, মুসলিম-৭৪১৮**)

- আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "আল্লাহ পাক আদমকে, ম নিদর্শন (৩) ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভব উদ্দেশ্য করে বলবেন, হে আদম! বলবে, উপস্থিত হে আল্লাহ! সকল কল্যাণ একমাত্র আপনার হাতেই! আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামের উৎক্ষেপণ বের কর! আদম বলবে, জাহান্নামের উৎক্ষেপণ কী হে আল্লাহ!? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজার থেকে নয়শ নিরানব্বই জন । শুনা মাত্রই আতঙ্কে শিশুর চুল সাদা হয়ে যাবে। গর্ভবতীর গর্ভপাত ঘটবে। মানুষকে সেদিন মাতাল মনে হবে; বাস্তবে মাতাল নয়, আল্লাহর আযাব বড় কঠিন। "সেই মুক্তিপ্রাপ্ত একজন কে হবে" প্রশ্নের উত্তরে নবীজী বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর! তোমাদের থেকে একজন এবং ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে এক হাজার। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিল। নবীজী বললেন, তোমরা জান্নাতের একতৃতীয়াংশ হবে আমি আশা করি। সাহাবায়ে কেরাম আবার-ও "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। নবীজী আর-ও বললেন, বরং তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে আমি আশা করি । আবার-ও "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারিত হল । নবীজী বললেন, সাদা ষাঁড়ের গায়ে একটি কালো পশম যেমন স্পষ্ট নজরে আসে, হাশরের ময়দানে তোমরা-ও তেমনি নজরে আসবে।" (**বুখারী-৩১৭০**)

- ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, কোন এক ভ্রমণে আমরা নবীজীর সাথে ছিলাম । সাথীগণ বাহন নিয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। নবীজী উচ্চকণ্ঠে পাঠ করলেন, "হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক

গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব বড় কঠিন।" (**সূরা হাজ্ব ১- ২**)

- নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "অতঃপর আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজকে বের করবেন তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে অবতরণ করবে। তাদের প্রথম দল বুহাইরা তাবারিয়া-য় এসে নিমিষেই সমস্ত পানি পান করে ফেলবে। পরবর্তী দল এসে বলতে থাকবে, "এখানে কোন কালে হয়ত পানি ছিল।" (**মুসলিম-৭৫৬০**)

- নবী করীম সা. বলেন, "অতঃপর ইয়াজুজ-মাজুজ জেরুজালেমের জাবালে খামর-এর দিকে গিয়ে বলবে, জমিনের অধিবাসীকে আমরা নিঃশেষ করেছি, এখন আসমানের অধিবাসীদের নিঃশেষ করব। একথা বলে তারা আসমানের দিকে তীর ছুড়তে থাকবে। আল্লাহ তাদের তীরকে রক্তিম করে ফিরিয়ে দেবেন। ঈসা ও তাঁর সাথীদেরকে অবরোধ করে ফেলা হবে। সেখানে তারা প্রচন্ড ক্ষুধা এবং অভাবে দিন যাপন করবে। খাদ্যের অভাবে ষাঁড়ের মুণ্ডু সেদিন একশ দিনারের চেয়েও বেশি মূল্যের হবে। অতঃপর ঈসা ও তাঁর সাথীদের দোয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজদের স্কন্ধে এক প্রকার পোকা তৈরি করে দেবেন। ফলে নিমিষেই তারা ধ্বংসমুখে পতিত হবে। অতঃপর ঈসা ও তাঁর সাথীগণ তুর পর্বত থেকে নেমে এসে দেখবেন, ভূমিতে এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও অবশিষ্ট নেই; সর্বত্র তাদের লাশ পড়ে আছে। দুর্গন্ধে পরিবেশ ভারী হয়ে আছে। ঈসা ও তাঁর সাথীগণ আবার ও দোয়া করবেন। আল্লাহ পাক বড় উটের গলাসদৃশ বিরল কিছু পাখী পাঠাবেন। পাখীগুলো এসে ইয়াজুজ-মাজুজদের লাশগুলো আল্লাহর আদেশকৃত স্থানে ফেলে আসবে। 'অতঃপর আল্লাহ জমিনে বরকতময় বৃষ্টি দিয়ে সকল জনপদ ও ঘরবাড়ীগুলো ধুয়ে দেবেন। সারা পৃথিবী আয়নার মত পরিস্কার হয়ে যাবে। অতঃপর বলা হবে, হে জমিন! ফসল উদগত কর! বরকত প্রকাশ কর। সেদিন একটি ডালিম একাধিক ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করবে। মানুষ ডালিমের খোলসকে ছায়াদানের কাজে ব্যবহার করবে। দুধের বরকত ফিরে আসবে। একটি মাত্র উষ্ট্রীর দুধ উদ্ভব

- সেদিন বহু লোক মিলে পান করতে পারবে। গরুর দুধ সেদিন সারা গোত্রের মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। বকরির দুধ সেদিন আত্মীয়স্বজন সবার জন্য যথেষ্ট। হবে। এভাবে মুমিনগণ জীবনযাপন করতে থাকবেন। অবশেষে আল্লাহ মুমিনদের রূহ কব্জা করতে এক প্রকার সুবাতাস পাঠাবেন। বাহুমূলে স্পর্শিত হওয়া মাত্রই মুমিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। পৃথিবীতে কোন মুমিন অবশিষ্ট থাকবে না; থাকবে শুধু দুষ্ট ও দুশ্চরিত্র লোক, যারা গাধার ন্যায় রাস্তাঘাটে কুকর্মে লিপ্ত হবে। তাদের উপর-ই কেয়ামতের কঠিন আযাব নিপতিত হবে।" (**মুসলিম**)

- অপর হাদিসে, "মুমিনগণ ইয়াজুজ-মাজুজের নিক্ষেপিত তীর-ধনুক দিয়ে সাত বৎসর পর্যন্ত লাকড়ির কাজ চালাবে।"

- আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মেরাজের রাত্রিতে নবীজী, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা আ. মিলে কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। সবাই মিলে ঈসাকে বলতে বললে ঈসা আ. বললেন, দাজ্জাল হত্যার পর সকলেই নিজ নিজ দেশে গিয়ে দেখবে ইয়াজুজ-মাজুজ বেরিয়ে এসেছে। সবাই দ্রুত পালিয়ে আমার কাছে চলে আসবে। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব। আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজকে ধ্বংস করে দেবেন। সর্বত্রই তাদের পঁচা লাশ পড়ে থাকবে। আবার আল্লাহর কাছে দোয়া করব। আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের লাশগুলিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন।" (**মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৫০২**)

ইয়াজুজ মাজুজের ধ্বংস

ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভবে সারা বিশ্ব বিশৃঙ্খলায় ভরে উঠবে। সর্বত্রই তারা হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত আসমানের অধিবাসীকে ধ্বংস করতে তারা উপর দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। সুতরাং ঈসা নবীর সহচর এবং মুষ্টিমেয় পলায়নকারী ব্যতীত কেউ রক্ষা পাবে না। ঈসা নবী ও তাঁর সহচরবৃন্দ তখন ভূর পর্বতে মহা দুর্ভিক্ষে দিনাতিপাত করবেন । তখন ঈসা আ.-এর দোয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক ইয়াজুজ-মাজুজদের স্কন্ধে এক প্রকার পোকা তৈরি করে দেবেন। নিমিষেই সব ধ্বংস হয়ে যাবে । অতঃপর এক প্রকার দুর্লভ পাখী দিয়ে আল্লাহ এদের পঁচা লাশগুলো দূরে কোথাও নিক্ষেপ করবেন। এরপর জমিনকে তার বরকত প্রকাশ করতে বলা হবে । আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভব হবে। প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে তারা লাফিয়ে অবতরণ করবে। মুমিনগণ মেষপাল নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাবে। অতঃপর ইয়াজুজ-মাজুজ ভূমির সকল পানি খেয়ে ফেলবে। পরবর্তী দল নদীর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বলবে, কোন একসময় হয়ত এখানে পানি ছিল । শেষ পর্যন্ত তাদের ধারণানুযায়ী কেউ যখন বেঁচে থাকবে না, তখন বলবে, জমিনের অধিবাসীকে আমরা শেষ করেছি এবার আসমানবাসীদের নিঃশেষ করব। একথা বলে তারা আকাশের দিকে বর্ষা নিক্ষেপ করলে আল্লাহ তাদের বর্ষাকে রক্তিম ফিরিয়ে দেবেন। অবশেষে তাদের স্কন্ধে এক প্রকার পোকা তৈরি করে আল্লাহ এদের ধ্বংস করবেন । অবরোদ্ধ মুসলমান বলবে, কেউ কি আছ? গিয়ে দেখ, শত্রুদের কী হয়েছে? অতঃপর এক মুসলমান মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জ্ঞানে দূর্গের বাইরে এসে যাবে। দেখবে, সবাই মরে একটি অপরটির উপ লাশ হয়ে পড়ে আছে। চিত্কার দেবে, ওহে মুসলমান। সুসংবাদ শুন আল্লাহ শত্রুবাহিনীকে ধ্বংস করেছেন । অতঃপর সকল মুসলমান গুহা থেকে বেরিয়ে তাদের জন্তুগুলো ছেড়ে দেবে। বহুদিন পর্যন্ত লাশের মাংস খেয়ে জন্তুগুলো মোটাতাজা হয়ে উঠবে (**মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৫০৪**)

অপর বর্ণনায়, "মুমিনগণ তাদের মৃত্যুর খবর শুনে বলতে থাকবে যে, তারা মরেনি: বরং অন্যান্যদের মত আমাদেরকেও হত্যা করতে তারা মৃত্যুর ভান করেছে । সুতরাং কেউ-ই বের হয়ো না। তখন একজন সাহসী মুমিন বলবে, দরজা খোল! আমি নিজে গিয়ে দেখব! সাথীগণ বলবে, না। তোমাকে আমরা মৃত্যুমুখে ঠেলে দেব না । তখন সে দড়ি বেয়ে পর্বত থেকে নিচে নেমে আসবে । দেখবে, সত্যিই সব মরে লাশ হয়ে। পড়ে আছে।"

তিনটি ভূমিধ্বস

যে সকল হাদিসে ভূমিধ্বসের কথা বর্ণিত হয়েছে হুযাইফা বিন উছাইদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম, নবী করীম সা. এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী আলোচনা করছ? -কেয়ামত নিয়ে আলোচনা করছি। বললেন, দশটি বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না-

১) ধূম্র (ধোঁয়া)

২) দাজ্জাল

৩) অদ্ভুত প্রাণী

৪) পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়

৫) মরিয়ম-তনয় ঈসার অবতরণ

৬)ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভব

৭)৮)৯) তিনটি ভূ-ধ্বস। প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে এবং আরব উপদ্বীপে।

১০) সবশেষে ইয়েমেন থেকে উত্থিত হাশরের দিকে তাড়নাকারী অগ্নি। (**মুসলিম- ৭৪৬৭**)

◆ যে সকল হাদিসে ব্যাপক ভূমিধসের কথা বলা হয়েছে-

- উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "জনৈক খলীফার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিরোধ সৃষ্টি হবে। তখন কুরায়েশ গোত্রীয় মদীনার একজন লোক পালিয়ে মক্কায় চলে আসবেন। মক্কার লোকেরা তাকে খুঁজে বের করে অনিচ্ছা সত্তেও রুকন এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝামাঝি স্থানে বায়আত গ্রহণ করবে। বায়আতের খবর শুনে শামের দিক থেকে এক বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। মক্কা-মদীনার মাঝামাঝি বায়দা প্রান্তরে তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে। বাহিনী ধ্বসের সংবাদ শুনে শাম ও ইরাকের শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণ মক্কায় এসে রুকন ও মাক্কামে ইবরাহীমের মাঝামাঝিতে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করবে।" (**সহিহ ইবনে হিব্বান-৬৭৫৭**),

কতিপয় হাদিসে পাপের শাস্তি স্বরূপ ভূমিধ্বসের কথাও বর্ণিত হয়েছেঃ

- আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "এই উম্মতের একদল লোক নৈশভোজ, মদ্য পান ও গান-বাজনা করে রাতে শুতে যাবে। সকালে উঠে দেখবে যে, তাদের আকৃতি শুকরের মত বিকৃত হয়ে গেছে। অত্যাধিক ভূ-স ঘটতে থাকবে। মানুষ সকালে উঠে বলতে থাকবে, কালরাতে অমুক এলাকায় ভূমি ধ্বসে গেছে। তাদের উপর পাথরের বর্ষণ হবে। মদ্য পান, সুদ ভক্ষন, রেশম পরিধান, নর্তকী গ্রহণ ও আত্মীয়তা ছিন্নকরণ অপরাধে তাদের উপর প্রলয়ংকর বায়ু প্রেরিত হবে।" (**মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৫৭২**)

- ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "এই উম্মতের মাঝে ভূ- ধ্বস, আকার বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের শাস্তি আসবে।" (**মুস্তাদরাকে হাকিম-৮০৭৬**)

- ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "একদা এক ব্যক্তি দম্ভ সহকারে লুঙ্গি টেনে ধরলে তাকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়। কেয়ামত পর্যন্ত সে মাটির নিচে চিল্লাতে থাকবে।" (**বুখারী-০২৫৭**)

- আনাছ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "মানুষ দ্রুত শহরমুখী হচ্ছে। প্রাচ্যে 'বছরা' নামে একটি শহর আছে। সেখান দিয়ে অতিক্রম বা গমন করলে ওখানকার জলাভূমি, তৃণভূমি, বাজার এবং বিত্তশালীদের দরজায় প্রবেশ করো না। বরং বছরা'র উপকণ্ঠ দিয়ে অতিক্রম করবে। কারণ, সেখানেই ভূ- ধ্বস, পাথর বর্ষণ ও ভূ-কম্পন শাস্তি ঘটবে। সেখানকার একদলকে শুকর- বানরে পরিণত করা হবে।" (**সুনানে আবি দাউদ-৪৩০৯**)

- নাফে' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. এর কাছে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে বলল, অমুক (শামের একজন ব্যক্তি) আপনাকে সালাম জানিয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন

উমর বললেন, শুনেছি, সে নতুন কোন কুসংস্কার আবিষ্কার করেছে। যদি তাই হয়, তবে তাকে গিয়ে আমার সালাম বলবে না। নবী করীম সা.-কে আমি বলতে শুনেছি, “কুসংস্কারী যিন্দীক এবং তকদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের উপর ভূমিধ্বস ও পাথর বর্ষণের শাস্তি আবর্তিত হবে।" (**সুনানে ইবনে মাজা-৪০৬১**)

উপরোক্ত হাদিস-সমগ্র থেকে বুঝা যায়, এই উম্মতের মাঝে সময়ে সময়ে পাপের শাস্তি স্বরূপ ভূ-ধ্বসের ঘটনা ঘটতে থাকবে। তবে শেষ জমানায় বৃহৎ তিনটি ভূমিধ্বসের মধ্যে আরব উপদ্বীপে ধ্বসের স্থান ও কারণ উদঘাটন করা গেছে। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভূ-ধ্বস, কোথায় কি কারণে ঘটবে, কিছুই উদঘাটন করা যায়নি । আল্লাহই ভাল জানেন।

◆ ধূম্র (ধোঁয়া)

মূলত ধূম্র হচ্ছে কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম একটি নিদর্শন । আল্লাহ পাক বলেন, “অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে৷ যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করুন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি৷ তারা কী করে বুঝবে, অথচ তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল।” (**সূরা দোখান ১০-১৩**)

আয়াতে ধোঁয়া বলতে কী উদ্দেশ্য?

উলামাদের একটি সম্প্রদায় বলেছেন, এখানে ধোঁয়া বলতে ঈমান আনায়নে অস্বীকার করায় কুরায়েশ লোকদের উপর যে ধোঁয়া এসেছিল, তা উদ্দেশ্য। কঠিন যন্ত্রণার দরুন সে সময় তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না । আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. সহ একদল তাবেয়ীন এই মত ব্যক্ত করেছেন । ইবনে জারীর তাবারী রহ. মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন ।

মাছরূক বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের কাছে বসা ছিলাম। এক লোক এসে বলতে লাগল, হে আবু আব্দুর রহমান! এক লোক বলে বেড়াচ্ছে যে, অচিরেই ধোঁয়ার নিদর্শনটি আবর্তিত হবে । যন্ত্রণায় সকল কাফেরের দম বন্ধ হয়ে যাবে, মুমিনদের সর্দি-জাতিয় অনুভব হবে। একথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. গোস্বায় বসে বলতে লাগলেন, ওহে লোকসকল! আল্লাহকে ভয় কর! যা জান, শুধু তাই মানুষের কাছে বর্ণনা কর! যা জান না, সে বিষয়ে "আল্লাহই ভাল জানেন" বল! কারণ, অজ্ঞাত বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ অবগত নয়। আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, “বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি লৌকিকতাকারী-ও নই।” নবী করীম সা. লোকদের পশ্চাদবরণ দেখে বলেছিলেন, “হে আল্লাহ! ইউসূফ আ.-এর যুগের মত (দুর্ভিক্ষের) সাত বৎসর অবতরণ কর!" ফলে দুর্ভিক্ষ লেগে গেল । লোকেরা চামড়া ও মৃত জন্তু বক্ষণ করতে লাগল। মানুষ তখন আকাশের দিকে তাকালে ধোয়া দেখতে পেত।" (**সহিহ ইবনে হিব্বান-৪৭৬৪**)

ইবনে মাসউদ রা. আর-ও বলেন, “পাঁচটি নিদর্শন গত হয়ে গেছে- ১) সার্বক্ষণিক শাস্তি, ২) পারস্যের উপর রোমকদের বিজয়, ৩) বৃহদাক্রমণ (বদর যুদ্ধ)।, ৪) চন্দ্র বিদারণ, ৫) ধোঁয়া" (**বুখারী-৪৫**)

অধিকাংশ উলামাদের মতে, আয়াতে উল্লেখিত ধোঁয়ার নিদর্শনটি আজো অপ্রকাশিত। কেয়ামতের অতি সন্নিকটে প্রকাশিত হবে । আলী বিন আবি তালিব, ইবনে আব্বাস ও আবু সাঈদ রা. এ মতটি গ্রহণ করেছেন। হাফেয ইবনে কাছীর রহ.-ও এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এতদুভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে কতিপয় জ্ঞানী বলেন, ধোঁয়া দু-বার প্রকাশ পাবে। একবার নবীযুগে প্রকাশ পেয়েছে।

কেয়ামতের সন্নিকটে আরেকবার প্রকাশ পাবে। কুরআনের আয়াতে ধোঁয়া বলতে কুরায়েশ গোত্রকে আচ্ছন্নকারী ধোঁয়া উদ্দেশ্য।

ইবনে মাসউদ রা. বলতেন, "ধোঁয়া মোট দু-বার প্রকাশিত হবে। একটি গত হয়েছে। আরেকটি অচিরেই প্রকাশ পাবে। আসমান-জমিন পূর্ণ হয়ে যাবে। মুমিনদের সর্দি জাতিয় অনুভব হবে। কাফেরদের নাসিকা ফুটো করে দেবে।" (তাযকিরা) প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, কুরআনের আয়াতে যে ধোঁয়ার অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে, তা অনেক ব্যাপক হবে, সবাই তা স্পষ্ট লক্ষ করতে পারবে । তবে কুরায়েশ যে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছিল, সেটি ছিল তীব্র ক্ষুধার দরুন চোখের ধাঁধা ।

ধোঁয়া সংক্রান্ত হাদিস

- হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম, নবী করীম সা. এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী আলোচনা করছ? বললাম, কেয়ামত নিয়ে আলোচনা করছি । বললেন, দশটি বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না- (তন্মধ্যে একটি ছিল ধূম্র, হাদিসটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে) (**মুসলিম-৭৪৬৭**)

- আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "ছয়টি বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার পূর্বে-ই দ্রুত আমল করে নাও! ১) পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়, ২) ধূম, ৩) দাজ্জাল, ৪) অদ্ভুত প্রাণী, ৫) মৃত্যু, ৬) মহা প্রলয় ।" (**মুসলিম- ৭৫৮৪**)

- আব্দুল্লাহ বিন আবি মুলাইকা রা. বলেন, একদিন প্রত্যুষে আমি ইবনে আব্বাস রা.এর কাছে গমন করলাম। তিনি বললেন, গতরাতে আমি একদম ঘুমুতে পারিনি । বললাম, কেন! কী হয়েছে ? বললেন, লেজবিশিষ্ট তারকা (ধূমকেতু) উদয় হয়েছিল । ভয় পেয়েছিলাম, ধোঁয়া এসে যায় কি না!! তাই সকাল পর্যন্ত চোখে ঘুম আসেনি।" (**ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে আবী হাতিম**)

ইবনে আব্বাস রা. ধোঁয়ার আশঙ্কা করেছিলেন। বুঝা গেল, ধোঁয়া কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন ।

◆ অদ্ভুত প্রাণী

আল্লাহ পাক বলেন, "যখন প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূ-গর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না" (**সূরা নামল-৮২**)

এ ব্যাপারে প্রামাণ্য ও স্বতঃসিদ্ধ কথা হল যে,

- বাস্তবেই তা একটি প্রাণী
- সে মানুষের সাথে কথা বলবে।
- ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বের হবে।

ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্থান হতে বের হবে?

কেউ বলেছেন, মক্কা নগরীর সাফা পর্বত থেকে ।কেউ বলেছেন, কা'বার নিদেশ থেকে। কেউ বলেছেন, নির্জন মরুপ্রান্তর থেকে।

বিশুদ্ধ কোন হাদিসে এ ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট করা হয়নি । সুতরাং আমরা বলব, আল্লাহর কালাম সত্য, অবশ্যই বের হবে। তবে কোত্থেকে বের হবে, তা অজানা ।

তার মিশন

সে মানুষকে বলবে, "মানুষ আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করত না। যেমনটি কুরআনে কারীমে এসেছে, "যখন প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে৷ এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না।" (**সূরা নামল-৮২**)

নাকে চিহ্ন

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "অদ্‌ভুত প্রাণী বের হয়ে মানুষের নাকে এক প্রকার চিহ্ন দিয়ে যাবে । এমনকি মানুষ উট ক্রয় করলে জিজ্ঞাসা করা হবে, কার কাছ থেকে কিনেছ? বলবে, অমুক নাসিকা চিহ্নিত ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করেছি ।" (**মুসনাদে আহমদ**)

প্রাণী এভাবেই চলতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত এমন সময় আসবে, যখন একে অন্যকে বলতে থাকবে, "হে মুমিন" অথবা "হে কাফের" । অবশেষে যখন আল্লাহ পাক কেয়ামত ঘটাতে ইচ্ছা করবেন, তখন মুমিনদের রূহ কব্জা করতে এক প্রকার সুবাতাস প্রেরণ করবেন। ফলে সকল মুমিনের মৃত্যু হবে।

অবশেষে কাফেরদের উপর আল্লাহ কেয়ামতের কঠিন আযাব নিপতিত করবেন । আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "শেষ জমানায়৷ দাজ্জাল বের হয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বৎসর বর্ণনাকারী সন্দিহান) অবস্থান করবে। অতঃপর মরিয়ম তনয় ঈসাকে আল্লাহ প্রেরণ করবেন। দেখতে সে উরওয়া বিন মাসউদ সদৃশ হবে। সে দাজ্জালকে খুঁজে বের করে হত্যা করবে । অতঃপর মানুষ সাত বৎসর প্রশান্তিতে জীবন যাপন করবেন। পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না। অতঃপর শামের দিক থেকে আল্লাহ পাক এক প্রকার সুবাতাস প্রেরণ করবেন, সকল মুমিনের রূহ সে কব্জা করে নেবে। অণু পরিমাণ ঈমান ও যার অন্তরে আছে, তাকে- ও সে নিয়ে নেবে। মৃত্যু থেকে বাঁচতে কোন মুমিন যদি সেদিন পাহাড়ের গহীন গুহায় গিয়ে-ও আশ্রয় নেয়, সুৰাতাম সেখানেও পৌঁছে যাবে। অতঃপর পৃথিবীতে শুধু অনিষ্টরা বেঁচে থাকবে, ভালমন্দ পার্থক্য করবে না। শয়তান তাদের মাঝে এসে বলবে, তোমরা কি আমার কথা শুনবে না!? তারা বলবে, আদেশ কর! শয়তান তাদেরকে মূর্তিপূজার আদেশ করবে। এভাবে তারা স্বচ্ছল ও প্রশান্তিময় জীবন যাপন করতে থাকবে । আকস্মিক সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। শুনা মাত্রই সকলে হেলেদুলে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। প্রথম যে শুনতে পাবে, সে নিজের উটের আস্তাবলে কর্মরত থাকবে। সে-ই প্রথম মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর সকল মানুষ ধ্বংস হতে থাকবে।" (**মুসলিম-৭৫৬৮**)

❁ পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয়ের ব্যাপারে কোরআনের আয়াত

আল্লাহ পাক বলেন, "তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে। যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি৷ আপনি বলে দিন, তোমরা পথের দিকে চেয়ে থাক, আমরা পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।" (**সূরা আন'আম-১৫৮**)

পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয়ের ব্যাপারে হাদিস

- আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “তিনটি বৃহৎ নিদর্শন, প্রকাশ হলে -পূর্বে থেকে ঈমান না এনে থাকলে বা কোন সৎকর্ম না করে। থাকলে কারো ঈমান তখন উপকারে আসবে না- ১) পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয়। ২) দাজ্জাল ৩) অদ্ভুত প্রাণী।” (**মুসলিম- ৪১৭**)

তওবার দরজা বন্ধ হওয়ার তাৎপর্য-

মানুষের ঈমান অনেকাংশেই অদৃশ্য বিষয়াবলীর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় হলে গেলে ঈমান তখন চাক্ষুষ হয়ে যাবে, সকলেই তখন কেয়ামতের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবে। তখন আর ঈমান অদৃশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সমুদ্রের মাঝখানে ডুবে যাওয়ার প্রাক্কালে ফেরাউন ও ঈমানের দাবী করেছিল। কিন্তু অগ্রাহ্য হয়েছে।

- আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় হলে গেলে সকল মানুষ একবাক্যে ঈমান নিয়ে আসবে । কিন্তু পূর্ব থেকে ঈমান না এনে থাকলে কারো ঈমান সেদিন গ্রাহ্য হবে না। দু'জন ব্যক্তি কাপড়ের দাম করতে থাকবে, ক্রয়-বিক্রয় এবং ভাজ করার আগেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে । উটের দুধ দোহন করে বাড়ী ফিরবে, পান করার আগেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে । উটের আস্তাবলে খাবার দেবে, আহার শুরুর পূর্বেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে। খাবারের গ্রাস মুখে উঠাবে, গলদকরনের পূর্বেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে।” (**বুখারী-৬১৪১**)

- আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “তোমরা কি জান- সূর্য প্রতিদিন কোথায় গিয়ে থামে!? সবাই বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন! বললেন, সূর্য চলতে থাকে, চলতে চলতে আরশের নিচে নিজ গন্তব্যে গিয়ে সেজদায় পড়ে যায়। এভাবে সেজদায় পড়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত তাকে বলা হয়, উঠ! যে পথ দিয়ে এসেছিলে, সে পথ ধরে ফিরে যাও! অতঃপর সূর্য নিজ কক্ষপথ দিয়ে পুন-উদিত হয়। পরদিন আবার সূর্য নিজ গন্তব্যে গিয়ে সেজদায় পড়ে যায়। আবার তাকে নিজ কক্ষপথ ধরে ফিরে যেতে বলা হয়। শেষ পর্যন্ত একদিন তাকে বলা হবে, অস্তাচল দিয়ে উদিত হও। ফলে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদিত হয়ে যাবে। আগ থেকে ঈমান না এনে থাকলে বা সৎকর্ম না করে থাকলে কারো ঈমান সেদিন উপকারে আসবে না। (**মুসলিম-৪১৮**)

- আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “সর্বপ্রথম পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয় হবে । পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহরে অদ্ভুত প্রাণী বের হবে । এতদুভয়ের একটা প্রকাশ হলে অপরটা কাছাকাছি সময়ে প্রকাশ হয়ে যাবে।” (**মুসলিম-৭৫৭০**)

❁ দ্রুত আমল করে নেয়ার তাগিদ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, “ছয়টি বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার পূর্বে-ই দ্রুত আমল করে নাও! ১) পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয় । ২) ধূম্র ৩) দাজ্জাল ৪) অদ্ভুত প্রাণী ৫) মৃত্যু ৬) মহা প্রলয় ।” (**মুসলিম-৭৫৮৪**)

◆ হাশরের ময়দানের দিকে তাড়নাকারী অগ্নি

- হুযাইফা বিন উছাইদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম, নবী করীম সা. এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আলোচনা করছ? বললাম, কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছি। বললেন, দশটি বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না- ১) ধূম্র, ২) দাজ্জাল, ৩) অদ্‌ভুত প্রাণী, ৪) পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়, ৫) মরিয়ম তনয় ঈসা'র অবতরণ, ৬) ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভব ৭) তিনটি ভূ-ধ্বস ৮) ৯) প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে এবং আরব উপদ্বীপে। ১০) সবশেষে ইয়েমেন থেকে উত্থিত হাশরের দিকে তাড়নাকারী অগ্নি।"(**মুসলিম-৭৪৬৭**)

- অপর বর্ণনায়, "ইয়েমেনের - আদন এলাকার গহ্বর থেকে উত্থিত অগ্নি, যা মানুষকে হাশরের দিকে নিয়ে যাবে।" (**মুসলিম-৭৪৬৮**)

- আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের পূর্বক্ষণে -হাজরামাউত- থেকে একটি অগ্নি বের হবে, যা মানুষকে হাশরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তখন আমরা কি করব হে আল্লাহ রাসূল! বললেন, তোমরা শামে চলে যেয়ো।" (**মুসনাদে আহমদ- ৫১৪৬**)

- আনাছ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একদা আব্দুল্লাহ বিন সালাম (ইসলামপূর্ব ইহুদী পণ্ডিত) মদীনায় নবীজীর আগমনী সংবাদ পেয়ে নবীজীর কাছে আসলেন। নবীজীকে বলতে লাগলেন, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করব, নবী ছাড়া যেগুলোর উত্তর কেউ জানে না)- ১) কেয়ামতের প্রথম সূচনা কী ? ২) জান্নাতবাসীর প্রথম খাবার কী? ৩) সন্তান কখনো পিতা সদৃশ হয়, কখনো মাতা সদৃশ হয় -এর তাৎপর্য কী? নবী করীম সা. উত্তরে বলতে লাগলেন, "এই মাত্র জিবরীল আমাকে সব জানিয়ে গেল। আব্দুল্লাহ বললেন, ইহুদীরা একে মহাশত্রু মনে করে। নবীজী বলতে লাগলেন, "কেয়ামতের প্রথম নিদর্শন হচ্ছে সেই অগ্নি, যা মানুষকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে হাশরের দিকে নিয়ে যাবে। জান্নাতবাসীর প্রথম খাবার হচ্ছে মাছের কলিজার শ্রেষ্ঠাংশ। আর পুরুষ যখন নারীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়, তখন যার বীর্য জরায়ুতে আগে গিয়ে পৌঁছে, সন্তান তার-ই সদৃশ হয়। পুরুষের বীর্য আগে পৌঁছলে পিতা সদৃশ হয়, নারীর বীর্য আগে পৌঁছলে মাতা সদৃশ হয়। তখন আব্দুল্লাহ বলে উঠল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, সত্যই আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল!!" (**বুখারী-৩১৫১**)

যেভাবে মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে-

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "মানুষকে তিনভাবে তাড়ানো হবে। কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেতে থাকবে। কেউ বাধ্য হয়ে আগুন থেকে বাঁচার লক্ষে চলতে থাকবে। একটি উটের উপর দু'জন, তিনজন, চারজন এমনকি দশজন করেও আরোহন করবে। অপর দলকে আগুনে তাড়াবে, বিশ্রামের সময় আগুন থেমে যাবে, রাত্রিযাপন কালে আগুন-ও পাশে (থেমে) থাকবে। মানুষের সাথে সকাল- সন্ধ্যা যাপন করবে।" (**বুখারী-৬১৫৭**)

আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "মানুষকে তিন দলে বিভক্ত করে হাশরের মাঠে আনা হবে। কিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসবে। কিছু বস্ত্রাবৃত হয়ে আসবে। আর কিছু বাহনে করে আসবে। একদল- পদব্রজে (দৌড়ে) আসবে। অপরদল- ফেরেশতাগণ চেহারায় ধরে টেনে নিয়ে আসবে। এক ব্যক্তি বলল, মানুষ হেটে আসবে কেন? নবীজী বললেন, সেদিন কোন বাহন জন্তু থাকবে না, সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

এমনকি মানুষ সুন্দরতর বিশাল বাগানের বিনিময়ে ছোট্ট ও দুর্বল একটি গর্দভ কিনবে। কিন্তু তাতে আরোহণ করতে পারবে না।" (**মুসনাদে আহমদ-২১৪৯৪**)

❁ শিঙায় ফুঁক

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন, এক গ্রাম্য লোক বলল, হে আল্লাহর রাসুল, শিঙা কী জিনিস? তিনি বললেন, এটি একটি শিং, যাতে ফুঁক দেওয়া হবে। (**সুনানু আবি দাউদ-৪৭৪২, সুনানুত তিরমিজি : ২৫৬০,৩৪৭২**)

জাইদ বিন আরকাম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কীভাবে আয়েশ করতে পারি; অথচ শিঙার ফেরেশতা শিঙা মুখে দিয়ে রেখেছেন! তিনি তাঁর মাথা নুইয়ে রেখেছেন এবং কানের দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে রেখেছেন। তিনি অপেক্ষায় আছেন যে, কখন তাকে আদেশ দেওয়া হবে আর তিনি ফুঁক দেবেন। সাহাবায়ে কিরাম রা. যখন তা শুনলেন, তখন তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তাহলে আমরা কী বলব? তিনি বললেন, তোমরা বলো, "حسبنا الله و نعم الو كيل "অর্থাৎ আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক!

নোট : এ ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা, যা একজন প্রকৃত বান্দার থাকা উচিত; অথচ আমরা তা থেকে অনেক অনেক দূরে। পার্থিব জীবনের চিন্তা ও ভোগবিলাস আমাদেরকে এমন ভাবনা থেকে যোজন যোজন পথ সরিয়ে নিয়ে গেছে। (**সহিহ, সুনানুত তিরমিজি :২৫৬১**)

হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুই ফুৎকারের মাঝে চল্লিশের (অর্থাৎ চল্লিশ বছরের) ব্যবধান থাকবে। প্রথমটির দ্বারা আল্লাহ তাআলা সব জীবকে মৃত্যু দান করবেন। আর দ্বিতীয়টির দ্বারা সমস্ত মৃতকে জীবিত করবেন। (সহিহ বুখারি:৪৮১৪,সহিহ মুসলিম: ২৯৫৫)

◆ শেষ কথা

❁ মুক্তির উপায়

ইসলাম বর্জন বা তার বিলুপ্তির পর যা থাকছে তাকে যেমন হাদিসের ভাষায় জাহিলিয়্যাত বলা হয়েছে, তা আমার জন্য ফিতনাও। বা ফিতনার জীবন যাপন। এ কথা যদি আমরা বুঝতে না পারি, তবে আমাদের ইসলাম অনেকটা মেকি হয়ে যাবে! আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনসব বিষয়ই কুফরি শক্তি আজ আমাদের সামনে রেখে দিয়েছে। তা থেকে মুক্তির উপায় একমাত্র তা-ই, যা হাদিসে বলে দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আমি এমন এক ফিতনা সম্বন্ধে জানি, যার পূর্বের নিদর্শনগুলো অতিসত্ত্বর প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে। যার সঙ্গে থাকবে উত্যক্তকারী দল, যেমন খরগোশকে উত্যক্ত করে গর্ত থেকে বের করে আনা হয়। তেমনিভাবে লোকজনকে ফিতনার প্রতি ধাবিত করা হবে। আবার আমি উক্ত ফিতনা থেকে মুক্তির উপায়ও জানি। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করেন,মুক্তির উপায় কি হতে পারে? জবাবে হযরত আবু হুরায়রা বলেন, আমার হাতকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখবো, এক পর্যায়ে আমাকে এসে হত্যাকারীরা হত্যা করবে।

হযরত আবু মুসা আশআরি থেকে বর্ণিত তিনি রাসুল থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল এ একদিন কিয়ামতের পূর্বে এক ফিতনা নিয়ে আলোচনা করেন। আমাদেরকে রাসুল বলেছেন, সেই ফিতনার সম্মুখীন হলে আমাদের সে ফিতনা থেকে মুক্তির বা বের হওয়ার কোনো উপায় থাকবে না; তবে যেমনিভাবে তাতে প্রবেশ করা হয়েছে, সে পথেই ফিরে আসতে হবে। অতঃপর সে বিষয় সম্বন্ধে কাউকে কিছুই বলা যাবে না।আল্লাহ বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে, [তার জীবনাদর্শে, বিধিবিধানে] প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক [নানাপথ ও মতের] অনুসরণ কর না! সুতরাং, তোমাদের কাছে উজ্জ্বল প্রমাণাদি [কুরআন এবং হাদিস] আসার পরও যদি তোমরা [সিরাতে মুস্তাকিম বা সহজ, সরল পথ থেকে] বিচ্যুত হয়ে যাও, তবে দৃঢ় বিশ্বাস রেখো, আল্লাহ [তোমাদের ভ্রান্তির পথ অবলম্বনের কারণে শাস্তি প্রদানে] মহাপরাক্রমশালী, চিরবিজয়ী এবং [তাঁর মনোনীত দীন হিসেবে ইসলামের বিধান প্রদানে প্রজ্ঞাময়!)' (**সুরা বাকারা : ২০৮**)

আজ আমাদের ফিতনার ঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার একটিই মাত্র পথ; আর তা হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ। ইসলামের অনুসরণ এবং ফিতনা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং আল্লাহ -র কাছে আমাদের কায়মনেবাক্যে দুআ করে যেতে হবে:

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে উত্তমরূপে (গন্তব্যে) পৌছিয়ে দিন, আর আমাকে উত্তমরূপে (গন্তব্যে) নিয়ে যান এবং আমাকে আপনার পক্ষ হতে (কাফেরদের উপর) এমন বিজয় দান করুন, যাতে আপনার সাহায্য থাকে।' (**সুরা ইসরা : ৮০**)

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে পথে ফিরে যাওয়ার, ইসলামকে আঁকড়ে ধরে ফিতনা থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন। আমিন।

◆ গ্রন্থসহায়িকা ও তথ্যসূত্র

- মহাপ্রলয় -ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী
- কিতাবুল ফিতান- ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ
- ধেয়ে আসছে ফিতনা- ইমাম আবু আমর উসমান আদ-দানি رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ
- পরকালের পথে যাত্রা – রেইনড্রপস মিডিয়া

Assignment prepared by

Tani

Batch-202

Roll no.- 20202046

Islamic Online Madrasah

Address- Bancha Nagar, Sadar Lakshmipur, 3700